জয় থেকে জয় ক্রিকেটে

চিরঞ্জীব

রবীন্দ্র লাইব্রেরী
১৫-২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রকাশক :
শ্রীরবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস
১৫/২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

JAI THEKEY JAI CRICKETE

A Cricket Almanac

by

CHIRANJEEB

Price : Rs. 12·00 (India)

প্রচ্ছদ : শচীন বিশ্বাস

মুদ্রাকর :
শ্রীদিলীপকুমার চৌধুরী
সরস্বতী প্রেস
১২, পটুয়াটোলা লেন,
কলিকাতা-৯

বারো টাকা মাত্র

—সবিনয় নিবেদন—

খেলায় জিতলে একটি জাতির জাগরণ হয়, একটি দেশ উচ্ছলিত হয়ে ওঠে। আমাদের ক্রিকেট দলের শুধু ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও ইংল্যাণ্ডে পর-পর দুটি সিরিজ জয়ে তো দেখেছিই, দেখেছি—ইডেনে, ব্রাবোর্ণে, চীপকে, ফিরোজশাহ কোটলায় ও কিভাবে নাড়া দেয় গোটা দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতাকে। কিন্তু এসব ভবিষ্যতে শুধু গল্পকথা না হয়ে পড়ে, জয়গুলি হারিয়ে না যায়,—তাই এই বই।

শুরুতেই বলে রাখছি 'জয় থেকে জয় ক্রিকেটে'র সব জয় দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি। আবার যখন যা ও-বা দেখেছিলাম, তখন তা নিয়ে বই লেখার কোন উদ্দেশ্য ছিল না। তাই বই লিখতে আমার কাছে বিভিন্ন সময়ের সংবাদপত্র, পুস্তিকা ও অসংখ্য বই ছিল অপরিহার্য। যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি নির্ভুল বিবরণ, স্কোর কার্ড ও পরিসংখ্যান পেশের। তবুও অকপটে স্বীকার করছি—ভুল থাকা অসম্ভব নয়। সহৃদয় পাঠক-পাঠিকার কাছে অনুরোধ, কোন ভুল চোখে পড়লেই অবিলম্বে যেন তাঁরা আমাকে জানান।

এতে ক্রীড়া-সাংবাদিকতার বিবর্তনের দিকটাও তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। সকলেই হয়তো আমার সঙ্গে একমত হবেন, ১৯৫২-র ক্রিকেট রিপোর্টিং এ অনেক তফাৎ, বিশেষত বাংলায়, বাহান্নর সঙ্গে তিয়াত্তরের ফারাক বুঝতে অসুবিধা না হয়—তাই বিভিন্ন সময়ের জয়গুলি তৎকালীন শীর্ষস্থানীয় বাংলা সংবাদপত্রের প্রতিবেদনের সঙ্গে মোটামুটি মিল রেখেই পরিবেশিত হল। তিয়াত্তরের দুটি, অর্থাৎ অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ জয়ের গোটা রিপোর্ট প্রায় হুবহু আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে তুলে দিলাম।

কলকাতা-৪৭

—চিরঞ্জীব

কৃতজ্ঞতা-স্বীকার ঃ

মতি নন্দী

পবিত্র দাশ

মোনা চৌধুরী

অমিতাভ চৌধুরী

শেখর তরফদার

ব্রিটিশ ইনফরমেশন সার্ভিস

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে যে দুই বাঙালীর কৃতিত্ব সর্বাধিক, সেই

শ্রীপঙ্কজলাল রায়

ও

পবলোকগত প্রবীর সেন-কে—

এই লেখকের উল্লেখযোগ্য বই :

নেপথ্যে
স্পোর্টস ডায়েরী
কানোজি আংরে
মাঠে ময়দানে
সেরা সেরা খেলোয়াড়
খেলোয়াড়দের সঙ্গে
খেলার মাঠের অন্তরালে
সংবাদ-সমীক্ষা

ভারত-ইংল্যাণ্ড

পঞ্চম টেস্ট - চীপক ময়দান (মাদ্রাজ)

ভারত	ইংল্যাণ্ড
বিজয় হাজারে (অধিনায়ক)	ডোনাল্ড কার (অধিনায়ক)
মুস্তাক আলী	জে ডি রবার্টসন
পঙ্কজ রায়	ফ্রাঙ্ক লোসন
বিনু মাঁকড়	টম গ্রেভনি
লালা অমরনাথ	আর স্পুনার (উইকেটরক্ষক)
দাত্তু ফাড়কর	সি জে পুল
পলি উমরিগড	এম হিল্টন
সি ডি গোপীনাথ	ব্রায়ান স্ট্যাথাম
আর ডিভেচা	ফ্রেড রিজওয়ে
প্রবীর সেন (উইকেটরক্ষক)	অ্যালান ওয়াটকিন্স
গোলাম আমেদ	রয় ট্যাটারসল

প্রথম দিন

ইংল্যাণ্ডের ৫ উইকেটে ২২৪ রাণ

মাদ্রাজ, ৬ ফেব্রুয়ারি—ইংল্যাণ্ড ও ভারতের পঞ্চম ও শেষ টেস্টম্যাচ আজ থেকে এখানকার চীপক মাঠে শুরু হয়েছে।

ইংল্যাণ্ড দলের অধিনায়ক ডোলাণ্ড কার টসে জয়ী হয়ে ব্যাটিং নেন। আজ তাঁরা সারাদিন খেলে সংগ্রহ করেছেন ২২৪ রাণ ৫ উইকেটের বিনিময়ে। দলীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে রবার্টসন সবচেয়ে বেশি রাণ (৭১) করেছেন। তিনি এখনও অপরাজিত। স্পুনার ৬৬ রাণ করে আউট হয়েছেন।

বোলিং-এ উল্লেখ্য মাঁকড়ের নাম। তিনি একাই পেয়েছেন ৩টি উইকেট। এ ছাড়া উইকেটরক্ষক প্রবীর সেন গ্রেভনিকে স্টাম্পড করেছেন।

ভারতের অধিনায়ক হাজারের দুর্ভাগ্য, এবারও তিনি টসে হেরে গেলেন। এই নিয়ে পর পর তিনবার হার হল তাঁর।

আজ প্রায় পঁচিশ হাজার দর্শকের সামনে ভারত-ইংল্যাণ্ডের শেষ টেস্ট শুরু হয়। ইংল্যাণ্ড দলের দুই ওপেনিং ব্যাটসম্যান স্পুনার ও লোসন সূচনায় ব্যাট করতে আসেন। কিন্তু তাঁদের সূচনা ভাল হয়েছে এমন বলা চলে না। দলের রাণ যখন মাত্র তিন, লোসন তখন ফাড়করের বলে বোল্ড হয়ে ফিরে যান।

এর পরে খেলতে আসেন টম গ্রেভনি। দলের খ্যাতনামা ব্যাটসম্যান। খুব সতর্কভাবে তিনি খেলতে থাকেন। ধীরে ধীরে রাণ উঠতে থাকে। গ্রেভনি ইতিমধ্যে প্রাথমিক জড়তা কাটিয়ে

উঠেছেন। দলের ৫০ রাণ পূর্ণ হয় তাঁর একটি বাউণ্ডারির মাধ্যমে। এর কিছুক্ষণ পরে অধিনায়ক হাজারে ডিভেচাকে সরিয়ে অমরনাথকে আনেন। সূচনায় এই ডিভেচা ও ফাড়করই বোলিং-এর দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তারও পরে ফাড়কর ও অমরনাথের বদলে আসেন নতুন জুটি মাঁকড় ও গোলাম আমেদ। মাঁকড় তাঁর দ্বিতীয় ওভারেই পুরস্কৃত হন। গ্রেভনির উইকেটটি তাঁকে পাইয়ে দেন উইকেটরক্ষক প্রবীর সেন। মাঁকড়ের এই বলটি ছিল বেশ লোভনীয়। গ্রেভনি তা সামলাতে না পেরে এগিয়ে যান মারতে। কিন্তু বল তাঁর ব্যাটের নাগালের বাইরে। চলে গেছে সেনের হাতে। সেন অপূর্ব তৎপরতার সঙ্গে উইকেট ভেঙে দেন। ৭১ রাণের মাথায় দ্বিতীয় উইকেট পড়ে। গ্রেভনির রাণ ৩৯।

রবার্টসন খেলতে আসেন। তিনি ও স্পুনার সতর্কভাবে ৮৯ রাণ তোলেন। এর পরেই মধ্যাহ্ন-ভোজের বিরতি হয়। স্পুনার ৩৭ ও রবার্টসন ৪ রাণ করেন।

মধ্যাহ্ন-ভোজের পরে ফাড়কর ও মাঁকড় উভয় দিক থেকে আবার আক্রমণ শুরু করেন। ১৩০ মিনিটে ইংল্যাণ্ডের ১০০ রাণ পূর্ণ হয়। হাজারে ফাড়করের বদলে আবার গেলাম আমেদকে বল করতে ডাকেন। স্পুনার স্তিমিত হয়ে যান। তাঁর পক্ষে দ্রুত রাণ তোলা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তবুও তিনি ৫০ রাণ পূর্ণ করেন। কিন্তু হাজারে বল করতে এসেই তাঁকে প্যাভিলিয়নে ফিরিয়ে দেন। দলের রাণ তখন ১৩১, স্পুনারের ৬৬ (৫টি বাউণ্ডারিসহ)। ফাড়করের হাতে তিনি ক্যাচ আউট হন।

ওয়াটকিন্স রবার্টসনের সঙ্গে খেলায় যোগ দেন। হাজারে এই সময় মাঁকড়ের পরিবর্তে আবার গোলামকে বল দেন। দুজনে বেশ আস্থার সঙ্গে খেলতে থাকেন। ধীরগতিতে হলেও রাণ উঠতে থাকে। রবার্টসন তাঁর অর্ধশত রাণ পূর্ণ করেন। এই রাণ করতে তাঁর সময় লাগে ১৩৫ মিনিট। অপরদিকে ওয়াটকিন্স ৫৫ মিনিট উইকেটে

থেকে মাত্র ৯ রাণ করবার পরে আউট হন ১৭৪ রাণের মাথায়। তিনি মাঁকড়ের একটি বল জোরে মারতে গিয়ে মিড উইকেটে গোপীনাথের হাতে ধরা পড়েন। পুল খেলতে আসেন। চা-পানের বিরতি পর্যন্ত আর কোন উইকেট না খুইয়ে দলের ১৭৭ রাণ ওঠে (৪ উইকেটে)। রবার্টসন ৫১ ও পুল ২ রাণ করে অপরাজিত থাকেন।

চা-পানের পর পুল দ্রুত রাণ তোলার চেষ্টা করে মাঁকড়ের বলে সরাসরি বোল্ড হন নিজস্ব ১৫ রাণের মাথায়। ১০০ পূরণ হতে তখনও ৩ রাণ বাকি।

কার খেলতে আসেন। দুই ব্যাটসম্যান সংযতভাবে খেলতে থাকেন। কারণ তাঁরা বুঝেছেন দ্রুত রাণ তোলার ফল ভাল হবে না।

যাই হোক, ২৭৮ মিনিট খেলা হওয়ার পরে ইংল্যাণ্ডের ২০০ রাণ পূর্ণ হয়। ২১২ রাণের মাথায় হাজারে নতুন বল তুলে দেন ফাড়কর ও ডিভেচার হাতে। ডিভেচা কারের বিরুদ্ধে একবার লেগ বিফোর ডেকে ব্যর্থ হন। ঠিক এই সময়েই ইংল্যাণ্ডের রাজা ষষ্ঠ জর্জের মৃত্যু-সংবাদ মাঠে আসে।

রাজার মৃত্যু-সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাঠের পতাকা অর্ধনমিত করা হয়। কিন্তু খেলা বন্ধ হয় না। ইংল্যাণ্ড দলের ম্যানেজা'র সি জি হাওয়ার্ড জানান, আগামী কাল খেলা বন্ধ থাকবে না। খেলার সূচনায় খেলোয়াড়রা দু'মিনিট নীরবতা পালন করবেন, এবং প্রত্যেক খেলোয়াড় কালো ব্যাজ পরবেন।

যাই হোক, ইংল্যাণ্ড দলের বাকি সময়ে আর কোন অঘটন ঘটেনি। দিনের শেষে তাঁদের রাণ ওঠে ২২৪, ওই পাঁচ উইকেটের বিনিময়ে। রবার্টসন ৭১ ও কার ১২ রাণে অপরাজিত থাকেন।

দ্বিতীয় দিনের খেলা স্থগিত

মাদ্রাজ, ৭ ফেব্রুয়ারি—যদিও ঘোষণা করা হয়েছিল রাজার মৃত্যুতে আজ খেলা স্থগিত থাকবে না, তবুও ইংল্যাণ্ড ও ভারতের মধ্যে পঞ্চম টেস্টম্যাচ আজ স্থগিত রাখা হয়েছে। কাল গভীর রাত্রে বিভিন্ন ক্রিকেট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার পরে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। কাল থেকে কোন বিরতি ছাড়াই পর পর ৪ দিন খেলা হবে।

বল করতে দেন। এদিকে পঙ্কজ রায় নিজস্ব ৩২ রাণের সময়ে কারের বলে ক্যাচ তুলেও অব্যাহতি পান। হাজারে কারের বলে বাউণ্ডারি মারেন। এরপরে আবার ট্যাটারসল ও হিল্টনকে বল করতে দেওয়া হয়। পঙ্কজ হিল্টনের বলে বাউণ্ডারি মেরে ১১৭ মিনিটে নিজস্ব ৫০ রাণ পূর্ণ করেন। এর মধ্যে তিনি ছ'বার বাউণ্ডারি মারেন। ভারতের ১ উইকেটে ৮০ রাণ হয়।

ট্যাটারসলের বলে রাণ ওঠা বন্ধ হলেও ধীরে ধীরে রাণ উঠতে থাকে। দলীয় শতরাণ পূর্ণ হতে তখনও ৩ রাণ বাকি। এই সময় অধিনায়ক হাজারে হিল্টনের বলে সরাসরি আউট হন ২০ রাণ করে। এর মধ্যে তিনি তিনটি বাউণ্ডারি মারেন।

হাজারের পরে হিসাবমত উমরিগড়ের মাঠে নামবার কথা। কিন্তু মাঁকড়কে মাঠে নামতে দেখা যায়। মাঁকড় খেলায় যোগ দেবার কিছুক্ষণ পরে ১৩৫ মিনিট খেলায় ভারতের ১০০ রাণ পূর্ণ হয়। ওয়াটকিন্স বল করতে আসেন। কিন্তু পঙ্কজ রায় বেপরোয়া। তিনি সমানে মেরে খেলতে থাকেন। অপরদিকে উইকেট আগলাবার দায়িত্ব নেন মাঁকড়। চা-পানের সময়ে ভারতের ১১৫ রাণ দু উইকেটে। পঙ্কজ ৭১ ও মাঁকড় ২ রাণ করে অপরাজিত থাকেন।

মাঁকড় চা-পানের বিরতির পর খেলতে নেমেই দ্রুত রাণ তুলতে থাকেন। চা-পানের বিরতির আগে তিনি ২৩ মিনিট খেলে মাত্র ২ রাণ করেন। কিন্তু এখন তিনি পিটিয়ে খেলতে থাকেন। হিল্টনের বলে তিনি পর পর বাউণ্ডারি মারেন। ট্যাটারসল বল করতে এলে মাঁকড় তাঁর বলে ক্যাচ তোলেন। কিন্তু ওয়াটকিন্স তা ধরতে পারেন না। মাঁকড় তখন অশুভ ১৩-র সীমায়। দলের দেড়শ' রাণ পূর্ণ হবার পরে ১৫১ রাণের মাথায় হিল্টনকে সরিয়ে কার নিজে বল করতে আসেন। তাঁর দ্বিতীয় ওভারের একটি বলে মাঁকড় আউট হন ওয়াটকিন্সের হাতে। ৬৮ মিনিট খেলে তিনি ২২ রাণ সংগ্রহ করেন।

অমরনাথ খেলতে আসেন। এসময় পঙ্কজ কারের বলে বাউণ্ডারি মেরে নিজস্ব ৯৭ রাণ করেন।

পঙ্কজ রায়ের শতরাণ

এর পরেই ২১৫ মিনিট খেলে পঙ্কজ রায় তাঁর টেস্ট জীবনের দ্বিতীয় শতরাণ করেন। এর মধ্যে তিনি ১৩ বার সীমানার বাইরে বল পাঠান। অমরনাথ কারের বলে বাউণ্ডারি মারেন। অপরদিকে পঙ্কজও ট্যাটারসলের বলে চার মারেন। কিন্তু এই ট্যাটারসলের বলেই ওয়াটকিন্সের হাতে তিনি ক্যাচ আউট হন। দলীয় রাণ তখন চার উইকেটে ১৯১, পঙ্কজ রায়ের ১১১। দিনের খেলা শেষ হতে তখন মাত্র ১০ মিনিট বাকি। ফাড়কর খেলতে এলেন। ২৪০ মিনিটে ভারতের ২০১ রাণ ওঠে, দিনের শেষে এর সঙ্গে যোগ হয় আরও ৫ রাণ। মোট ৪ উইকেটে ২০৬ রাণ ওঠার পরে দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ হয়। অমরনাথ ২৭ ও ফাড়কর ৬ রাণে অপরাজিত থাকেন।

বিশেষজ্ঞের মতে

দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষে বিদেশী ক্রিকেট সমালোচক লেস্‌লী-স্মিথ ভারতের দুই খেলোয়াড় পঙ্কজ রায় ও বিনু মাঁকড়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। তাঁর মতে ইনি (পি রায়) ভারতের অপূর্ব আবিষ্কার। মাত্র ২৩ বছর বয়সে ইনি হাজারের রেকর্ড ভেঙে দেন। ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে তাঁর রাণসংখ্যা ৩৮৭। এর আগে কোন ভারতীয় খেলোয়াড়ের পক্ষেই ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে এত রাণ করা সম্ভব হয়নি। হাজারে (৩৪৭) তখন বহু পিছনে পড়ে আছেন।

মাঁকড়ের বোলিংয়েরও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে হয়। তিনি ৫৫ রাণে ৮টি উইকেট দখল করেছেন। পিচ তাঁকে একেবারেই সাহায্য করেনি। এঁকে শ্রেষ্ঠ টেস্ট বোলারদের মধ্যে স্থান দেওয়া যেতে পারে। আরও একটি ইনিংসের খেলা বাকি আছে।

চতুর্থ দিন (তৃতীয় দিনের খেলা)

উমরিগড় ১৩০ নট আউট

ইংল্যাণ্ড ১৭৯ রাণে পিছিয়ে

মাদ্রাজ, ৯ ফেব্রুয়ারি। ইংল্যাণ্ড ও ভারতের শেষ টেস্টের তৃতীয় দিন। উপভোগ্য ক্রিকেটের আসর। ইংল্যাণ্ডের রাণের থেকে গতকাল ভারত পিছিয়ে ছিল ৬০ রাণে। আজ সে তা পূর্ণ করে ছাড়িয়ে গিয়েছে। ২৬৬ রাণের উত্তরে আজ ভারত ৯ উইকেটে ৪৫৭ রাণ করবার পরে ইনিংস সমাপ্তি ঘোষণা করে চা-পানের পর। গতকাল ভারতের পঙ্কজ রায় তাঁর জীবনের দ্বিতীয় টেস্ট শতরাণ করেছিলেন। আজ করেছেন পলি উমরিগড়। এ তাঁর জীবনের প্রথম টেস্ট শতরাণ। আজ তিনি ১৩০ রাণেও অপরাজিত।

ভারতের ব্যাটিং-এর প্রতাপ দেখিয়েছেন দাত্তু ফাড়কর (৬১) এবং কিছুটা পরিমাণে অবশ্যই গোপীনাথ। তাঁর খুব অল্প সময়ে ৩৫ রাণ করা অবশ্যই কৃতিত্বের। তাঁর প্রথম কুড়ি রাণ আসে ৫ বাউণ্ডারির মাধ্যমে। ৩৫টি রাণ তুলতে একবার মাত্র তিনি সর্ট রাণ নেন। ৩ রাণ করেন ছবার, আর আছে ৭টি বাউণ্ডারি। ফাড়করের ওভার বাউণ্ডারি অনেকের অনেকদিন মনে থাকবে। তাঁর ও উমরিগড়ের সহযোগিতায় ষষ্ঠ উইকেটে যোগ হয় ১০৪ রাণ। গোপীনাথের সহযোগিতায় উমরিগড় সপ্তম উইকেটে সংগ্রহ করেছেন ৯৩ রাণ।

ইনিংস সমাপ্তি ঘোষণার পরে ইংল্যাণ্ড দল ব্যাট করার সুযোগ

পান ২০ মিনিট। এ সময়ে তাঁরা ১২ রাণ সংগ্রহ করেন। অনেকের মতে হাজারের আরও আগে অর্থাৎ চা-পানের বিরতির আগেই ইনিংস সমাপ্তি ঘোষণা করা উচিত ছিল। উল্লেখযোগ্য, চা-পানের পরে ভারত যে একঘণ্টা ব্যাট করেছে তাতে সংগৃহীত হয়েছে মাত্র ৩৩ রাণ। ইংল্যাণ্ডকে আরও একঘণ্টা ব্যাট করবার সুযোগ দিলে হয়ত দু-একটি উইকেট পড়ত।

গত দিনের অপরাজিত দুই ব্যাটসম্যান অমরনাথ ও ফাড়কর আজ আবার ব্যাট হাতে মাঠে নামেন। কিন্তু অমরনাথ বেশিক্ষণ উইকেটে টিকতে পারেন না। দলের ২১৬ রাণের মাথায় স্ট্যাথামের একটি বল জোরে মারতে গিয়ে ৩১ রাণের মাথায় তিনি আউট হন।

পলি উমরিগড় খেলতে আসেন। প্রথমে তিনি দেখে-শুনে বেশ সতর্কভাবে খেলা আরম্ভ করেন। অপরদিকে ফাড়কর দ্রুত রাণ তুলতে থাকেন। কার দূরে দূরে ফিল্ডিং সাজান। কিন্তু তাতে বিশেষ ফল হয় না। হিল্টন বল করতে এসে লেগের দিকে ৬ জনকে সাজিয়ে দেন, কিন্তু তাতেও রাণের গতি কমেনি। হিল্টনের এক ওভারেই ফাড়কর একটি ওভার বাউণ্ডারি ও একটি বাউণ্ডারি মারেন। দিনের এই ওভার বাউণ্ডারিটি সত্যিই দর্শনীয়। সোজা সাইড স্ক্রিনের কিছু উপর দিয়ে তিনি বলটি মারেন। এর পরে উমরিগড় পিটিয়ে খেলতে থাকেন। মধ্যাহ্ন-ভোজের সময় ভারতের ৫ উইকেটে ৩০২ রাণ ওঠে। ফাডকর প্রায় ২ ঘণ্টা খেলে নিজস্ব ৫০ রাণ করেন।

মধ্যাহ্ন-ভোজের পর ফাড়কর ও উমরিগড়ের বিরুদ্ধে হিল্টন ও স্ট্যাথাম বল করতে থাকেন। রাণ উঠতে থাকে ধীরে ধীরে। ৩১৫ রাণের মাথায় ওয়াটকিন্সকে বল করতে দেওয়া হয়। ১২৪ মিনিটে উমরিগড় ও ফাড়কর জুটি ১০০ রাণ পূর্ণ করেন। এর পরেই ফাড়কর আউট হন হিল্টনের বলে। ১৬৪ মিনিটে তাঁর সংগ্রহ ৬১টি রাণ। এর মধ্যে একটি ওভার বাউণ্ডারি ও ৬টি বাউণ্ডারি।

গোপীনাথ খেলতে আসেন। অপরদিকে উমরিগড়ের ৫০ রাণ

পূর্ণ হয়। এই রাণ করতে তিনি সময় নেন ১৪৬ মিনিট। প্রথম ২৩ মিনিট গোপীনাথ কোন রাণই করতে পারেননি। তারপর গোপীনাথ ও উমরিগড় দুজনেই পিটিয়ে খেলতে থাকেন। ট্যাটারসল বল করতে এলে উমরিগড় তাঁর বলে বাউণ্ডারি মারেন। এরপরে উমরিগড় আর একটি বল সোজা সজোরে মারতে গেলে বল উঁচুতে ওঠে, কিন্তু বোলার ট্যাটারসল তা ধরতে পারেন না। এই সময়ে উমরিগড়ের ৮২ রাণ।

এর পরে রবার্টসনকে বল করতে দেওয়া হয়। গোপীনাথ তাঁর বলে চার মারেন। ৪৬৭ মিনিট খেলার পরে ভারতের ৪০০ রাণ পূর্ণ হয়।

উমরিগড়ের শতরাণ পূর্ণ হতে তখনও দু রাণ বাকি। ট্যাটারসলের একটি বলে তিনি প্রয়োজনীয় দু রাণ তুলে নেন। ২০৪ মিনিটে তাঁর নিজস্ব শতরাণ পূর্ণ হয়। এর মধ্যে তিনি ৯টি বাউণ্ডারি মারেন। উমরিগড় তাঁর দ্বিতীয় ৫০ রাণ করতে সময় নেন মাত্র ৬৮ মিনিট। যাই হোক, ইতিমধ্যে স্ট্যাথাম আবার বল করতে এসেছেন। ৭৭ মিনিট উইকেটে থেকে ৩৫ রাণ করে গোপীনাথ তাঁর বলে সরাসরি বোল্ড হন। এর মধ্যে সাতটি বাউণ্ডারি মারেন। চা-পানের সময় ভারতের ৭ উইকেটে ৪২৪ রাণ হয়। উমরিগড় (১০৪) ও ডিভেচা (৮) অপরাজিত অবস্থায় ফিরে যান।

অনেকেই আশা করেছিলেন, হাজারে সম্ভবত এই সময়েই ভারতের ইনিংসের শেষ ঘোষণা করবেন। কিন্তু চা-পানের পরেও দুই অপরাজিত ভারতীয় ব্যাটসম্যান খেলতে আসেন। ৪৩০ রাণের মাথায় নতুন বল নেন কার। বোলার একদিকে স্ট্যাথাম, অপরদিকে রিজওয়ে। ডিভেচা আর কোন রাণ করবার আগেই রিজওয়ের বলে স্পুনারের হাতে ক্যাচ আউট হন। অষ্টম উইকেটের পতনে প্রবীর সেন খেলতে আসেন। আধঘণ্টা খেলায় মাত্র ১১ রাণ হয়। উমরিগড় স্ট্যাথামের বলে কারের হাতে ক্যাচ তুলেও অব্যাহতি পান। ৪৫

মিনিটে মাত্র ২০ রাণ ওঠে। কার হঠাৎ রিজওয়েকে সরিয়ে ওয়াটকিন্সকে বল করতে দেন। দলের নবম উইকেট যায় তাঁরই দখলে। প্রবীর আউট হন ৩২ মিনিট উইকেটে থেকে। তিনি সংগ্রহ করেন মাত্র ২ রাণ।

দলের শেষ খেলোয়াড় গোলাম আমেদ খেলতে আসেন। ৪৫৭ রাণ উঠলে হাজারে ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। ভারত ১৯১ রাণে এগিয়ে থাকে। উমরিগড় ২৭১ মিনিট খেলে ১৩০ রাণে নট আউট থাকেন। গোলাম আমেদ করেন ১ রাণ। উমরিগড় এদিন ১০টি বাউণ্ডারি মারেন।

এর পরে অবশিষ্ট ২০ মিনিট সময় ইংল্যাণ্ড দল কোন উইকেট না খুইয়ে ১২ রাণ করে। লোসন ও স্পুনার দুজনেই ৬ রাণ করেন।

ফজল মামুদের একটি বল জোরে মারতে গিয়ে রামচাঁদ আউট হন। প্রবীর সেন খেলতে আসেন। প্রথম থেকেই তিনি দ্রুত রাণ তোলার দিকে নজর দেন। এবং অনায়াস ভঙ্গিতে খেলতে থাকেন। একসময় আমির ইলাহির একটি বলে সেন ছক্কাও মারেন। ইতিপূর্বে দলের ২৫০ রাণ পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু সেন বেশিক্ষণ উইকেটে টিকে থাকতে পারেন না। নিজস্ব ২৫ রাণের মাথায় তিনি একটি বল সজোরে মারতে গিয়ে নজর মহম্মদের হাতে ক্যাচ আউট হন। বোলার অধিনায়ক কারদার। দলীয় রাণ তখন ২৬৩, সেন ৩০ মিনিট উইকেটে থেকে ২৫ রাণ তোলেন।

দলের শেষ খেলোয়াড় গোলাম আমেদ খেলতে আসেন। দর্শকদের প্রত্যাশা তার কাছে খুব বেশি ছিল এমন মনে হয় না। কিন্তু গোলাম সকলের প্রত্যাশাকে ছাড়িয়ে সুন্দরভাবে ব্যাট করতে থাকেন। অধিকারীও আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। দলীয় ৩০০ রাণ পূর্ণ হবার কিছু পরে তিনি নিজস্ব ৫০ রাণ পূ্র্ণ করেন।

গোলাম আমেদ দ্রুত রাণ তুলতে থাকেন। এই দুজনের বেপরোয়া ব্যাটিং-এর সামনে পাকিস্তান দলের আক্রমণকে কিছুটা ভোঁতা মনে হয়। গোলাম আমীর ইলাহির এক ওভারে পর পর দুটি ওভার বাউণ্ডারি মারেন। মাঠে তখন উত্তেজনা। ক্রমে দলের সাড়ে তিনশ' রাণ পূর্ণ হল। এর কিছুক্ষণ পরে আমীর ইলাহির একটি বল মাঠের বাইরে পাঠিয়ে গোলাম নিজস্ব ৫০ রাণ করেন।

এই ৫০ রাণের মাথায় আমীর ইলাহির বলেই গোলাম আউট হলেন মধ্যাহ্ন-ভোজের ৫ মিনিট আগে। ভারতের ইনিংস শেষ হল ৩৭২ রাণে। অধিকারী ৮১ রাণে তখন অপরাজিত।

পাকিস্তানের প্রথম ইনিংস

মধ্যাহ্ন-ভোজের পরে পাকিস্তানের ব্যাটিং শুরু হয়। দলের দুই ওপেনার নজর মহম্মদ ও হানিফ মহম্মদ খেলার সূচনা করেন। দুজনে বেশ সতর্কভাবে খেলতে থাকেন। রামচাঁদ ও অমরনাথ বোলিং-এর দায়িত্ব নেন। ধীরে ধীরে রাণ উঠতে থাকে। কিছুক্ষণ পরেই মাঁকড় ও গোলাম আমেদ বল করতে আসেন। হানিফের তখন মাত্র ৯ রাণ। প্রবীর সেন তাঁকে স্টাম্পড করার সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাতে পারেন না। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান দলের কোন অঘটন ঘটবার আগেই চা-পানের বিরতি হয়। দলের রাণ তখন ৬১। শেষ ঘণ্টায় সংগ্রহ মাত্র ১৭।

চা-পানের বিরতির পরে মাত্র ৩ রাণ যোগ হলে দলের ৬৪ রাণের মাথায় নজর আউট হন। নিজস্ব ২৭ রাণের মাথায় তিনি রাণ আউট হন। আর মাত্র এক রাণ হবার পরে আউট হন ইসরার আলী। ইমতিয়াজ আমেদ খেলতে এসে কোন রাণ করার আগেই বিদায় নেন। এই দুটি উইকেটই দখল করেন মাঁকড়।

মকসুদ আমেদ খেলতে আসেন। অপরদিকে হানিফ তখনও ৪২ রাণে অপরাজিত। শেষ পর্যন্ত আর কেউ আউট না হয়ে পাকিস্তানের ৩ উইকেটে ৯০ রাণ ওঠার পরে দিনের খেলার শেষ হয়।

তৃতীয় দিন

তিনদিনেই মীমাংসা : পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারত ইনিংসে জয়ী

দিল্লি, ১৮ অক্টোবর—দিল্লির ফিরোজ শা কোটলা মাঠে ভারত পাকিস্তানকে হারিয়েছে। টেস্ট ক্রিকেট ইতিহাসে এটি তার দ্বিতীয় জয়। প্রথম জয় মাদ্রাজে। ভারত গতবার ইংল্যাণ্ডকে হারিয়ে প্রথম টেস্ট জয়ের সম্মান পেয়েছিল।

আজকের ভারতের জয় কৃতিত্বপূর্ণ। প্রথম টেস্টে পাকিস্তান হেরেছে এক ইনিংস ও ৭০ রাণে। আজ মাত্র দেড়শ' রাণের মধ্যে তাদের সমস্ত উইকেট পড়ে যায়। মাঁকড়ের মারাত্মক বোলিং পাকিস্তানের বিপর্যয় ডেকে আনে। তিনি প্রথম ইনিংসে পান ৮টি উইকেটে (৫২ রাণে) এবং দ্বিতীয় ইনিংসে পান ৫টি উইকেট (৭৯ রাণে)। একদিনে মাত্র সাড়ে চার ঘণ্টায় পাকিস্তানের ১৭টি উইকেট পড়ে গেল।

পাকিস্তান প্রথম ইনিংসে ১২১ রাণ পিছিয়ে থাকায় ভারত তাকে ফলো অন করায়। কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসও পাকিস্তানের শেষ হয় ১৫২ রাণে। প্রথম ইনিংস থেকে মাত্র দু রাণ বেশি।

প্রথম ইনিংসে হানিফ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে অধিনায়ক কারদার ও ইমতিয়াজ আমেদ ছাড়া কোন খেলোয়াড়ই বিশেষ সুবিধা করতে পারেননি।

গত দিন পাকিস্তানের ছিল ৩ উইকেটে ৯০ রাণ। অপরাজিত দুই ব্যাটসম্যান হানিফ ও মকসুদ আজ দিনের খেলার সূচনা করেন।

মাঁকড় ও অমরনাথ বল করতে থাকেন। মকসুদ অমরনাথের ওভারে কোন রাণ করতে পারেন না। মাঁকড়ের ওভারে হানিফ দু রাণ তোলেন। এর পরেই মকসুদ মাঁকড়ের বলে আউট হন। ওভারের চতুর্থ বল মকসুদ কিছুটা জোরে মেরে বল সীমানার বাইরে পাঠাতে চাইলেন। কিন্তু সীমানা অতিক্রম করার আগেই বল উঁচু হয়ে পঙ্কজ রায়ের হাতে জমা পড়ে। অধিনায়ক কারদার খেলতে আসেন। মাত্র ৪ রাণ করবার পরে ঠিক একইভাবে তিনিও আউট হন। এবারও বোলার মাঁকড়, ক্যাচটি পঙ্কজ রায়ের। দলের রাণসংখ্যা তখন ১০২, মোট ২০৫ মিনিটের সংগ্রহ। বোলিং-এ মাঁকড়ের তখন হিসাব চার ওভার বল, দুটি উইকেট, রাণ ১২। আনোয়ার খেলতে এলেন। অপরদিকের অপরাজিত ব্যাটসম্যান হানিফ ২২০ মিনিট খেলে নিজস্ব ৫০ রাণ পূর্ণ করেছেন। আনোয়ার অমরনাথের বলে একটি বাউণ্ডারি মারেন। কিন্তু তার পরের ওভারেই মাঁকড়ের বলের সম্মুখীন হয়ে স্টাম্পড হতে গিয়েও রক্ষা পান। মাঝে অমরনাথের আর একটি ওভার। আনোয়ার আবার মাঁকড়ের সম্মুখীন। এবার যে ক্যাচটি তিনি তুললেন বোলার মাঁকড় নিজেই তা ধরেন। ১১১ রাণের মাথায় পাকিস্তানের ষষ্ঠ উইকেট পড়ল। ওয়াকার হাসান এলেন খেলতে। একটি রাণ নিয়ে তিনি গেলেন অপর প্রান্তে। মাঁকড়ের বল—হানিফ নির্ভুলভাবে ব্যাট করতে পারলেন না। কিছুটা উঠল বল। রামচাঁদ তা ঝাঁপিয়ে পড়ে ধরলেন। তরুণ খেলোয়াড় হানিফ গতকাল থেকে দৃঢ়তার সঙ্গে প্রায় চার ঘণ্টা উইকেটে ছিলেন। এর মধ্যে ৬টি বাউণ্ডারিসহ তিনি রাণ করেছেন ৫১টি। একমাত্র তিনিই কিছুটা আত্মবিশ্বাস নিয়ে খেলতে পেরেছেন।

অপরদিকে মাঁকড় আরও ভয়ঙ্কর। তাঁর প্রতিটি বলই দর্শকদের উচ্ছ্বাস ও ব্যাটসম্যানদের সন্ত্রাসের কারণ। ৮ ওভার বল করে ১৪ রাণের বিনিময়ে তিনি ইতিমধ্যে দখল করেছেন ৪টি উইকেট।

ফজল মামুদ খেলতে আসেন। অপরদিকে ১১৭ রাণের মাথায়

অমরনাথের পরিবর্তে বল করতে আসেন গোলাম আমেদ। ওয়াকার ও ফজল এক এক করে ১২টি রাণ সংগ্রহ করেন। কিন্তু এর পরেই মাঁকড় পর পর দুটি উইকেট পান। প্রথমে ওয়াকার তাঁর বলে ১২৯ রাণের মাথায় লেগ বিফোর হন। পরে খান মহম্মদ খেলতে নেমেই মাঁকড়ের বলে রামচাঁদের হাতে ক্যাচ আউট হন।

শেষ খেলোয়াড় আমীর ইলাহি খেলতে আসেন। ফলো অন থেকে অব্যাহতি পেতে হলে আরও ৯৩ রাণের প্রয়োজন। অমরনাথ এই সময় গোলাম আমেদের বদলে রামচাঁদকে বল করতে দেন। আমীর তাঁর বলে পর পর বাউণ্ডারি মারতে থাকেন। গোলাম আমেদকে আবার ডাকা হয়। ওদিকে ফজল যেন কিছুটা আশান্বিত হয়েই মাঁকড়ের বল পর পর বাউণ্ডারির বাইরে পাঠান।

কিন্তু এর পরেই আমীর ৯ রাণের মাথায় গোলাম আমাদের বলে আউট হন। পাকিস্তানের প্রথম ইনিংস শেষ হয় ১৫০ রাণে।

এই ইনিংসে মাঁকড় একাই ৪৭ ওভার বল করে (২৭টি মেডেন) ৮টি উইকেট পান।

পাকিস্তানের ফলো অন

ভারতের প্রথম ইনিংসের থেকে পাকিস্তান ২২২ রাণে পিছিয়ে। বাধ্য হল তারা ফলো অন করতে। মধ্যাহ্ন-ভোজের তখন ৪৫ মিনিট বাকি। নজর ও হানিফ আবার এলেন দ্বিতীয় ইনিংসের সূচনা করতে। অপরদিকে আক্রমণ শুরু করলেন অমরনাথ ও রামচাঁদ। কিন্তু সূচনা পাকিস্তানের পক্ষে শুভ হয়নি। পাকিস্তানের মাত্র দু রাণের মাথায় তরুণ নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় হানিফ আউট হলেন ১ রাণ করে অমরনাথের বলে। এলেন ইসরার। তিনি এসেই ওই অমরনাথের প্রথম ওভারেই ক্যাচ তুললেন। কিন্তু শর্ট লেগের সেই ক্যাচ অধিকারী চেষ্টা করেও ধরতে পারলেন না।

দলের ১৩ রাণের মাথায় বোলার পরিবর্তন হল। রামচাঁদের বদলে আনা হল মাঁকড়কে। মাঁকড় বল করতে এসেই তাঁর প্রথম ওভারে ইসরারকে আউট করলেন। ইসরার তাঁর একটি বল হুক করতে গিয়ে লেগ বিফোর হন দলের ১৭ রাণের মাথায়।

ক্রমে পাকিস্তানের দুই উইকেটের বিনিময়ে ২৩ রাণ উঠলে মধ্যাহ্ন-ভোজের বিরতি হয়। ইমতিয়াজ ও নজর উভয়েই ৬ রাণ করে নট আউট থাকেন।

মধ্যাহ্ন-ভোজের পর অমরনাথ ও মাঁকড় আবার দুদিক থেকে বল শুরু করেন। ইমতিয়াজ মাঁকড়ের বলে পর পর দুটি বাউণ্ডারি মারেন। অপরদিকে মাত্র দুই ওভার বল করার পরেই অমরনাথ গোলাম আমেদের হাতে বল তুলে দেন। নজর বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই খেলতে থাকেন। কিন্তু ৫০ মিনিট খেলার পর মাঁকড়ের একটি বল পিছিয়ে খেলতে গিয়ে তিনি বোল্ড হন। ৪১ রাণে ৩টি উইকেট পড়ে যায়। এলেন মকসুদ আমেদ। মাঁকড় ইমতিয়াজকে ঘিরে ফিল্ডিং সাজিয়ে বল করতে থাকেন। কিন্তু ইমতিয়াজ সতর্ক। ওদিকে মকসুদও মাঁকড়ের বলে বাউণ্ডারি মারেন। কিন্তু অধিকারীর হাতে কভারে মাঁকড়ের বলেই তিনি আউট হন দলের ৪৮ রাণের মাথায়। কারদার খেলতে আসেন। ৫০ মিনিটে পাকিস্তানের ৫০ রাণ পূর্ণ হয় ৪ উইকেটের বিনিময়ে।

এর আগে একসময় দেখা যায় হাজারে মাঠ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। তাঁর পরিবর্তে মাঠে নামেন পরিবর্ত খেলোয়াড় পি জি যোশী। সর্দিতে আক্রান্ত হওয়ায় তিনি মাঠ ছেড়ে চলে যান।

এদিকে মাঁকড় ও গোলাম আমেদ দুজনেই খুব সুন্দরভাবে বল করতে থাকেন। ইমতিয়াজ ও কারদার—কারও পক্ষে রাণ তোলা সম্ভব হয় না। খুব ধীরে ধীরে রাণ উঠতে থাকে। ৭৩ রাণের মাথায় ইমতিয়াজ আউট হলেন গোলাম আমেদের বলে ৪১ রাণ করে। ইমতিয়াজ মোট ৬৮ মিনিট খেলে ৬টি বাউণ্ডারিসহ এই

রাণ সংগ্রহ করেন। খেলতে আসেন আনোয়ার হোসেন। কিন্তু তিনিও একইভাবে গোলামের বলে লেগ বিফোর হন ৪ রাণ করে। মাত্র ৭৯ রাণে ৬টি উইকেট পড়ে যায়। ওয়াকার হাসান খেলতে আসেন।

• একদিকে একটানা ১৫ ওভার বল করার পরে সম্ভবত মাঁকড়ের বিশ্রামের জন্যই তার পরিবর্তে রামচাঁদকে বল করতে দেওয়া হয়। ওয়াকার হাসান কিন্তু উইকেটে টিকতে পারেন না। মাত্র ৫ রাণের মাথায় গোলামের বলে সট লেগে তিনি যে ক্যাচটি তুলেছিলেন, সেটি গুল মহম্মদের হাতে জমা পড়ায় তাঁকে বিদায় নিতে হয়।

সপ্তম উইকেট পড়ে ৮৭ রাণে। ফজল মামুদ খেলতে এসেই রামচাঁদের বলে পর পর দুটি বাউণ্ডারি মারেন। পাকিস্তানের ১৩০ মিনিটে শতরাণ পূর্ণ হয়। ১০৫ রাণের মাথায় অমরনাথ আবার মাঁকড়কে বল করতে দেন। ফজল মাঁকড়ের বলেও পর পর দুটি বাউণ্ডারি ও একবার দু রাণ করেন। কিন্তু এর পরেই গোলাম আমেদের বল জোরে মারতে গিয়ে গোলাম আমেদের হাতেই তিনি ক্যাচ আউট হন। ফজল তাঁর ২৫ রাণের মধ্যে ৫ বার সীমানার বাইরে বল পাঠান।

খান মহম্মদ খেলতে আসেন। অপরদিকে কারদার দৃঢ়তার সঙ্গে খেলতে থাকেন। মাঁকড়ের বলে তিনি পর পর দুটি বাউণ্ডারি মারেন। চা-পানের বিরতি হয়। দলের তখন ৮ উইকেট ১৩৯ রাণ, কারদার ২৯ ও খান মহম্মদ ৪ রাণ করে অপরাজিত।

চা-পানের পর আবার খেলা শুরু হয়। মাঁকড় ও গোলাম দুদিক থেকে বল করতে থাকেন। দুই ব্যাটসমান, বিশেষ করে কারদার পিটিয়ে খেলতে থাকেন। মাঁকড়ের বলে পর পর আবার তিনি বাউণ্ডারি মারেন। খান মহম্মদ মাঁকড়ের বলেই আউট হলেন। মাঁকড়ের পঞ্চম ওভারের একটি সর্ট পিচ বল এগিয়ে মারতে গিয়ে স্টাম্পড হন। দলের তখন ১৫২ রাণ।

শেষ খেলোয়াড় আমীর ইলাহি ক্রিজে এসেই মাঁকড়ের বলে পয়েণ্টে রামচাঁদের হাতে ক্যাচ আউট হন। শেষ হল পাকিস্তানের দ্বিতীয় ইনিংস। অধিনায়ক কারদার তখনও ৪৩ রাণে অপরাজিত। এর মধ্যে তিনি ৫টি বাউণ্ডারি মারেন।

কিন্তু ভারতের প্রথম ইনিংসের রাণসংখ্যায় পৌঁছতে তখনও ৭০ রাণ বাকি। পাকিস্তান পর পর দুই ইনিংস ব্যাট করেও পারল না ভারতের প্রথম ইনিংসের রাণসংখ্যা অতিক্রম করতে। অতএব ভারতের জয় এক ইনিংস ও ৭০ রাণে। ভারত ও পাকিস্তানের প্রথম টেস্ট খেলায় ভারতেরই প্রথম জয় হল। এবং তা সম্ভব হল নিঃসন্দেহে মাঁকড়ের মারাত্মক বোলিং-এর জন্যই। দুই ইনিংস মিলিয়ে তাঁর দখলে ১৩টি উইকেট।

তৃতীয় জয়

ভারত-পাকিস্তান ঃ তৃতীয় টেস্ট

ব্রাবোর্ণ স্টেডিয়াম (বোম্বাই

ভারত	পাকিস্তান
লালা অমরনাথ (অধিনায়ক)	আব্দুল হাফিজ কারদার (অধিনায়ক)
বিজয় হাজারে	নজর মহম্মদ
বিনু মাঁকড়	হানিফ মহম্মদ
রুসি মোদি	ইমতিয়াজ আমেদ
এইচ আর অধিকারী	মকসুদ আমেদ
এইচ টি দানী	ওয়াজির মহম্মদ
পি আর উমরিগড়	ইসরার আলী
গোলাম আমেদ	মামুদ হোসেন
রাজীন্দ্রনাথ (উইকেটরক্ষক)	ফজল মামুদ
এস পি গুপ্তে	আমীর ইলাহি
এম এল আপ্তে	ওয়াকার হাসান
দ্বাদশ ব্যক্তি : জি রামচাঁদ	দ্বাদশ ব্যক্তি খালিদ ইব্দুল্লা

প্রথম দিন

পাকিস্তানের ব্যাটিং ব্যর্থতা

বোম্বাই, ১৩ নভেম্বর—ভারত ও পাকিস্তানের তৃতীয় ক্রিকেট টেস্ট আজ শুরু হল।

প্রথমদিনের খেলার উল্লেখযোগ্য ঘটনা, পাকিস্তান দলের ব্যাটিং বিপর্যয়। ভারতীয় বোলারদের, বিশেষ করে অধিনায়ক অমরনাথের বোলিং কৃতিত্ব অবশ্যই উল্লেখের দাবি রাখে।

পাকিস্তান অধিনায়ক হাফিজ কারদার বর্তমান পর্যায়ে প্রথম টসে জয়ী হন। ভাল আবহাওয়া, ব্রাবোর্ণ ব্যাটধারীদের স্বর্গ। সুতরাং কারদার ব্যাটিং গ্রহণ করেন। কিন্তু চা-পানের বিরতির আগেই তাদের সবক'টি উইকেট পড়ে যায় মাত্র ১৮৬ রাণে।

অবশিষ্ট সময়ে ভারতীয় দল ১ উইকেটের বিনিময়ে ৯০ রাণ করে। মাঠে আজ প্রায় ৩৫ হাজার দর্শক ছিল।

বিবরণ

পাক অধিনায়ক হাফিজ কারদার টসে জয়ী হয়ে নজর মহম্মদ ও হানিফকে পাঠান ইনিংসের সূচনা করতে। ভারতের অধিনায়ক অমরনাথ এবং এইচ টি দানী দুদিক থেকে আক্রমণ শুরু করেন। ভাল আবহাওয়ার মধ্যে খেলা আরম্ভ হয়। অধিনায়ক অমরনাথ প্রথম থেকেই ব্যাটসম্যানদের উপর প্রভাব বিস্তার করার জন্য সচেষ্ট হন।

মাত্র ১০ রাণের মাথায় পাকিস্তানের প্রথম উইকেট পড়ে। নজর মহম্মদ অধিনায়ক অমরনাথের একটি ইনস্যুইং বলে সরাসরি বোল্ড হন। নজরের তখন ব্যক্তিগত রাণ ৪।

অধিনায়ক কারদার খেলতে আসেন। কারদার ও হানিফ দুজনেই সতর্কভাবে খেলতে থাকেন। কারদার প্রথম রাণ শুরু করেন একটি বাউণ্ডারি মেরে। ধীরে ধীরে রাণ উঠতে থাকে। ইতিমধ্যে দানীর পরিবর্তে বল করতে আসেন বিজয় হাজারে। প্রায় ৪৫ মিনিট খেলার পরে হাজারের পরিবর্তে বিনু মাঁকড়কে বল করতে দেওয়া হয়। হানিফ মাঁকড়ের প্রথম ওভারেই চার মারেন। দলের ৪০ রাণ পূর্ণ হয়। অধিনায়ক কারদার পরের ওভারেই অমরনাথের বলে দানীর হাতে ধরা পড়েন। খেলতে আসেন ইমতিয়াজ আমেদ। অমরনাথের একটি বল তিনি কোনক্রমে খেললেও পরের বলেই তাঁর উইকেট ভেঙে যায়। অমরনাথ তিন বলে দুটি উইকেট পান। দিনের প্রথম ৩টি উইকেটই তাঁর দখলে। মাত্র ৯ ওভার বল করে ১৫ রাণের বিনিময়ে তিনি এই তিনটি উইকেট পান।

দলের রাণসংখ্যার সঙ্গে আর মাত্র ৪টি রাণ যোগ হবার পরেই হানিফ আউট হন মাঁকড়ের বলে। তখন তাঁর রাণসংখ্যা ১৫, দলের ৪৪। মকসুদ আমেদের সঙ্গে খেলতে আসেন ওয়াজির মহম্মদ। দ্রুত রাণ তুলতে গিয়ে মকসুদ নিজের উইকেটটি হারান। অমরনাথের বলে উমারগড়ের হাতে তিনি ধরা পড়েন।

দলের ৬০ রাণের মাথায় ওয়াজির বিদায় নেন। দলের এই উইকেটটি পান মাঁকড়। মাত্র দেড়ঘণ্টা খেলা হয়। অমরনাথের বোলিং-এর হিসাব তখন দাঁড়ায় ১৪ ওভার, ৭ মেডেন, ১৯ রাণ, ৪টি উইকেট। মাঁকড় ১৭ রাণের বিনিময়ে পান দুটি উইকেট।

মধ্যাহ্ন-ভোজের আগে পর্যন্ত আর কোন উইকেট না হারিয়ে পাকিস্তান দল ৯৫ রাণ করে। দুপ্রান্তে তখন ওয়াকার হাসান ও

ভারতীয় দলের ইনিংস

চা-পানের বিরতির তখনও ১০ মিনিট বাকি। ভারতীয় দলের ব্যাটিং-এর সূচনা করতে আসেন মাঁকড় ও এম এল আপ্তে। এই দশ মিনিটে এঁরা দুজনে করেন ১৭ রাণ। মাঁকড়ের একার সংগ্রহ ১৫টি রাণ।

চা-পানের বিরতির পর খেলা শুরু হলে মাঁকড় হাত খুলে মেরে খেলতে থাকেন। অপরদিকে আপ্তে তাঁর সহযোগী। ৪৩ মিনিট খেলায় ভারতের অর্ধশত রাণ পূর্ণ হয়। উইকেটে তখনও মাঁকড় ও আপ্তে।

দলের ৫৫ রাণের মাথায় অধিনায়ক কারদারের বলে নজর মহম্মদের হাতে ধরা পড়ে মাঁকড় বিদায় নেন। মাঁকড়ের নিজস্ব রাণ তখন ৪১। এর মধ্যে ৫টি বাউণ্ডারি।

রুসি মোদী খেলতে আসেন। রাণের গতি কমে যায়। মোদী একবার আউট হবার সুযোগও দেন। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত দিনের শেষে ভারতের ৯০ রাণ হবার পরে প্রথম দিনের খেলার উপর যবনিকা পড়ে।

দ্বিতীয় দিন

হাজারে ও উমরিগড়ের সেঞ্চুরি

বোম্বাই, ১৪ নভেম্বর—পাক-ভারত ক্রিকেট টেস্ট (তৃতীয়) লড়াই-এর দ্বিতীয় দিনের উল্লেখ্য ঘটনা ভারতের বিজয় হাজারে ও উমরিগড়ের শতাধিক রাণ। গত দিনের একটি উইকেটসহ মোট চার উইকেটের বিনিময়ে ৩৮৭ রাণ উঠলে অধিনায়ক অমরনাথ ইনিংস সমাপ্তি ঘোষণা করেন। খেলার তখনও প্রায় আধঘণ্টা বাকি।

পাকিস্থান এই আধঘণ্টা খেলার সুবাদে সংগ্রহ করেছে ৬টি রাণ। তার পরিবর্তে হারাতে হয়েছে নজর মহম্মদের উইকেটটি।

বিজয় হাজারে ইনিংস সমাপ্তি ঘোষণার সময়ও অপরাজিত। সংগ্রহে তাঁর ১৭৬টি রাণ। হাজারে এর আগে ইংল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে দুটি করে মোট ছ'টি সেঞ্চুরি করেছেন। এটি তাঁর সপ্তম সেঞ্চুরি।

পলি উমরিগড় তার টেস্ট জীবনে এই দ্বিতীয়বার শতাধিক রাণ করলেন। উমরিগড়ই প্রথম খেলোয়াড় যিনি পাকিস্থানের বিরুদ্ধে প্রথম শতরাণ করেন। গতবার তিনি ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রথম শতরাণ করেন। তিনি আউট হন ১০২ রাণ করে। তাঁর আজকের খেলা চিত্তাকর্ষক ক্রিকেটের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এক সময় তিনি আমীর ইলাহির এক ওভারে ২টি ওভার বাউণ্ডারিসহ ১৪ রাণ সংগ্রহ করেন। মোট ১৫টি বাউণ্ডারি ও একটি ওভার বাউণ্ডারি মারেন উমরিগড়।

তৃতীয় টেস্টের প্রথমদিনে অর্থাৎ গতকাল দর্শকের ভিড় ছিল।

কিন্তু আজ যেন ব্রাবোর্ন উপচে পড়ে। দর্শকের চাপে গেট ভেঙেছে, দু-একবার পুলিস দর্শক নিয়ন্ত্রণের জন্য লাঠিও ব্যবহার করেছে। কর্তৃপক্ষের অব্যবস্থায় দর্শকদের হয়রাণি হয়েছে যথেষ্ট। এদিন যে দর্শক সমাগম হয়েছিল বোম্বাই-এর খেলার ইতিহাসে তা অনন্য। প্রায় ২০ হাজারের মত দর্শক আজকের খেলা দেখেন।

আজকের খেলা শুরু করেন গতদিনের অপরাজিত দুই ব্যাটস-ম্যান মোদী ও আপ্তে। মোদী ফজল মামুদের প্রথম ওভারে ২টি বাউণ্ডারিসহ ১২ রাণ করেন। কিন্তু মামুদ হোসেনের দ্বিতীয় ওভারে তিনি সরাসরি বোল্ড হন দলের ১০৩ রাণের মাথায় ৩২ রাণ করে। বিজয় হাজারে খেলতে আসেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই মামুদ তাঁর দ্বিতীয় উইকেট সংগ্রহ করেন। ৩০ রাণের মাথায় তাঁর বল খেলতে গিয়ে আপ্তে ক্যাচ তোলেন। ইমতিয়াজ তা ধরতে ভুল করেন না। এবার খেলতে আসেন পলি উমরিগড়। মোট রাণ তখন ১১২।

হাজারে ও উমরিগড় বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে পিটিয়ে খেলতে থাকেন। কারদার নিজে এবং আমীর ইলাহি আপ্রাণ চেষ্টা করেন এই জুটিকে ভাংতে। কিন্তু হাজারে ও উমরিগড় সতর্ক। ১৬০ রাণ ওঠার পরে অধিনায়ক কারদার ফজলকে বল করতে দেন। অপরদিকে হাজারে মন দেন দ্রুত রাণ সংগ্রহে। মধ্যাহ্ন-ভোজের বিরতির আগেই তিনি ৫০ রাণ তোলেন। দলের ১৯৭ রাণের মাথায় হয় মধ্যাহ্ন-ভোজের বিরতি। অপরাজিত হাজারে (৬০) ও উমরিগড় (৩২) ফিরে যান প্যাভিলিয়নে।

ভারতের ২০০ রাণ পূর্ণ হলে কারদার নতুন বলে আক্রমণ শুরু করেন। কিন্তু উমরিগড় ও হাজারেকে সংযত করতে পারেন নি। উমরিগড় তখন বেপরোয়া। আমীর ইলাহির এক ওভারেই তিনি ১৪টি রাণ করেন। এর মধ্যে একটি ওভার বাউণ্ডারি।

দ্রুত রাণ উঠতে থাকে। উভয় ব্যাটসমানই ৯০ রাণের মাথায়।

কে আগে শতরাণ করবেন ? —দর্শক-মহলে তারই জল্পনা। কিছুক্ষণের মধ্যেই জল্পনার অবসান। উমরিগড় পর পর দুটি বাউণ্ডারি ও তিন রাণ করে প্রথম শতরাণ করেন। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে টেস্টে এটিই প্রথম সেঞ্চুরি। ১৫৮ মিনিট খেলে উমরিগড় এই রাণ তোলেন।

কিন্তু আর মাত্র দু রাণ করার পরে উমরিগড় হোসেনের একটি ওভার পিচ বল মারতে গিয়ে বোল্ড হন। দলীয় রাণসংখ্যা তখন ৩০৫, চার উইকেটে। এবার এলেন অধিকারী। অপরদিকে হাজারে মামুদ হোসেনের বলে একটি চার মেরে শতরাণ পূর্ণ করেন। এই শতরাণ করতে হাজারের লাগে ২০৫ মিনিট। তাঁর ও উমরিগড়ের সহযোগিতায় যোগ হয় ১৮৩ রাণ। হাজারে এই শতরাণের পথে বাউণ্ডারির বাইরে মোট ১২ বার বল পাঠান।

চা-পানের বিরতি হয়। হাজারে তখন ১১০, অধিকারী ৯। দুজনেই অপরাজিত। দলের রাণ ৩১৭।

চা-পানের বিরতির পরে আরও প্রায় ৫০ মিনিট খেলা হবার পর অমরনাথ ভারতের প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। এই ৫০ মিনিটে যোগ হয় আরও ৬০টি রাণ, আর কোন উইকেট না খুইয়ে। হাজারে (১৪৬) ও অধিকারী (৩১) অপরাজিত। পাকিস্তানের চাইতে ভারত এগিয়ে ২০১ রাণে। দ্বিতীয় দিনের খেলার তখনও প্রায় আধঘণ্টা বাকি। খেলতে এলেন পাকিস্তানের দুই ওপেনিং ব্যাটসম্যান নজর মহম্মদ ও হানিফ মহম্মদ।

কিন্তু পাকিস্তানের পক্ষে সূচনা মোটেই শুভ হয়নি। মাত্র ১৫ মিনিটের মধ্যে সে হারায় নজর মহম্মদের উইকেটটি। স্কোর বোর্ডে তখন পাকিস্তানের তহবিলে মাত্র একটি রাণ। বিদায়ী নজরের স্কোর খাতায় কিছুই জমা পড়েনি। এই উইকেটটি পান দানী। আজকের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত পাকিস্তানের পক্ষে আর কোন অঘটন ঘটেনি। দিনের শেষে তাঁদের রাণ ১ উইকেটে ৬। ওয়াকার ৪ ও হানিফ ২ রাণে অপরাজিত।

মধ্যে খেলতে এলেন অপরাজিত গতকালের দুই ব্যাটসম্যান হানিফ ও ওয়াকার। সকলের মনে প্রশ্ন পাকিস্তান ১৯৫ রাণ পিছিয়ে আছে, হাতে পুরো দুদিন। যদিও ৯টি উইকেট তাদের ঝুলিতে, তবুও খেলা বাঁচাতে পারবে কি ? পারবে কি ইনিংস-পরাজয় এড়াতে ?

উইকেট শিশিরে ভেজা বলে মনে হয়নি। কারদার খেলা আরম্ভের আগে তিন-টনী রোলার দেবার নির্দেশ দিলেন।

ভারতের পক্ষে প্রথম আক্রমণের দায়িত্ব নিলেন অমরনাথ ও দানী। মাত্র দুই ওভার পরে দানীর পরিবর্তে ডাকা হল মাঁকড়কে। কিন্তু দুই ব্যাটসম্যান সতর্ক। হানিফের ব্যাটের কাছাকাছি ৬ জন ফিল্ডসম্যান। এলেন গোলাম আমেদ বল করতে। কিন্তু ব্যাটসম্যানদ্বয় অবিচল, ধীরে ধীরে রাণ উঠছে। অতি সতর্ক খেলা, আত্মরক্ষামূলক খেলা। একসময় মাঁকড় পর পর ৫টি মেন্ডেন ওভার পেলেন। ওয়াকারের পায়ে দুবার বল লাগল। আবেদন করা হল। কিন্তু আম্পায়ার সে আবেদনে সাড়া দেননি। বার বার বোলার পরিবর্তন করেও কোন ফল হয় না। ১১৫ মিনিট খেলার পরে পাকিস্তানের ৫০ রাণ পূর্ণ হয়। মধ্যাহ্ন-ভোজের বিরতি। হানিফ (৩৬) ও ওয়াকার (২৮) দুজনেই অপরাজিত। দলের রাণসংখ্যা ১ উইকেট ৬৬।

মধ্যাহ্ন-ভোজের পর একদিকে গুপ্তে, অন্যদিকে মাঁকড় বল করতে থাকেন। হানিফ ও ওয়াকারও দৃঢ়ভাবে খেলছেন। হানিফ একসময় মাঁকড়ের একটি বলে বাউণ্ডারি মেরে নিজের ৫০ রাণ পূর্ণ করেন। এজন্য তিনি সময় নেন ১৮৫ মিনিট। ১৯০ মিনিট খেলার পরে পাকিস্তানের ১০০ রাণ ওঠে। কিছুক্ষণ পরে হানিফ ও ওয়াকার জুটিরও ১০০ রাণ পূর্ণ হয়।

অমরনাথ নানাভাবে চেষ্টা চালিয়ে যান এই জুটিকে ভাঙতে। একসময় তিনি হানিফের বিরুদ্ধে অযথাই লেগ বিফোরের আবেদন জানান। মাঁকড়কে কিছু সময়ের জন্য বিশ্রাম দেওয়া হয়। অমরনাথ নিজে গোলাম আমেদের সঙ্গে বল করতে থাকেন। গোলাম

আমেদের বল ব্যাটসম্যানের সমীহ আদায় করে। একবার ওয়াকার তাঁর একটি বল এগিয়ে খেলতে গিয়ে অল্পের জন্য স্টাম্পড হওয়া থেকে অব্যাহতি পান।

চা-পানের বিরতি পর্যন্ত এই দুটি উইকেট অটুটই থাকে। দলের রাণ তখন ১৩৯। হানিফ ৭৭, ওয়াকার ৫৫।

চা-পানের আধঘণ্টা পরে মাঁকড়ের একটি স্পিন বল খেলতে গিয়ে ওয়াকার দ্বিতীয় স্লিপে ক্যাচ তোলেন। হাজারে তা ধরতে পারেন না। কিন্তু হাজারে এ ভুল শুধরে নেন আধঘণ্টা পরে। মাঁকড়ের বল খেলছেন ওয়াকার। বলটি ওয়াকারের অনুমান ছাড়িয়ে কিছুটা উঠেছিল। ব্যাট চালাবার সঙ্গে সঙ্গে ক্যাচ ওঠে সর্ট লেগে। নিচু ক্যাচ, হাজারে এবার আর ভুল করেন না। দলের তখন ১৬৬ রাণ। ওয়াকারের সংগ্রহে ৬৫। ওয়াকার-হানিফ জুটির ১৬৫।

মাঁকড়ের বিশ্বরেকর্ড

ওয়াকার আউট হলেন। উইকেট পেলেন মাঁকড়। এই সুবাদে তিনি টেস্ট ক্রিকেট ইতিহাসে সবচেয়ে কম খেলে এক হাজার রাণ ও শত উইকেট লাভ করেন। এটি একটি বিশ্বরেকর্ড।

মাঁকড় ১৯৪৬ সাল থেকে এ পর্যন্ত ২৩টি টেস্টম্যাচ খেলে ১,১৯৯ রাণ ও ১০৯টি উইকেট পান। ইতিপূর্বে অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক নোবল ২৭টি টেস্ট খেলে এ রেকর্ড করেন। এছাড়া ইংল্যাণ্ডের মরিস টেট ও উইলফ্রেড রোডস এবং অস্ট্রেলিয়ার জর্জ গিফিন বোলিং, ব্যাটিংয়ে অনুরূপ কৃতিত্ব অর্জন করেন।

মাঁকড় এরই পাঁচ মিনিট পরে হানিফকে ফিরিয়ে দেন প্যাভিলিয়নে। হানিফ তখন জীবনের প্রথম টেস্ট শতরাণের দ্বারপ্রান্তে। মাত্র চারটি রাণ প্রয়োজন। মাঁকড়ের স্পিন বল।

খুব সতর্ক হানিফ। একটি বল খেললেন, বল উঠল কি উঠল না। মাত্র দুগজ দূর থেকে প্রায় হানিফের ব্যাটের উপর থেকেই যেন পরিবর্ত ফিল্ডসম্যান রামচাঁদ বলটি তুলে নিলেন।

স্কুলছাত্র হানিফ ৩৫০ মিনিট অনমনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে মোকাবিলা করে সংগ্রহ করেছেন ৯৬টি অমূল্য রাণ। শতরাণ তিনি করতে পারেননি, কিন্তু ব্রাবোর্নে যাঁরা তাঁর খেলা দেখেছেন, তাঁরা ভুলতে পারবেন না এ খেলার কথা।

তৃতীয় দিনের খেলার আর তখন মাত্র দশ মিনিট। অধিনায়ক কারদার খেলতে আসেন। ইতিপূর্বে ওয়াকারের পরিবর্তে খেলতে এসেছিলেন ইমতিয়াজ আমেদ। শেষ পর্যন্ত এই দুজন অপরাজিত থাকা অবস্থাতেই খেলার উপরে যবনিকা পড়ে। দলের তখন ৩ উইকেটে ১৭৬ রাণ।

চতুর্থ দিন

অতি সহজেই ভারতের দশ উইকেটে জয়লাভ

বোম্বাই, ১৬ নভেম্বর—ভারত ব্রাবোর্ন স্টেডিয়ামে পাকিস্তানকে তৃতীয় টেস্টে ১০ উইকেটে হারিয়েছে। আজ মধ্যাহ্ন-ভোজের বিরতির আগেই পাকিস্তানের বাকি উইকেটগুলো পড়ে যায়। ২৪২ রাণে শেষ হয় তাদের দ্বিতীয় ইনিংস। ৭১ রাণের ব্যবধান। মধ্যাহ্ন-ভোজের পর খেলা আর আধঘণ্টাও হয়নি। ভারত প্রয়োজনীয় রাণ সংগ্রহ করে।

এবারের তিনটি টেস্টের মধ্যে ভারত প্রথম ও তৃতীয় এবং পাকিস্তান দ্বিতীয় টেস্টে জয়ী হল। এখনও দুটি টেস্ট বাকি—মাদ্রাজ ও কলকাতায়। এ খেলার ফলাফলের উপরে নির্ভর করছে 'রাবার'। তবে অবশ্যই ভারত একটি ম্যাচ বেশি জিতে কিছুটা সুবিধার মধ্যে আছে।

খেলার কথায় বলতে হয়, গতদিন পাকিস্তানের পক্ষে হানিফ ও ওয়াকার যে আশার সঞ্চার করেছিলেন, তাঁদের সহযোগী খেলোয়াড়রা কেউ তার মূল্য দিতে পারেননি। আজ মাত্র দেড় ঘণ্টার মধ্যে ৬৬ রাণে তাঁদের সব উইকেট পড়ে যায়। ভারতের বিনু মাঁকড় ও সুভাষ গুপ্তের মারাত্মক বোলিং-এর ফলে পাকিস্তানের এই বিপর্যয়। মাঁকড় মাত্র ১৩ রাণের বিনিময়ে এবং গুপ্তে ৪৪ রাণের বিনিময়ে ৩টি করে উইকেট পান।

শেষ দিনের খেলা। বহু দর্শক হতাশ হয়ে ফিরে গেলেন। মাঠে জায়গা নেই।

ভারত/দ্বিতীয় ইনিংস

মাঁকড় অপরাজিত	৩৫
আপ্তে অপরাজিত	১০
অতিরিক্ত	০
মোট (বিনা উইকেটে)	৪৫

বোলিং	ওভার	মেডেন	রাণ	উইকেট
মামুদ হোসেন	৬	২	২১	০
ফজল মামুদ	৭	২	২২	০
কারদার	২	১	২	০

ভারত-নিউজিল্যাণ্ড

দ্বিতীয় টেস্ট, ব্রাবোর্ণ স্টেডিয়াম (বোম্বাই)

ভারত	নিউজিল্যাণ্ড
পি আর উমরিগড় (অধিনায়ক)	এইচ বি কেভ (অধিনায়ক)
বিনু মাঁকড়	সি পেত্রী
বিজয় মেহেরা	জে আর রীড
বিজয় মঞ্জরেকর	বি সাটক্লিফ
এস পি গুপ্তে	জে ডবলিউ গাই
জি এস রামচাঁদ	পি জি জেড হ্যারিস
ডি জি ফাড়কর	এ এম ময়ার
এন এস তামানে	এ আর ম্যাকগিবন
কৃপাল সিং	এম বি পুরে
নরী কণ্ট্রাক্টর	জে সি এলাবেস্টাব
ডি এস প্যাটেল	জে এ হেজ
দ্বাদশ—পি ভাণ্ডারী	দ্বাদশ—টি জি ম্যাগগিবন

প্রথম দিন

টেস্ট ক্রিকেটে মাঁকড়ের চতুর্থ সেঞ্চুরি

বোম্বাই, ২ ডিসেম্বর—আজ এখানে ব্রাবোর্ণ স্টেডিয়ামে ভারত-নিউজিল্যাণ্ড দ্বিতীয় টেস্ট আরম্ভ হয়েছে। ভারতীয় দলের অধিনায়ক পলি উমরিগড় টসে জয়ী হয়ে ব্যাটিং গ্রহণ করেন। প্রথম দিনের খেলার শেষে ভারত ৩ উইকেটে ২২৩ রাণ করেছে। বিন্নু মাঁকড় আজ অপূর্ব দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে তাঁর জীবনের চতুর্থ টেস্ট শতরাণ করেছেন। ১৩২ রাণে তিনি অপরাজিত। অপরদিকে কৃপাল সিং অপরাজিত আছেন ৫৯ রাণ করে। কৃপাল হায়দরাবাদে প্রথম টেস্ট খেলার সুযোগে শতরাণ করেছিলেন।

ভাল আবহাওয়া। প্রচুর দর্শক-সমাগমের মধ্যে ব্রাবোর্ণে আজ ভারত-নিউজিল্যাণ্ড দ্বিতীয় টেস্ট খেলা শুরু হয়। ভারতের অধিনায়ক টসে জয়ী হয়ে দুই 'ওপেনার' বিন্নু মাঁকড় ও বিজয় মেহেরাকে পাঠান ব্যাট করতে। নিউজিল্যাণ্ডের অধিনায়ক কেভ ম্যাকগিবন ও হেজকে দুদিক থেকে বল করতে দেন। হেজ তাঁর এক ওভারে ১০ রাণ দেন। অগত্যা কেভ নিজেই বল করতে আসেন। অপরদিকে এ আর ম্যাকগিবন বল করতে থাকেন। আধঘণ্টা খেলায় ভারতের ২৭ রাণ ওঠে। এর মধ্যে মাঁকড়ের ২০। চল্লিশ মিনিট খেলা চলার পরে আবার বোলার পরিবর্তন। কেভের বদলে আবার হেজ বল করতে আসেন। মেহেরা হেজের একটি বলে আউট হতে হতে বেঁচে যান। অপরদিকে ম্যাকগিবনের জায়গায় বল করতে আসেন রীড।

একঘণ্টার খেলায় সংগৃহীত হয় ৩৬ রাণ। মাঁকড় তাঁর ব্যাটটা বদলে নেন। খেলা কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ থাকে। এর পরেই মেহেরা হ্যারিসের হাতে হেজের বলে ক্যাচ আউট হন ১০ রাণ করে। ভারতের এক উইকেটে ৩৬।

অধিনায়ক পলি উমরিগড় খেলতে আসেন। মাঠের ২০ হাজারের উপর দর্শক তাঁকে হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানান। দর্শকদের আনন্দ ছড়িয়ে পড়ে সারা মাঠে, উমরিগড় রীডের বলে ৩ রাণ ও বাউণ্ডারি মারেন।

মোট ৮৪ মিনিট খেলা চলার পরে ভারতের ৫০ রাণ পূর্ণ হয়। বল করতে আসেন রীডের বদলে কেভ। উমরিগড় কেভের একটি বলে বোল্ড হন মাত্র ১৫ রাণের মাথায়। দলীয় রাণ তখন ২ উইকেটে ৬১। এবার মঞ্জরেকার এলেন। কিন্তু কোন রাণ করবার আগেই তিনিও প্যাভিলিয়নে ফিরে যান। পর পর তিনটি উইকেট পড়ে যাবার পর খেলতে আসেন কৃপাল সিং। মধ্যাহ্ন-ভোজ পর্যন্ত কৃপাল সিং ৭ রাণ ও মাঁকড় ৪০ রাণ করে অপরাজিত থাকেন।

মধ্যাহ্ন-ভোজের পর মাঁকড় ও কৃপাল আবার খেলা শুরু করেন। দুজনকেই বেশ সতর্ক মনে হয়। দৃঢ়তার সঙ্গে তাঁরা খেলতে থাকেন। ধীরে ধীরে রাণও ওঠে। ১৫০ মিনিটে ভারতের ৯৬ রাণ পূর্ণ হয়। মাঁকড়ও তাঁর নিজস্ব ৫২ রাণ পূর্ণ করেন। এর পরে কেভের বদলে আবার হেজ বল করতে আসেন। মাঁকড় তাঁর বলে স্কোয়ার কাট করে বাউণ্ডারি মারেন। ১৫২ মিনিটে দলের ১০০ রাণ পূর্ণ হয়। ময়ার লাঞ্চের পর থেকেই বল করছিলেন, তাঁকে সরিয়ে অধিনায়ক কেভ বল করতে দেন এলবেস্টারকে। মাঁকড় তাঁর বলে বাউণ্ডারি মারেন। তৃতীয় উইকেটে মাঁকড় ও কৃপালের সহযোগিতায় ৬৮ মিনিটে ৫০ রাণ হয়। মধ্যাহ্ন-ভোজের পরে ১ ঘণ্টা খেলায় ৪৫ রাণ যোগ হয়। ম্যাকগিবন আবার বল করতে আসেন। মাঁকড় তাঁর প্রথম বলেই ৫ রাণ করেন। কৃপাল সিং এলবেস্টারের বলে

বাউণ্ডারি মারেন। দ্রুত রাণ উঠতে থাকে। কেভ ঘন ঘন বোলার পরিবর্তন করতে থাকেন।

২০৮ মিনিট খেলা চলার পর ভারতের ১৫০ রাণ পূর্ণ হয়। মাঁকড়ের তখন ব্যক্তিগত রাণ ৯০। পুরের বদলে আনা হয় এল্‌বেস্টারকে। মাঁকড়ের যখন ৯১ রাণ তখন সোজা একটি বল মারলেও হেজ ধরতে পারেন না।

মাঁকড়ের শতরাণ

চা-পানের বিরতির আগে মাঁকড় তাঁর শতরাণ পূর্ণ করেন। ময়ারের বলে বাউণ্ডারি মেরে ২৩৭ মিনিট খেলার পরে মাঁকড় ১০১ রাণ করেন। টেস্ট ক্রিকেটে এটি তাঁর চতুর্থ শতরাণ। এর আগে তিনি অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দুবার ও ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে একবার শতরাণ করেন। চা-পানের বিরতি হয়। ভারতের ৩ উইকেটে ১৮১ রাণ ওঠে। তখন মাঁকড় ১০৪ ও রুপাল ৪৭ রাণ করে অপরাজিত।

কেভের ব্যর্থ প্রচেষ্টা

চা-পানের পরে নিউজিল্যাণ্ডের অধিনায়ক কেভ বার বার বোলার পরিবর্তন ও ফিল্ডিং-এর রদবদল করেও মাঁকড়-রুপাল জুটিতে ভাঙ্গন ধরাতে পারেননি। দুজনেই সাবলীলভাবে খেলে চলেন। শেষ পর্যন্ত এই দুই ব্যাটসম্যান অপরাজিত থাকা অবস্থাতেই প্রথম দিনের খেলার উপরে যবনিকা পড়ে। মাঁকড়ের তখন ১৩২, রুপালের ৫৯, আর দলের ২২৩ রাণ, ৩ উইকেটে।

দ্বিতীয় দিন

মাঁকড়ের ডাবল সেঞ্চুরি

৮ উইকেটে ৪২১ রাণ করে ভারতের ইনিংস-সমাপ্তি ঘোষণা

বোম্বাই, ৩ ডিসেম্বর—টেস্ট ক্রিকেটে ভারতের বিন্নু মাঁকড়ও দ্বিশতাধিক রাণ করার কৃতিত্ব অর্জন করলেন। এই সিরিজেই নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ভারতের আর একজন খেলোয়াড় পলি উমরিগড় এই কৃতিত্ব অর্জন করেন। হায়দরাবাদে প্রথম টেস্টে তাঁর রাণসংখ্যা ছিল ২২৩। আজ মাঁকড়ের রাণসংখ্যাও ওই ২২৩। তবে মাঁকড়ের খেলা দেখে মনে হয়েছিল তিনি উমরিগড়কে ছাড়িয়ে যাবেন। একান্ত দুর্ভাগ্যবশতই তিনি আউট হন। ৪৭২ মিনিট উইকেটে থেকে ২১টি বাউণ্ডারিসহ তিনি এই রাণ করেন।

ভারতীয় দল চা-পানের সময় পর্যন্ত ব্যাট করে ৮ উইকেটের বিনিময়ে সংগ্রহ করে ৪২১ রাণ। দাত্তু ফাড়কর তখন ৩৭ রাণ ও এস প্যাটেল ১৪ রাণ করে অপরাজিত। অধিনায়ক উমরিগড় এই সময় ভারতের ইনিংস-সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

নিউজিল্যাণ্ড দল অবশিষ্ট সময় ব্যাট করে দিনের শেষে ১ উইকেটের বিনিময়ে সংগ্রহ করে ২১ রাণ।

এদিন খেলা আরম্ভের আগেই ব্রাবোর্ণ স্টেডিয়াম দর্শকে পূর্ণ। ভারতের দুই অপরাজিত ব্যাটসম্যান বিন্নু মাঁকড় ও এ জি কৃপাল সিং খেলতে আসেন দর্শকদের স্বতঃস্ফূর্ত করতালির মধ্যে। নিউজিল্যাণ্ড দলের অধিনায়ক কেভ নিজে ও হেজ বোলিং শুরু করেন দুদিক

থেকে। কৃপাল সিং হেজের বলে বাউণ্ডারি মারেন। কিন্তু পরের ওভারে কেভের বলে সরাসরি তাঁর উইকেট ভেঙে যায়। ৬৩ রাণের মাথায় তিনি আউট হন।

এর মধ্যে তিনি ১০টি বাউণ্ডারি হাঁকড়ান। তাঁর ও মাঁকড়ের সহযোগিতায় চতুর্থ উইকেটে সংগৃহীত হয় ১৬৭ রাণ।

জি এস রামচাঁদ খেলায় যোগ দিয়েই কেভের বলে ১ রাণ করেন। ৩৩৫ মিনিটের খেলায় ভারতের ২৫০ রাণ পূর্ণ হয়। ম্যাকগিবন হেজের পরিবর্তে বল করতে আসেন।

মাঁকড়ের ১৫০ রাণ

মাঁকড় ম্যাকগিবনের বলে বাউণ্ডারি মেরে তাঁর নিজস্ব ১৫০ রাণ পূর্ণ করেন। ৩৩৮ মিনিটে তাঁর এই সংগ্রহ। এর পরে তিনি যেন আরও বেপরোয়া। কেভের এক ওভারেই তিনি সংগ্রহ করেন ৯ রাণ।

আজকের একঘণ্টায় সংগৃহীত হয় ৫১ রাণ। মাঁকড় কেভের বলে আরও একটি বাউণ্ডারি মারেন। অপরদিকে ম্যাকগিবনের বলে রামচাঁদ সরাসরি বোল্ড হন। দলের ২৮১ রাণের মাথায় পঞ্চম উইকেট পড়ে. রামচাঁদ আউট হন ৫১ মিনিট খেলে ২১ রাণ করে। এর মধ্যে ৪টি বাউণ্ডারি মারেন তিনি। তরুণ ব্যাটা খেলোয়াড় নরি কণ্ট্রাক্টর খেলতে আসেন। ৩৮১ মিনিট খেলার পরে কেভের বলে কণ্ট্রাক্টর বাউণ্ডারি মারলে ভারতের ৩০০ রাণ পূর্ণ হয়।

মাঁকড়ের ২০০ রাণ

তখনও মধ্যাহ্ন ভোজের ১১ মিনিট বাকি। মাঁকড় তাঁর টেস্ট জীবনের প্রথম ডাবল সেঞ্চুরি করলেন। ৪১০ মিনিট খেলে তিনি এই রাণ সংগ্রহ করেন। এর মধ্যে ২২টি বাউণ্ডারি মারেন। মাঁকড় এর

আগে ১৯৫২ সালে লর্ডসে দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ১৮৪ রাণ করেন। এই দু'শ রাণ করার আগে ১৮১ রাণের মাথায় মাঁকড় ময়ারের একটি বল সোজা মারলে ক্যাচ ওঠে, কিন্তু ময়ার তা ধরতে পারেন না।

অপরদিকে কণ্ট্রাক্টর বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে খেলতে থাকেন। ৪৬ মিনিটে ষষ্ঠ উইকেটে ৫০ রাণ সংগৃহীত হয়। দলের ৩৩৭ রাণের মাথায় মধ্যাহ্ন-ভোজের বিরতি হয়। মাঁকড় তখন ২০২ ও কণ্ট্রাক্টর ১৫ রাণে অপরাজিত।

মধ্যাহ্ন-ভোজের পরে ম্যাকগিবনের বলে কণ্ট্রাক্টর পেত্রীর হাতে ক্যাচ আউট হন ১৬ রাণে, ভারতের ৩৪৭, ৬ উইকেটে। ফাড়কর এলেন। ৪৪০ মিনিটে ভারতের ৩৫০ রাণ পূর্ণ হয়। দাত্তু দেখে-শুনে খেলতে থাকেন।

মাঁকড়ের বিদায়

মাঁকড়ের রাণসংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। দর্শকদের মধ্যে তখন জল্পনা, মাঁকড় কি উমরিগড়ের ২২৩ অতিক্রম করতে পারবেন? মাঁকড় ৪৭২ মিনিট খেলে উমরিগড়ের ২২৩-য়ে পৌঁছলেন, ব্রাবোর্ণের হাজার হাজার দর্শক তাঁকে অভিনন্দন জানালেন করতালি দিয়ে। কিন্তু উমরিগড়কে ছাড়িয়ে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হল না। পুরের একটি বল জোরে মারলে ম্যাকমোহনের হাতে উঁচু হওয়া বল জমা পড়ে। মাঁকড়ের তখন ২২৩। ম্যাকমোহন রীডের পরিবর্তে ফিল্ডিং করতে এসে এই অমূল্য ক্যাচটি ধরেন। অপরদিকে তখন ফাড়কর। উইকেটরক্ষক তামানে তাঁর সঙ্গে খেলতে আসেন। কিন্তু ওই পুরের বলে তিনিও আউট হন মাত্র ১০ রাণ করে। ৩৭৭ রাণে ভারতের ৮টি উইকেট পড়ে যায়। খেলতে আসেন এস আর প্যাটেল। অধিনায়ক কেভ বার বার বোলার পরিবর্তন করেও কিছু ফল পান না। ৫২৫ মিনিটে ভারতের ৪০০ রাণ পূর্ণ হয়।

বলে লেগ বিফোর হয়ে তাঁর ৩৯ রাণের মাথায়। রীড ১৩৯ মিনিট উইকেটে ছিলেন। এর মধ্যে তিনি একটি ওভার বাউণ্ডারি ও ৫টি বাউণ্ডারি মারেন।

পুরে ও ম্যাকগিবন খেলতে থাকেন। চা-পানের বিরতি পর্যন্ত এঁরা অপরাজিত থাকেন। ৫ উইকেটে তখন ১৬৬ রাণ।

ভারতের অধিনায়ক চা-পানের পর পুরে ও ম্যাকগিবন জুটিকে ভাঙবার জন্য ঘন ঘন বোলার পরিবর্তন করেন। কিন্তু ফল হয় না। তুজনেই দৃঢ়তার সঙ্গে খেলতে থাকেন। ৩৫০ মিনিটে নিউজিল্যাণ্ডের ২০০ রাণ পূর্ণ হয়। আরও ৮ রাণ যোগ হবার পরে এদিনের খেলা শেষ হয়। ম্যাকগিবন ২৮ ও পুরে ১৫ রাণে অপরাজিত থাকেন।

চতুর্থ দিন

নিউজিল্যাণ্ড ইনিংস-পরাজয়ের সম্মুখীন

বোম্বাই, ৬ ডিসেম্বর—ভারত ও নিউজিল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ক্রিকেট টেস্ট। চতুর্থ দিনের খেলা শেষ। খেলার যা অবস্থা তাতে কোন অঘটন না ঘটলে নিউজিল্যাণ্ডের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। এখন দেখা যাক তারা ইনিংস-পরাজয়ের হাত এড়াতে পারে কিনা! তা করতে হলে আগামীকাল তাদের আরও ৬৪ রাণ করতে হবে। হাতে এখনও ৩টি উইকেট।

আজ মধ্যাহ্ন-ভোজের আগেই নিউজিল্যাণ্ড দলের প্রথম ইনিংস ১৫৮ রাণে শেষ হয়ে যায়। ফলো-অন করে তারা দ্বিতীয় ইনিংসে করেছে ৭ উইকেটে ৯৯ রাণ। ভারতের প্রথম ইনিংসের রাণসংখ্যা থেকে এখনও তারা ৬৪ রাণ পিছিয়ে।

ভারতীয় দলের গুপ্তের বোলিং আজ বিপক্ষ দলের বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তিনি প্রথম ইনিংসে ৩টি এবং দ্বিতীয় ইনিংসে এখন পর্যন্ত ৩টি উইকেট পান।

নিউজিল্যাণ্ড দলের ওপেনিং ব্যাটসম্যান সাটক্লিফ আজও যথেষ্ট দৃঢ়তার পরিচয় দেন। ১৪৫ মিনিট উইকেটে থেকে তিনি ৩৭ রাণ করেন।

আজ খেলার শুরুতে ব্রাবোর্ণে মাত্র হাজার পাঁচেক দর্শক। নিরুত্তাপ পরিবেশ। ম্যাকগিবন ও পুরে—গত দিনের নিউজিল্যাণ্ড দলের দুই অপরাজিত ব্যাটসম্যান আজ আবার ব্যাট করতে আসেন। উমরিগড় নতুন বল নিয়ে দাত্তু ফাড়কর ও রামচাঁদকে বোলিং-এর

দায়িত্ব দেন। দুদিক থেকে দুজন বোলারই মেডেন পান। পরে ম্যাকগিবন রামচাঁদের বলে বাউণ্ডারি ও ফাড়করের বলে ৩ রাণ করেন। ষষ্ঠ উইকেটে ৫০ রাণ পূর্ণ হয় ৮১ মিনিটে।

নিউজিল্যাণ্ডের ২১৮ রাণ হলে পুরে আউট হন। তিনি ১৭ রাণ করে ফাড়করের বলে উমরিগড়ের হাতে ক্যাচ আউট হন। অধিনায়ক কেভ খেলতে এসে ফাড়করের বলে ১ রাণ করেন। এর পরেই ফাড়করের বলে ম্যাকগিবন বাউণ্ডারি মারেন। গুপ্তে আসেন ফাড়করের জায়গায় বল করতে। দলের রাণসংখ্যা তখন ৬ উইকেটে ২২৭। ম্যাকগিবন ফাড়করের একটি বলে বাউণ্ডারি মারেন। পরের বলেই তিনি ক্যাচ আউট হন মাঁকড়ের হাতে। ম্যাকগিবন ১২৯ মিনিট খেলে সংগ্রহ করেন ৪৬ রাণ; ৮বার তিনি বাউণ্ডারি মারেন।

মযার খেলতে আসেন। কিন্তু কোন রাণ করবার আগেই তিনি গুপ্তের বলে এল বি ডবলিউ হন। ২৩১ রাণে দলের ৮টি উইকেট পড়ে যায়। খেলতে আসেন এলবেস্টার। ১৪৫ মিনিট খেলার পরে নিউজিল্যাণ্ডের ২৫১ রাণ হয়। ২৫৭ রাণ হলে রামচাঁদের পরিবর্তে বল করতে আসেন মাঁকড়। এদিকে কেভ ১২ রাণের মাথায় রাণ আউট হন। গুপ্তের বলে এলবেস্টার রাণ নিলে কেভ ওপ্রান্ত থেকে ছুটে আসার আগেই তামানে উইকেট ভেঙে দেন।

শেষ খেলোয়াড় হেজ এলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই অপর প্রান্তের খেলোয়াড় এলবেস্টার মাঁকড়ের বল পুল করতে গিয়ে বোল্ড হন। ১৬ রাণ করে তিনি আউট হন। এদিকে হেজ তখনও কোন রাণ করতে পারেননি।

২৫৮ রাণে নিউজিল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস শেষ হল। মাত্র ১৪টি রাণের জন্য তারা ফলো-অনের হাত থেকে অব্যাহতি পেল না। মধ্যাহ্ন-ভোজের তখনও ১৭ মিনিট বাকি।

নিউজিল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংস

সাটক্লিফ ও পেত্রী দলের দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করেন। মধ্যাহ্ন-ভোজ পর্যন্ত দলের ১ রাণ ওঠে কোন উইকেট না খুইয়ে।

মধ্যাহ্ন-ভোজের পর রামচাঁদ ও ফাড়কর দুদিক থেকে বল করতে থাকেন। সাটক্লিফ রামচাঁদের বলে পর-পর বাউণ্ডারি মারেন। পেত্রীর খেলা দেখে মনে হয় তিনি বিশেষ স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করছেন না। নিজস্ব ৪ রাণের মাথায় তিনি ফাড়করের বলে আউট হন। দলের তখন ১৩ রাণ। গাই খেলতে আসেন। এর পরেই ফাড়করকে সরিয়ে প্যাটেলকে বল করতে দেওয়া হয়। অপরদিকে গুপ্তে আসেন রামচাঁদের জায়গায়। দলীয় ২২ রাণের মাথায় গাই আউট হন মাত্র ২ রাণ করে। গুপ্তের বলে তিনি লেগ বিফোর হন।

রীড এলেন। অপরদিকে অপরাজিত সাটক্লিফ। তিনি গুপ্তের বলে বাউণ্ডারি মারেন। খুব ধীরে ধীরে রাণ উঠতে থাকে। কিন্তু দলীয় ৩৩ রাণের মাথায় রীডও প্যাটেলের বলে ফাড়করের হাতে ক্যাচ আউট হন মাত্র ৪ রাণে।

হ্যারিস আসেন তারপর। খেলার সূচনাতেই তিনি বাউণ্ডারি মারেন। অপর প্রান্তে সাটক্লিফ খুব সতর্কভাবে খেলতে থাকেন। মাঁকড়কে বল করতে দেওয়া হয়। তিনি হ্যারিসের উইকেটটি পান। দলের ৪৫ রাণের মাথায় চতুর্থ উইকেটের পতন। হ্যারিস আউট হন ৭ রাণে।

ম্যাকগিবন সাটক্লিফের সঙ্গে খেলতে আসেন। আর কোন রাণ করার আগেই চা-পানের বিরতি হয়। সাটক্লিফ তখন ২৮ রাণে অপরাজিত।

চা-পানের পরে খেলা আরম্ভ হলে ম্যাকগিবন মাঁকড়ের বলে

পঞ্চম দিন

ভারত ইনিংস ও ২৭ রাণে বিজয়ী

বোম্বাই, ৭ ডিসেম্বর—ব্রাবোর্ণে ভারত আজ নিউজিল্যাণ্ডকে হারিয়েছে। দ্বিতীয় টেস্টম্যাচে ভারত জিতেছে ইনিংস ও ২৭ রাণে। টেস্ট ক্রিকেট ইতিহাসে ভারতের এটি চতুর্থ জয়।

খেলার মীমাংসা হতে আজ বেশি সময় লাগেনি। শেষ দিনে মাত্র ৫৫ মিনিট খেলা হবার পরে দ্বিতীয় টেস্টের ওপরে যবনিকা পড়ে। মধ্যাহ্ন-ভোজের বহু আগেই নিউজিল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয় ১৩৬ রাণে।

আজ গুপ্তে ও মাঁকড়ের মারাত্মক বোলিং ভারতের জয়ের পথ সুগম করে দিয়েছে। গুপ্তে ৪৫ রাণে বিপক্ষের ৫টি উইকেট দখল করেন।

খেলার মাঠ আজ দর্শক-বিরল। মাত্র হাজার তিনেক দর্শক মাঠে উপস্থিত ছিলেন। অবস্থা দেখে মনে হয় যেন আগে থেকেই তাঁরা ফলাফল সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করতে পেরেছিলেন।

নিরুত্তাপ পরিবেশ। মনে হয় ইতিমধ্যেই ফলাফল মীমাংসা হয়ে গেছে। আজকের খেলা কেবল নিয়ম রক্ষা। ব্রাবোর্ণ স্টেডিয়াম ফাঁকা, মাত্র ৩ হাজার দর্শক আসেন আজকের খেলা দেখতে।

যাই হোক, অধিনায়ক কেভ ও ময়ার আজ আবার খেলতে এসে মাঁকড় ও গুপ্তের বলের সম্মুখীন হন। কেভ মাঁকড়ের বলে বাউণ্ডারি মেরে দলের ১০৩ রাণ করেন। ১৮৭ মিনিটে এই রাণ হয়। কেভ এর পরেও গুপ্তের বলে ও ময়ার মাঁকড়ের বলে বাউণ্ডারি মারেন। ৩৮ মিনিট খেলায় অষ্টম উইকেটে ৩১ রাণ যোগ হয়।

এর ঠিক পরেই কেভ মাঁকড়ের একটি বল জোরে মারলে ক্যাচ ওঠে। উমরিগড় ছুটে গিয়ে তা ধরেন। কেভ ২১ রাণ করে দলের ১১৭ রাণের মাথায় আউট হন।

এলবেস্টার খেলতে আসেন। অপরদিকে ময়ার মাঁকড়ের বলে বাউণ্ডারি মারেন। গুপ্তের বল এলবেস্টার কোনক্রমে খেলেন। এর পরেই ময়ার গুপ্তের বল হুক করলে স্কোয়ার লেগ থেকে মঞ্জরেকার তা ধরেন। ১৩৬ রাণে নবম উইকেটের পতন। ময়ার এক ঘণ্টা খেলে ২৮ রাণে আউট হন। তিনি তিনটি বাউণ্ডারি মারেন।

দলের শেষ খেলোয়াড় হেজ এলেন। কিন্তু তিনি কোন রাণ করার আগে ওই ১৩৬ রাণের মাথায় আউট হন এলবেস্টার—অপর প্রান্তের খেলোয়াড়। আজ ৫৫ মিনিট খেলায় ৩ উইকেটের বিনিময়ে সংগৃহীত হয় ৩৭ রাণ। তুই ইনিংস মিলে ভারতের প্রথম ইনিংসের থেকে ঘাটতি তখনও ২৭ রাণ। অগত্যা নিউজিল্যাণ্ডকে দ্বিতীয় টেস্টে হার স্বীকার করতে হল ইনিংস ও ২৭ রাণে।

তৃতীয় দিন

নিউজিল্যাণ্ডের ব্যাটিং-বিপর্যয়

মাদ্রাজ, ৮ জানুয়ারি—আজ পূর্বদিনের রাণসংখ্যা অর্থাৎ ৩ উইকেটে ৫৩৭ রাণেই ভারতের অধিনায়ক উমরিগড় ইনিংস-সমাপ্তি ঘোষণা করলেন। নিউজিল্যাণ্ড দল পরে সারাদিন ব্যাট করবার সুযোগ পেয়ে ১৫৬ রাণ তুলেছে ৬টি উইকেট খুইয়ে।

মধ্যাহ্ন-ভোজ পর্যন্ত নিউজিল্যাণ্ড বেশ শক্ত হাতে ব্যাট ধরেছিল। তাদের সামনে ভারতের বিরাট-সংখ্যক রাণ। এ পর্যন্ত নিউজিল্যাণ্ড দল কোন উইকেট না হারিয়ে করেছিল ৫১ রাণ। কিন্তু তার পরেই অর্থাৎ মধ্যাহ্ন-ভোজের বিরতির পরে তাদের ব্যাটিং-এ রীতিমত বিপর্যয়কর অবস্থা। একে একে সাটক্লিফ, রীড, গাই, লেগার্ট, ম্যাকগ্রেগার অপ্রত্যাশিতভাবে পরাজিত হয়ে ফিরে যান অল্প রাণের মধ্যে। অবশ্য ভারতীয় বোলিং ও ফিল্ডিং যথেষ্ট প্রশংসার দাবি রাখে। জেসু প্যাটেল প্রথম টেস্ট খেলার সুযোগে সাটক্লিফ ও রীডের উইকেট দুটি দখল করেন।

এখনও খেলার দুদিন বাকি। দেখা যাক ভারতীয় দল জিততে পারে কিনা। অথবা নিউজিল্যাণ্ড দল খেলার মোড় ঘোরাবে কিনা।

ত্রিশ হাজার দর্শকের সামনে আজকের খেলা শুরু হয়। উমরিগড় সকালেই ঘোষণা করেন ভারতীয় দলের ইনিংস-সমাপ্তির কথা—৩ উইকেটে ৫৩৭ রাণে। যা কালকের সংগ্রহ।

অগত্যা নিউজিল্যাণ্ড দল তাঁদের প্রথম ইনিংসের খেলা শুরু করেন। লেগার্ট ও সাটক্লিফ ফাড়কর ও রামচাঁদের বিরুদ্ধে খেলতে থাকেন। খুব ধীরে ধীরে রাণ উঠতে থাকে। দুই ব্যাটসম্যান খুব

সতর্কভাবে খেলতে থাকেন ঝুঁকি না নিয়ে। মধ্যাহ্ন-ভোজের সময় পর্যন্ত ১২১ মিনিট খেলায় তুজনে সংগ্রহ করেন ৫১ রাণ। লেগার্ট ১৯, সাটক্লিফ ২৬ ও অতিরিক্ত ৬।

এই সময়ের মধ্যে ফাড়কর ৫ ওভার বল করে তুটি মেডেন ওভার পান। রাণ দেন ৭টি। রামচাঁদ বল করেন ৪ ওভার। এর মধ্যে মাত্র ১ ওভারে ১টি রাণ দেন। রামচাঁদের পরিবর্তে গুপ্তে বল করতে এসে ৮ ওভার বল করেন। এর মধ্যে ২টি মেডেন, রাণ দেন তিনি ৭টি।

অপরদিকে জেসু প্যাটেল ফাড়করের পরিবর্তে বল করতে এসে ১১ ওভার বল করে ৬টি মেডেন ওভার পান। ১৫টি রাণ দেন। মাঁকড় ৩ ওভারে ৭ রাণ দেন।

মধ্যাহ্ন-ভোজের পর ফাড়কর ও মাঁকড় বল করতে থাকেন। ধীরে ধীরে রাণ ওঠে। দলের ৭৫ রাণের মাথায় নিউজিল্যাণ্ডের প্রথম উইকেট পড়ে। ফাড়করের বলে লেগার্ট ৩১ রাণ করে এল বি ডবলিউ হন। লেগার্ট উইকেটে ছিলেন ১৭৫ মিনিট। এর মধ্যে তিনি তিনবার বাউণ্ডারি মারেন। রীড খেলতে আসেন।

কিছু পরে তুদিক থেকে জেসু প্যাটেল ও গুপ্তে বল করতে আসেন। রীড রাণ করবার দিকে মন দেন। ১৮৫ মিনিট খেলবার পর নিউজিল্যাণ্ডের ১০০ রাণ পূর্ণ হয়। ১০৯ রাণের মাথায় সাটক্লিফ আউট হন প্যাটেলের বলে। ক্যাচ ধরেন উমরিগড়। সাটক্লিফ ২০৪ মিনিট খেলে ৪ বার বাউণ্ডারিসহ সংগ্রহ করেন ৪৭ রাণ। গাই খেলতে আসেন।

গাই মাত্র ৩ রাণ করে গুপ্তের বলে ক্যাচ তোলেন। উমরিগড় এ ক্যাচটিও ধরেন বেশ নিপুণভাবে। ম্যাকগ্রেগর খেলতে আসেন। চা-পানের সময় পর্যন্ত আর কোন উইকেট পড়ে না। নিউজিল্যাণ্ডের রাণ উঠে ৩ উইকেটে ১৪১ রাণ।

চা-পানের সময় রীড ৪৪ রাণে অপরাজিত ছিলেন। চা-পানের

পর তিনি আর কোন রাণ করার আগেই প্যাটেলের বলে সরাসরি বোল্ড হন। ১৪১ রাণে ৪র্থ উইকেটের পতন। ম্যাকগিবন খেলতে আসেন। কিন্তু তিনি নিজস্ব কোন রাণ করবার আগেই দলের ১৪৪ রাণের মাথায় গুপ্তের বলে ফাড়করের হাতে ধরা পড়েন। পুরে খেলতে আসেন। কিন্তু দলের সংগ্রহে আরও ১টি রাণ হবার পরে অপর-প্রান্তের খেলোয়াড় ম্যাকগ্রেগর গুপ্তের বলে ফাড়করের হাতে ম্যাকগিবনের মত একইভাবে আউট হন।

ময়ার খেলতে আসেন। ময়ার ও পুরে দুজনে আজকের খেলায় শেষ পর্যন্ত ব্যাট করেন। দিনের শেষে নিউজিল্যাণ্ডের ৬ উইকেটে ১৫৬ রাণ ওঠে। পুরে এবং ময়ার দুজনেই ৬ রাণ করে অপরাজিত।

চতুর্থ দিন

নিউজিল্যাণ্ডের ভাগ্যে ফলো-অন

সাটক্লিফের হাজার রাণ পূর্ণ হল

মাদ্রাজ, ১০ জানুয়ারি—ভারত-নিউজিল্যাণ্ড পঞ্চম ও শেষ ক্রিকেট টেস্টের চতুর্থ দিন। আজকের খেলার শেষে যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে ইনিংস পরাজয়ের হাত থেকে বাঁচতে হলে নিউজিল্যাণ্ডকে এখনও ২১৪ রাণ করতে হবে। তাদের হাতে আছে ৯টি উইকেট, আর একদিন সময়।

আজ মধ্যাহ্ন-ভোজের আগেই নিউজিল্যাণ্ডের অসমাপ্ত প্রথম ইনিংস শেষ হয় ২০৯ রাণে। ফলো-অন করে তারা আবার ব্যাট হাতে মাঠে নামে। দিনের শেষে সংগ্রহ ১ উইকেটের বিনিময়ে ১১৪।

সাটক্লিফ আজ ৪০ রাণে আউট হন। এবারের সফরে তাঁর সহস্র রাণ পূর্ণ হল। লেগার্ট ৬১ ও গাই ৮ রাণে অপরাজিত অবস্থায় এখনও উইকেটে।

নিউজিল্যাণ্ড দলের জয়ের আশা কোনক্রমেই করা যায় না। ভারতের রাবার লাভও একরকম সুনিশ্চিত। তবু শেষ দিনের প্রশ্ন, ভারত এ টেস্টেও জয়ী হবে কিনা! না খেলার কোন মীমাংসা হবে না!

একদিন বিরতির পর আজ নিউজিল্যাণ্ড দলের ময়ার ও পুরে আবার খেলতে আসেন। ময়ার মোটামুটি দৃঢ়তার সঙ্গে খেললেও বাকি

পঞ্চম দিন

ভারতের টেস্ট রাবার

মাদ্রাজ, ১১ জানুয়ারি—ভারত ও নিউজিল্যাণ্ডের মধ্যে পঞ্চম টেস্টের ফলাফল আজ মীমাংসিত। ভারত জিতেছে ইনিংস ও ১০৯ রাণে। ভারত ২টি টেস্টে জয়ের সূত্রে রাবার বিজয়ীও হল। ৫টি টেস্টের মধ্যে অপর তিনটির (হায়দরাবাদ, দিল্লি ও কলকাতা) জয়-পরাজয় মীমাংসা হয়নি।

আজ মধ্যাহ্ন-ভোজের কিছু পরেই খেলার মীমাংসা হয়ে যায়। নিউজিল্যাণ্ড দলের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয় মাত্র ২১৯ রাণে।

গুপ্তে ও মাঁকড়ের মারাত্মক বোলিং এই বিপর্যয়ের কারণ। এর মধ্যেও জন রীড অপূর্ব দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে ৬৩ রাণ করে আউট হন। সাটক্লিফের মত তাঁরও সফরের হাজার রাণ পূর্ণ হয়।

শেষ দিনের খেলা শুরু হবার পরেই নিউজিল্যাণ্ডের শোচনীয় ব্যাটিং-বিপর্যয় দেখা দেয়। লেগার্ট আজ কোন রাণ করার আগেই ও গাই মাত্র ১ রাণ করে আউট হন। এর পরে ম্যাকগ্রেগর ১২, ময়ার ১ ও ম্যাকগিবন কোন রাণ না করেই বিদায় নেন। এই ছটি উইকেটের মধ্যে মাঁকড় ৪টি, গুপ্তে ১টি ও প্যাটেল ১টি উইকেট পান।

অষ্টম উইকেটে অধিনায়ক কেভ ও সহকারী অধিনায়ক রীড খেলতে থাকেন খুব দৃঢ়তার সঙ্গে। এই দুই ব্যাটসম্যান মধ্যাহ্ন-ভোজ পর্যন্ত অপরাজিত থাকেন। রীডের তখন ৪১, কেভের ৭।

মধ্যাহ্ন-ভোজের পর এঁদের খেলা দেখে এক সময় মনে হয়েছিল

বুঝি এ টেস্টের কোন মীমাংসা হবে না। প্রশংসনীয় বোলিং। ব্যাটিংও প্রশংসনীয়। ভারতীয় সমর্থকদের মনে শঙ্কা। কিন্তু অষ্টম উইকেটে এই দুজন ৬৮ রাণ যোগ করবার পরে রীড আউট হন। তারপরে আর কোন রাণ যোগ হবার আগেই নিউজিল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি। অসুস্থ হেজ এ ইনিংসেও ব্যাট করতে পারেননি।

প্রথম দিন

ভারতের হতাশকর ব্যাটিং

কানপুর, ১৯ ডিসেম্বর—ভারত-অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় টেস্ট, প্রথম দিন। ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা আজ শোচনীয়ভাবে বার্থ হয়েছেন। প্রায় সারাদিন ব্যাট করে তাঁরা সংগ্রহ করেছেন ১৫২ রাণ, ১০ উইকেটের বিনিময়ে।

ভারতের অধিনায়ক রামচাঁদ জয়ী হয়ে প্রথমে ব্যাটিং-এর সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু বেনো ও ডেভিডসনের বোলিং-এর বিরুদ্ধে কোন ভারতীয় ব্যাটসম্যানই স্বাভাবিকভাবে খেলতে পারেননি। ডেভিডসন ৩১ রাণে ৫টি ও বেনো ৬৩ রাণে ৪টি উইকেট পান।

প্রথম টেস্ট থেকে এবার তিনজন খেলোয়াড় (যোশী, মুদিয়া ও দেশাই) বাদ দিয়ে তাঁদের পরিবর্তে ভারতীয় দলে নেওয়া হয়েছে নরেন তামানে, জেসু প্যাটেল এবং রামনাথ কেনিকে।

অস্ট্রেলিয়ার বেরী জার্মান এবারে প্রথম টেস্ট খেলার সুযোগ পেলেন।

গ্রীণ পার্কে আজ যখন খেলা শুরু হয় তখন মাঠে হাজার দশেক দর্শক। পঙ্কজ রায় ও নরী কণ্ট্রাক্টর ভারতের ইনিংস-সূচনা করতে এলেন। অস্ট্রেলিয়ার দুই বাঁ-হাতি বোলার ডেভিডসন ও মেকিফ আক্রমণ শুরু করেন। দুজনেই জোরে বল দেন। দিনের প্রথম ওভার বল করেন ডেভিডসন পঙ্কজ রায়ের বিরুদ্ধে। এ ওভারে কোন রাণ হয় না। দ্বিতীয় ওভারে মেকিফের বলে ১ রাণ করে কণ্ট্রাক্টর ভারতীয় দলের রাণের তহবিল গড়ে তোলেন। এর পরে

ডেভিডসনের বলেও তিনি একটি ৪ মারেন। অপরদিকে পঙ্কজ মেকিফের বলে বাউণ্ডারি মারেন। অস্ট্রেলিয়ার ফিল্ডিং-এর কিছুটা বিন্যাস করা হয়।

দুই ব্যাটসম্যান সহজভাবে খেলতে থাকেন। মনে হয় তাঁদের অসুবিধার কোন কারণ ঘটেনি।

আয়ান মেকিফ মাত্র ৫ ওভার বল করার পরেই অধিনায়ক বেনো তাঁকে সরিয়ে নিজেই বল করতে আসেন। ওদিকে ডেভিডসনের বদলে আনা হয় মেকিফকে। এই মেকিফকে সরিয়ে নেওয়া হয় আরও পরে। ভারতের রাণসংখ্যা তখন ৩০।

গর্ডন রোরকে বল করতে আসেন। কন্ট্রাক্টর তাঁর বলে ৩ রাণ ও বেনোর বলে ৪ রাণ নেন।

ভালই খেলছিলেন কন্ট্রাক্টর। কিন্তু হঠাৎ বেনোর বলে ক্যাচ তুলে জার্মানের হাতে ধরা পড়ে তিনি বিদায় নেন। দলের রাণসংখ্যা তখন ৩৮, কন্ট্রাক্টর ২৪। পলি উমরিগড় ব্যাট করতে আসেন। আবার মেকিফকে বল দেওয়া হয়। কিন্তু মধ্যাহ্ন-ভোজের ২০ মিনিট আগে বেনো ও ক্লাইন দুদিক থেকে স্পিন বলে আক্রমণ শুরু করেন। পঙ্কজ রায় বেনোর বলে নীল হার্ভের হাতে ক্যাচ আউট হন, দলের ৫০ রাণ পূর্ণ হতে তখনও আট রাণের প্রয়োজন। আব্বাস আলী খেলতে আসেন। এদিকে মধ্যাহ্ন-ভোজের আগেই উমরিগড়ও আউট হন ৬ রাণ করে। ক্লাইনের বলে তিনি ডেভিডসনের হাতে ধরা পড়েন সর্ট লেগে। দলের রাণসংখ্যা তখন ৫১। ৯২ মিনিটে ভারতের অর্ধশত রাণ পূর্ণ হয়। বোড়ে খেলতে আসেন। বেগ ও তিনি বেশ নির্ভরযোগ্যভাবে খেলতে থাকেন।

মধ্যাহ্ন-ভোজ পর্যন্ত ভারতের ৩ উইকেটের বিনিময়ে ৫৬ রাণ হয়।

মধ্যাহ্ন-ভোজের পর দুদিক থেকে স্পিন আক্রমণ করা হয়। ৭৬ রাণ পূর্ণ হলে ক্লাইনের পরিবর্তে ডেভিডসন বল করতে আসেন। ফল,

দ্বিতীয় দিন

জেসু প্যাটেলের অসামান্য বোলিং: ৬১ রাণে ৯ উইকেট দখল

কানপুর, ২০ ডিসেম্বর—গুজরাটের অফ স্পিনার জেস্মু প্যাটেল আজকের খেলার নায়ক। তাঁর কৃতিত্ব দ্বিতীয় টেস্টম্যাচের দ্বিতীয় দিনের সবচেয়ে উল্লেখ্য ঘটনা। আজ তিনি একাই অস্ট্রেলিয়া দলের ৯টি উইকেট পান মাত্র ৬১ রাণের বিনিময়ে। এই কানপুরেই গতবার ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ভারতের লেগস্পিন ও গুগ্‌লী বোলার সুভাষ গুপ্তে ৯টি উইকেট পেয়েছিলেন ১০২ রাণে। প্যাটেলের দুর্ভাগ্য ও'নীলের ক্যাচটি নাদকার্ণী ধরতে পারেননি।

আজ অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস শেষ হয় ২১৯ রাণে। ১৫২ রাণের ভারতীয় ইনিংসের প্রত্যুত্তর। এর পরে ভারত ৫৫ মিনিট খেলে ৩১ রাণ সংগ্রহ করেছে বিনা উইকেটে।

আজ খেলা আরম্ভের সময় থেকেই গতদিনের দুই ব্যাটসম্যান ম্যাকডোনাল্ড ও স্টিভেন্স দ্রুত রাণ তুলতে থাকেন। রামচাঁদ ও সুরেন্দ্রনাথ দুদিক থেকে বল করতে থাকেন। কিছুক্ষণ পরেই সুরেন্দ্রনাথের বদলে জেস্মু প্যাটেলকে বল করতে দেওয়া হয়। অস্ট্রেলিয়া দলের ৪৭ রাণের মাথায় উমরিগড় বল করতে আসেন।

দুই ব্যাটসম্যান মাঝে মাঝে দু-একটি বল সীমানার বাইরে পাঠালেও ম্যাকডোনাল্ড প্যাটেলের বল খেলতে বেশ অসুবিধা বোধ করেন।

দলের ৫৮ রাণের মাথায় তিনি প্যাটেলের বল এগিয়ে খেলতে গিয়ে ব্যর্থ হন। কিন্তু তামানে বলটি ধরে স্টাম্পড করতে না পারার ফলে ম্যাকডোনাল্ড অব্যাহতি পান। তাঁর রাণসংখ্যা তখন ৩৪।

প্রথম উইকেট

দুই ব্যাটস্‌ম্যানের সহযোগিতায় প্রথম উইকেটে ৭১ রাণ যোগ হয় ৭৯ মিনিট খেলার পরে। স্টিভেন্স এই সময় প্যাটেলের বলে প্যাটেলের হাতেই ধরা পড়ে বিদায় নেন। অপূর্বভাবে তৎপর প্যাটেল বাঁ-হাতে এই ক্যাচটি ধরেন। স্টিভেন্স আউট হন ৫৩ রাণ করে।

নীল হার্ভে খেলতে এসে প্যাটেলের পর-পর দুটি বল কাট ও পুল করে মাঠের বাইরে পাঠান। ৯৬ মিনিটে অস্ট্রেলিয়া দলের ১০০ রাণ পূর্ণ হয়। এর পরেও রাণের দ্রুতগতি অব্যাহত থাকে। মধ্যাহ্ন-ভোজের সময় অস্ট্রেলিয়া দলের ১২৮ রাণ ওঠে ১ উইকেটের বিনিময়ে।

মধ্যাহ্ন-ভোজের পরে প্রথম বলেই প্যাটেল সরাসরি বোল্ড করেন ম্যাকডোনাল্ডকে। ও'নীল খেলতে এসে প্যাটেলের বলে ক্যাচ তোলেন। কিন্তু মিড উইকেটের এই ক্যাচটি নাদকার্ণী ধরতে পারেন না। ও'নীল এর পরে একবার রাণ-আউটের হাত থেকেও রেহাই পান। অপরদিকে নীল হার্ভে তাঁর নিজস্ব ৫০ রাণ পূর্ণ করেন ৬৬ মিনিট খেলে। আর এক রাণ করে তিনিও প্যাটেলের বলে সরাসরি বোল্ড হন।

ওদিকে চাঁদু বোড়ের বল খেলছেন ও'নীল। দুটি বল কাট ও পুল করে তিনি বাউণ্ডারিও হাঁকড়ান। তার পরেই একটি বল এগিয়ে খেলতে গিয়ে ও'নীল সরাসরি আউট হন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অপর প্রান্তে ম্যাকে আউট হন প্যাটেলের বলে—এল বি ডবলিউ। ডেভিডসন ও রিচি বেনো খেলতে থাকেন।

প্যাটেল মারাত্মক

জেসু প্যাটেল চমৎকারভাবে, সুন্দর লেংথে বল করতে থাকেন। ডেভিডসন, বেনো দুজনেই তাঁর বল খেলতে অসুবিধায় পড়েন।

ভারত বিপর্যয় কাটিয়েছে

৬ উইকেটে ২২৬ রাণ

কানপুর, ২১ ডিসেম্বর—ভারত-অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় টেস্টের তৃতীয় দিনের শেষে ভারত সংগ্রহ করেছে ২২৬ রাণ, ৬ উইকেটের বিনিময়ে। আজকের খেলা দেখে মনে হয় ভারত প্রথম ইনিংসের বিপর্যয়কর অবস্থা কাটিয়ে উঠেছে। দলের ওপেনিং ব্যাটসম্যান কণ্ট্রাক্টর আজ সবচেয়ে বেশি (৭৪) রাণ করেন।

পিচের যা অবস্থা তাতে অফ-স্পিনাররা বেশ কার্যকরী হবেন। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার বাঁ-হাতি বোলার ক্লাইন এ সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি। তিনি অফ-স্পিন বোলার। অপরদিকে মিডিয়াম পেসার ডেভিডসন পেয়েছেন ভারতের ৩টি উইকেট।

ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা আজ প্রথম থেকে মেরে খেলবার পদ্ধতি গ্রহণ করেন। এতে ভালই ফল হয়। বোড়ে ও বেগের খেলাও আজ বেশ চিত্তাকর্ষক।

পঙ্কজ রায় ও কণ্ট্রাক্টর আজ পুনরায় খেলতে আসেন। তাঁদের সংগ্রহে পূর্বদিনের ৩১টি রাণ। ডেভিডসন ও মেকিফ বল করতে শুরু করেন। রায় মেকিফের প্রথম ওভারে কোন রাণ করতে পারেন না। দ্বিতীয় ওভারে তিনি ডেভিডসনের বলে বেনোর হাতে ক্যাচ আউট হন। ৩২ রাণের মাথায় দলের প্রথম উইকেট পড়ে।

উমরিগড় খেলতে আসেন। দলের ৩৮ রাণের মাথায় কণ্ট্রাক্টর ডেভিডসনের বলে আউট হবার সুযোগ দিলেও জারমান তা কাজে লাগাতে পারেন না।

৮৫ মিনিটে ভারতের ৫০ রাণ পূর্ণ হয়। উমরিগড় মেকিফের বলে বাউণ্ডারি মারেন। কণ্ট্রাক্টরও ডেভিডসনের বল হুক করে মাঠের বাইরে পাঠান।

৬৭ রাণের মাথায় মেকিফের বদলে বল করতে আসেন বেনো। পর-পর ছুবার উমরিগড়কে বল দিয়ে তিনি মেডেন পান। উমরিগড় এর পরে ১৪ রাণ করে ডেভিডসনের বলে রোরকের হাতে আউট হন। ৭২ রাণে ভারতের দ্বিতীয় উইকেটের পতন হয়। আব্বাস আলী বেগ খেলতে আসেন।

অপরদিকে ১৩৫ মিনিট খেলে কণ্ট্রাক্টর তাঁর নিজস্ব ৫০ রাণ পূর্ণ করেন। এর মধ্যে ৪টি বাউণ্ডারি। বেগও বেনোর বলে বাউণ্ডারি মারেন। মধ্যাহ্ন-ভোজের আগে হার্ভেও বল করেন। মধ্যাহ্ন-ভোজ পর্যন্ত ভারতের রাণ ওঠে ২ উইকেটে ৯৯। কণ্ট্রাক্টর ৬৪ ও বেগ ১১ রাণে অপরাজিত।

ন্যাটা অফ-স্পিনার ক্লাইন ও নীল হার্ভে মধ্যাহ্ন-ভোজের পর বল করতে থাকেন। হার্ভে ডান-হাতি লেগব্রেক বোলার। কণ্ট্রাক্টর তাঁর বল হিট করে ১ রাণ তুলে দলের ১০০ রাণ পূর্ণ করেন।

ছুজন বোলারই খুব সুন্দর বল করলেও কণ্ট্রাক্টর সতর্কভাবে খেলতে থাকেন। হার্ভের বল স্কোয়ার কাট করে তিনি বাউণ্ডারিতে পাঠান।

বেগ ক্লাইনের বলে লেগে পুল করে ৩ রাণ করেন।

১১৩ রাণ হলে হার্ভের জায়গায় বেনো বল করতে আসেন। কিন্তু হার্ভেকে একেবারে না সরিয়ে ক্লাইনের জায়গায় বল করতে দেওয়া হয়।

১১২ রাণের মাথায় কণ্ট্রাক্টর আউট হন। ১৮২ মিনিট খেলে

তিনি ৭৪ রাণ সংগ্রহ করেন। তিনি ধরা পড়েন ডেভিডসনের বলে হার্ভের হাতে।

স্কোয়ার লেগে হার্ভে যেভাবে কন্ট্রাক্টরের ক্যাচটি ধরেন তা ক্রিকেট ইতিহাসে এক অনন্য নজীর। অন্ততঃ এমন কোন ক্যাচ তো সচরাচর দেখা যায় না! ডেভিডসনের বল কন্ট্রাক্টর পুল করেন। বলটি হার্ভের পিঠে লেগে পড়ে যাচ্ছিল। হার্ভে হঠাৎ পিছন দিকে হাত বাড়িয়ে বলটি ধরে ফেলেন। কন্ট্রাক্টরকে বিদায় নিতে হয়।

চাঁদু বোড়ে বেগের সঙ্গে খেলতে আসেন। বেগ দর্শনীয়ভাবে কয়েকবার হিট করেন। কিন্তু দলের ১৯৭ রাণ হলে তিনি বেনোর বলে বোল্ড হন ৩৬ রাণ করে। অধিনায়ক রামচাঁদ খেলতে এসে কিছুক্ষণের মধ্যেই বিদায় নেন। মাত্র ৫ রাণ করে হার্ভের বলে তিনি বোল্ড হন। দলের ১৫৩ রাণ, ৫ উইকেটের বিনিময়ে। এবার এলেন কেনী।

চা-পানের পর কেনী ও বোড়ে খেলতে থাকেন। বেনোর বলে বোড়ে কভারে ড্রাইভ করেন। ওদিকে কেনী ডেভিডসনের বল দর্শনীয়ভাবে সোজা ড্রাইভ করে ৩ রাণ সংগ্রহ করেন। বেনোর বল ফাইন লেগ দিয়ে বাউণ্ডারিতে পাঠান।

১৮০ রাণ হলে ক্লাইন তাঁর অধিনায়কের কাছ থেকে বোলিং-এর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ওদিকে আসেন হার্ভে, ডেভিডসনের বদলে। হার্ভের বলে বোড়ে ১ রাণ করলে দলের ২০০ রাণ পূর্ণ হয়।

দলীয় ২১৪ রাণের মাথায় মেকিফের বলে বোড়ে ও'নীলের হাতে ক্যাচ আউট হন ৪৪ রাণের মাথায়। নাদকার্নী খেলতে আসেন।

দিনের শেষে ভারতীয় দলের ২২৬ রাণ ওঠে ৬ উইকেটের বিনিময়ে। কেনী ২৯ ও নাদকার্নী ৮ রাণে অপরাজিত।

চতুর্থ দিন

জয় কার অপেক্ষায় ?

কানপুর, ২৩ ডিসেম্বর—একদিন বিরতির পরে আজ আবার খেলা শুরু। আজ চতুর্থ দিনের খেলা শেষ হল এক বিরাট প্রশ্ন রেখে। কে জয়ী হবে? ভারত, না অস্ট্রেলিয়া? আগামী কাল তার উত্তর পাওয়া যাবে। আজ কেবল জল্পনা।

অস্ট্রেলিয়া যদি ১৬৬ রাণ করতে পারে তবে জয়ী হবে। তাঁদের হাতে একটি দিন আর ৮টি উইকেট।

আজ তরুণ কেনী ও ন্যাটা নাদকার্নীর অপূর্ব দৃঢ়তার জন্যই ভারতের ২৯১ রাণ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে, সৃষ্টি হয়েছে ভারতের পক্ষে এক সুবিধাজনক অবস্থার। মিডিয়ম পেসার ডেভিডসন বোলার হিসেবে আজ সফল ভূমিকা গ্রহণ করেন। তিনি ৯৩ রাণের বিনিময়ে পেয়েছন বিপক্ষের ৭টি উইকেট।

এদিকে নাদকার্নী ও কেনীর জুটিতে সংগৃহীত হয়েছে ৭২ রাণ।

চতুর্থ দিনে অস্ট্রেলিয়ার ফাস্ট বোলার গর্ডন রোরকে-কে মাঠে দেখা যায় না। পেটের গোলমালের জন্যই তাঁর এই অনুপস্থিতি। লেস ক্যাভেল তাঁর বদলে মাঠে আসেন। সূচনাতেই বেনো নতুন বল দিয়ে ডেভিডসন ও মেকিফকে বল করতে পাঠান। ডেভিডসন পর-পর তিনটি মেডেন পান। তাঁর চতুর্থ ওভারে নাদকার্নী ১টি রাণ নেন। ৩৫ মিনিট খেলায় মাত্র ৬ রাণ যোগ হয়। মেকিফের বদলে বেনো বল করতে এসেও পর-পর দুটি মেডেন পান।

অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস

১২৫ রাণ করতে পারলে জয়ী হবে এমন পরিস্থিতিতে অস্ট্রেলিয়ার দুই ওপেনিং ব্যাটসম্যান ম্যাকডোনাল্ড ও স্টিভেন্স ব্যাট করতে আসেন। অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসের সূচনায় সুরেন্দ্রন ও রামচাঁদ বল শুরু করেন। চা-পানের বিরতি পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়া ৯ রাণ হয় বিনা উইকেটে।

চা-পানের পরে রামচাঁদ ও সুরেন্দ্রনাথ বল করতে থাকেন পরে রামচাঁদ তার পরিবর্তে জেমু প্যাটেলকে বল করতে দেন প্যাটেল তাঁর প্রথম ওভারটিতে কোন রাণ নিতে দেন না অপরদিকে সুরেন্দ্রনাথের বদলে বল করতে আসেন উমরিগড়।

প্যাটেলের দ্বিতীয় ওভার। ম্যাকডোনাল্ড ১ রাণ নিয়ে অপর প্রান্তে গেলে স্টিভেন্স তাঁর সম্মুখীন হন। তিনি প্যাটেলের বল ঠিকমত খেলতে না পারায় সিলি মিড-অনে ক্যাচ উঠে। কেনী ক্যাচটি ধরায় অস্ট্রেলিয়ার প্রথম উইকেট পড়ে ১২ রাণে।

হার্ভে এসে প্যাটেলের বল খুব সতর্কভাবে দেখে-শুনে খেলতে থাকেন। অফের দিকে তিনি প্যাটেলের বলে দুবার বাউণ্ডারিং মারেন। ২১ রাণের মাথায় হার্ভে একটি ক্যাচ তুললেও পঙ্কজ রায়ের পরিবর্ত ফিল্ডার কুন্দরাম তা ধরতে পারেন না। এর কিছুক্ষণ পরেই তিনি উমরিগড়ের বলে স্লিপে ক্যাচ তোলেন। এবার কিন্তু নাদকার্নী কোন ভুল না করে হার্ভেকে ফিরিয়ে দেন। হার্ভে আউট হন ২৫ রাণে। দলের রাণসংখ্যা তখন ৪৯।

ও'নীল খেলতে আসেন। দলের ৫০ রাণ পূর্ণ হয়। দিনের শেষে আরও ৯ রাণ ওঠার পরে খেলা শেষ হয়। ২ উইকেটে ৫৯ রাণ ম্যাকডোনাল্ড ১৬ ও ও'নীল ৫ রাণ করে অপরাজিত থাকেন।

গ্রীণ পার্ক ভারতীয় ক্রিকেটের নতুন ইতিহাস রচনা করল

কানপুর, ২৪ ডিসেম্বর—গ্রীণ পার্কে ভারত-অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় টেস্টের শেষ দিন। খেলা আরম্ভের দেড়ঘণ্টার মধ্যেই সমাপ্তি। বর্তমানে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট দল অস্ট্রেলিয়াকে হার স্বীকার করতে হল ভারতের কাছে। ১১৯ রাণের হেরফের। এই প্রথম পরাজয়। এর আগে ১৯৪৭-৪৮ সালে নিজের দেশে অস্ট্রেলিয়া ভারতকে হারিয়েছিল ৪টি টেস্টে। ১টি ছিল অমীমাংসিত। ১৯৫৬ সালে ভারত সফরে এসেও তারা ৩টির মধ্যে ২টিতে জয়ী হয়। এবারই তাঁদের প্রথম পরাজয়।

আজ সকাল থেকে মাঠে প্রচুর দর্শক সমাবেশ। জয়ের আশা নিয়েই তাঁরা সমবেত। ভারতের দুই বোলার জেসু প্যাটেল ও পলি উমরিগড় তাঁদের সে আশা সার্থক করেছেন মধ্যাহ্ন-ভোজের আগেই। তারপরই সারা মাঠ জুড়ে, কানপুরের সর্বত্র, এমনকি সারা দেশ জুড়ে আনন্দের বন্যা বয়ে চলে।

প্যাটেল এই ইনিংসে দখল করেন ৫টি উইকেট, উমরিগড় ৪টি। প্যাটেলের এই টেস্টের খতিয়ান ১২৪ রাণের বিনিময়ে ১৪টি উইকেট। ১৯৫২ সালে বিনু মাঁকড় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একটি টেস্টে ১৩১ রাণে ১৩টি উইকেট পেয়েছিলেন।

আজকের খেলা দেখে বার বার মনে হয়েছে ইংল্যাণ্ডের কথা। ইংল্যাণ্ড এর আগে প্রস্তাব করেছিল ভারতের সঙ্গে টেস্ট খেলা ৪ দিন করে হোক। কারণ ভারত ৫ দিন ধরে টেস্ট ক্রিকেট খেলার

অযোগ্য। ভারত আজ অস্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করে এর সমুচিত জবাব দিয়েছে।

বিজয় অভিযানে মত্ত অস্ট্রেলিয়া কিছুদিন আগে ইংল্যাণ্ডকে হারিয়েছিল শোচনীয়ভাবে। ৫টির মধ্যে ইংল্যাণ্ড পরাজিত হয়েছিল ৪টিতে। সেই অস্ট্রেলিয়া আজ পরাজিত ভারতের কাছে। ইংল্যাণ্ড এবার কি বলবে ?

সি বি ফ্রাই একসময় ভারতের খেলোয়াড়দের প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'তোমাদের ছেলেরা যে কোনদিন শক্তিশালী অস্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করবে।' তাঁর কথা আজ সত্যে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে সফররত অস্ট্রেলিয়া দলকে শুধু শক্তিশালী বললে কম বলা হবে, বরং বলা উচিত তারা যথেষ্ট শক্তিশালী।

যাই হোক, আজ খেলার সূচনায় উমরিগড় বল করতে এলেন। তাঁর প্রথম ওভারেই বেশ আশা জাগল। ও'নীল কোন রাণ যোগ করার আগেই তাঁর বলে নাদকার্নীর হাতে ধরা পড়লেন। উমরিগড়ের পরের ওভার তাঁকে উপহার দিল ম্যাকের উইকেটটি। ম্যাকে এল বি ডবলিউ উমরিগড়—০। অবনত-মস্তক ম্যাকে প্যাভিলিয়নের পথে। ডেভিডসন ক্রিজে এসে দাঁড়ালেন।

তিনি এবং ম্যাকডোনাল্ড। দুজনে বেশ রাণ করছিলেন। কিন্তু জেসু প্যাটেল সরাসরি তাঁর উইকেট ভেঙে দিয়ে জয়ের পথে ভারতকে অনেক এগিয়ে নিলেন।

কৃতী খেলোয়াড়, সফল দলনায়ক বেনো খেলতে এলেন। কিন্তু সপক্ষ ও বিপক্ষের প্রত্যাশার মূল্য তিনি দিতে পারলেন না। নিজের সুনামের প্রতি বিন্দুমাত্র মর্যাদা না দিয়ে তিনি শূন্য রাণে বিপক্ষ দলনায়ক রামচাঁদের হাতে ধরা পড়ে ধীরগতিতে ফিরে চললেন নিজ শিবিরের উদ্দেশ্যে। তাঁর উইকেটটির দাবিদার অনন্য জেসু প্যাটেল।

দলের ভরাডুবির আর কিছু অবশিষ্ট থাকবার কথা নয়। শূন্য

রাণের দাবীদার হলেন একে একে আরো দুজন—জারমান ও ক্লাইন। যথাক্রমে উমরিগড় ও প্যাটেলের কৃতিত্বের আরও দুটি নজীর।

দলের রাণসংখ্যা মাত্র ৮৫। দল এখনও বহু পিছিয়ে। শেষ জুটি ম্যাকডোনাল্ড ও মেকিফ উইকেটে। রোরকে খেলবেন না। হঠাৎ মেকিফ প্যাটেলের বলে দুটি বাউণ্ডারি হাঁকড়ালেন। মাঠের দর্শকরা, রেডিওর শ্রোতারা কিছুটা যেন অধৈর্য। তাঁরা শেষ মুহূর্তের প্রতীক্ষায় ছটফট করছেন। অবশেষে সেই মুহূর্তটি এল। উইকেট-রক্ষক নরেন তামানে ম্যাকডোনাল্ডকে স্টাম্পড করলেন প্যাটেলের বলে। শেষ হল অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস। স্কোর বোর্ডে তাদের সংগ্রহের ঘরে ১০৫। ঘাটতি ১১৯ রাণের। দিনের খেলা শেষ হতে তখনও ২২৭ মিনিট বাকি।

অভিনন্দন

ভারতের রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ দেশের ছেলেদের জয়ে সুখী। তিনি এক বাণীতে বলেন, রামচাঁদের যোগ্য অধিনায়কত্বে ভারতের জয়লাভ সত্যিই কৃতিত্বপূর্ণ। তিনি রামচাঁদ ও সহ-খেলোয়াড়দের অভিনন্দন জানান।

অভিনন্দন জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ শ্রী মালী। ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সভাপতির কাছে তিনি এক অভিনন্দন বাণী পাঠান। তিনি বিশেষ করে প্যাটেল ও উমরিগড়কে অভিনন্দন জানান।

কিন্তুসবার আগে অধিনায়ক রামচাঁদকে অভিনন্দন জানান অস্ট্রেলিয়ার দৃঢ়চেতা ওপেনিং ব্যাটসম্যান ম্যাকডোনাল্ড—শেষপর্যন্ত যিনি ৩৪ রাণে আউট হন। মাঠের মধ্যেই তিনি রামচাদ ও তাঁর সহ-খেলোযাড়দের অভিনন্দন জানান। এর পরেই অভিনন্দন আসে অধিনায়ক বেনোর কাছ থেকে।

নানা জনের অভিনন্দনে ধন্য অধিনায়ক রামচাদের মন্তব্য : 'আমার জীবনের এইটি সবচেয়ে আনন্দের দিন।'

সবচেয়ে কম

অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসে করা ১০৫ রাণ এ পযন্ত ভারতের বিরুদ্ধে তাদের এক ইনিংসে সবচেয়ে কম রাণ। এর আগে ১৯৪৭ সালে সিডনি টেস্টে এক ইনিংসে অস্ট্রেলিয়া ১০৭ রাণ করেছিল।

বিজয় অভিযানে

সারথি : জি এস রামচাঁদ।

রথী : জেসু প্যাটেল : দুই ইনিংসে মোট ১২৪ রাণে পেয়েছেন ১৪টি উইকেট।

পলি উমরিগড় : দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ২৭ রাণের বিনিময়ে পেয়েছেন ৪টি উইকেট।

নরী কণ্ট্রাক্টর : ভারত দুই ইনিংসে সংগ্রহ করেছে ৪৪৩ রাণ। এর মধ্যে ৯৮ রাণই কণ্ট্রাক্টরের।

সপ্তম জয়

ভারত-ইংল্যাণ্ড

চতুর্থ টেস্ট : ইডেন উদ্যান (কলকাতা

ভারত	ইংল্যাণ্ড
নরী কন্ট্রাক্টর (অধিনায়ক)	টেড ডেক্সটার (অধিনায়ক)
বিজয় মেহেরা	পি রিচার্ডসন
বিজয় মঞ্জরেকার	এ রাসেল
পতৌদির নবাব	কেন ব্যারিংটন
পলি উমরিগড়	আর বারবার
ফারুক এঞ্জিনিয়ার (উইকেটরক্ষক)	জি মিলম্যান (উইকেটরক্ষক)
সেলিম ডুরানী	বেরী নাইট
চাঁদু বোড়ে	জি এ্যালেন
রামকান্ত দেশাই	পিটার পারফিট
বসন্ত রঞ্জনে	টনি লক
এম এল জয়সীমা	ডেভিড স্মিথ

প্রথম দিন

ভারতের ৫ উইকেটে ২২১ রাণ

শনিবার, ৩০ ডিসেম্বর। ইডেন উদ্যানে প্রায় ৪০ হাজার দর্শকের সমাবেশ। শুরু হল ভারত-ইংল্যাণ্ডের চতুর্থ টেস্ট। ভারতের অধিনায়ক নরী কণ্ট্রাক্টর টসে জিতে দলের ব্যাটিং নেন। তারপর সারাদিনে ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা সংগ্রহ করেছেন ২২১ রাণ। ৫ উইকেটের বিনিময়ে। ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের মধ্যে বিজয় মেহেরার ৬২ ও পতৌদির ৬৪ রাণ উল্লেখের দাবি রাখে। ইংল্যাণ্ডের অফ-স্পিনার এ্যালেনের ৩৭ রাণে ৩টি উইকেট লাভও কৃতিত্বের নজীর।

খেলার আগে রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু দুদলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিত হয়ে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলেন। টসে ভারতের অধিনায়ক নরী কণ্ট্রাক্টর ইংল্যাণ্ড অধিনায়ক টেড ডেক্সটারকে পরাজিত করেন।

ঠিক ১০টায় খেলা শুরু। টসে পরাজিত অধিনায়ক ডেক্সটার ময়দানের দিক থেকে ডেভিড স্মিথকে বল করতে পাঠালেন। হাইকোর্টের দিকে ব্যাট হাতে কণ্ট্রাক্টর। স্মিথের এই ওভারের তৃতীয় বলে তিনি এক রাণ করে বিপরীত দিকে গেলে মেহেরা আসেন। ওভারের পঞ্চম বলে তিনিও একটি রাণ নেন। অপরদিকের বোলার নাইট। তাঁর প্রথম ওভারে হয় ৪টি রাণ।

কণ্ট্রাক্টর আউট

কিছুক্ষণ খেলা চলল। ভারতের রাণসংখ্যা ৬। কণ্ট্রাক্টর ৪। স্মিথের চতুর্থ ওভারের শেষ বল। স্যুইং করে ভিতরে ঢুকছে। কণ্ট্রাক্টর তাকে আটকাতে গিয়েও পারলেন না। সরাসরি বোল্ড। মাত্র ২৪ মিনিট খেলায় প্রথম উইকেটের পতন।

মঞ্জরেকার খেলতে আসেন। খুব ধীরগতিতে রাণ উঠতে থাকে। প্রথম আধঘণ্টায় মাত্র ৭ রাণ। এর পরেই মঞ্জরেকার নাইটের বলে দর্শনীয় একটি স্কোয়ার কাট এবং একটি এক্সট্রা কভার ড্রাইভ করে দুটি বাউণ্ডারি মারেন। দলীয় ২১ রাণের মাথায় নাইটকে সরিয়ে ডেক্সটার নিজেই বল করতে আসেন। এক ঘণ্টা খেলায় ভারতের ২৮ রাণ ওঠে। এই সময় ময়দানের দিকে স্মিথের জায়গায় এ্যালেনকে ডাকা হয়। ডেভিড স্মিথ তখন পর্যন্ত ৯ ওভার বল করে ১০ রাণের বিনিময়ে ১টি উইকেট পেয়েছেন। এর মধ্যে ৪টি মেডেন ওভার।

মঞ্জরেকার কিছুটা স্বাভাবিকভাবে খেলতে থাকেন। কিন্তু বিজয় ১৩ রাণ করার পরে ১৪ রাণ করতে আধঘণ্টা সময় নেন।

একটু পরে মাইকের ঘোষণা শোনা যায়; এখনও দৈনিক ৪ টাকার টিকিট স্টেডিয়াম গেটে পাওয়া যাচ্ছে। বেলা তখন সাড়ে ১১টা। ভারতের সংগ্রহে ৫০ রাণ।

যাইহোক, দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে ৪৪ রাণ যোগ হওয়ার পরে এ্যালেনের পঞ্চম ওভারের চতুর্থ বল স্যুইপ করতে গিয়ে মঞ্জরেকার বোল্ড হন। ৬৯ মিনিট খেলে ৪টি বাউণ্ডারিসহ তিনি ২৪ রাণ সংগ্রহ করেন।

পতৌদি খেলতে আসেন। এদিকে ডেক্সটার নিজের জায়গায় নাইটকে আনেন বল করতে। মেহেরা ১ রাণ করার পরে পতৌদি

নাইটের বলে ফাইন লেগে এবং পরে এ্যালেনের বলে ডিপ স্কোয়ার লেগে বাউণ্ডারি মারেন। পতৌদির তখন ১০ রাণ।

মধ্যাহ্ন-ভোজের সময় পর্যন্ত ভারতের ২ উইকেটে ৭৪ রাণ ওঠে। মেহেরা ৩২ ও পতৌদি ১২ রাণ করে অপরাজিত থাকেন।

মধ্যাহ্ন-ভোজের বিরতির পর খেলা শুরু হলে আবার স্মিথকে ময়দানের দিকে ও নাইটকে হাইকোর্টের দিক থেকে বল করতে দেওয়া হয়। নাইটের দ্বিতীয় ওভারে পতৌদি ১০ রাণ সংগ্রহ করেন। তিনি দর্শনীয়ভাবে মিড অফে ও এক্সট্রা কভারে বাউণ্ডারি হিট করেন।

দলের শতরাণ পূর্ণ হতে তখনও ৪ রাণ বাকি। টনি লক বল করতে এলেন।

রাণের গতি কিছুটা কমে যায়। অপরদিকে নাইটের স্থানে বল করতে থাকেন স্মিথ। মেহেরা স্মিথের বল স্কোয়ার কাট করে বাউণ্ডারি মারলে ভারতের ১০২ রাণ হয়। সময় লাগে ১৫৮ মিনিট। বিনিময়-মূল্য ২টি উইকেট।

এদিকে লক পর-পর তিনটি মেডেন ওভার পাওয়ার পরে—চতুর্থ ওভারে পতৌদি লেগে স্যুইপ করে বাউণ্ডারি মারেন। মধ্যাহ্ন-ভোজের পর ১ ঘণ্টা খেলায় সংগৃহীত হল ৪২ রাণ।

১৭৭ মিনিট উইকেটে থাকবার পর বিজয় মেহেরা তাঁর নিজস্ব ৫০ রাণ পূর্ণ করেন। এর মধ্যে তিনটি বাউণ্ডারি।

এদিকে পতৌদিও তাঁর নিজস্ব ৫০ রাণ পূর্ণ করেন। উইকেটের চারিদিকে দর্শনীয়ভাবে ৯টি বাউণ্ডারিসহ তাঁর এই রাণ। সময় লাগে ১১৮ মিনিট। এর পরেই তিনি লকের বলে আকাশ-ছোঁয়া একটি ক্যাচ তোলেন। ব্যারিংটন তা ধরতে পারেন না। দলের রাণসংখ্যা তখন ১৪০।

মেহেরা লকের একটি বল স্যুইপ করতে গিয়ে ব্যর্থ হন। ঠিক-মত মারতে পারেন না। ব্যাটের কাণায় লেগে বল চলে যায়

স্লিপে। পারফিট তা অনায়াসে ধরেন। মেহেরা মোট ২২২ মিনিট উইকেটে থেকে ৯টি বাউণ্ডারিসহ ৬২ রাণ করে আউট হন।

বিজয় মেহেরা ও পতৌদি একসঙ্গে ১২৭ মিনিট খেলে ৯৫ রাণ যোগ করেন। এবার উমরিগড় ক্রিজে। লকের তখন বোলিং-এর হিসাব ১৪-১০-১৫-১। ভারতের তৃতীয় উইকেট পড়ে ১৪৫ রাণে। এই ৩ উইকেটেই ১৬২ রাণ হবার পরে চা-পানের বিরতি হয়। তখন পতৌদি ৫৭ ও উমরিগড় ১১ রাণে অপরাজিত।

দুই ওভারে চারটি 'চার'

চা-পানের পর হাইকোর্টের দিক থেকে বারবার বল করতে থাকেন। বারবার তাঁর প্রথম ও দ্বিতীয় ওভারে উমরিগড় দুটি করে চারটি বাউণ্ডারি মারেন। অগত্যা বারবারকে সরিয়ে এ্যালেনকে বল করতে দেওয়া হয়।

এ্যালেনের বলে লেগ-স্লিপে পতৌদি ক্যাচ তোলেন। অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে লক তা ধরেন। পতৌদি বিদায় নেন ৬৪ রাণ করে। ১৬৫ মিনিটে ১১টি বাউণ্ডারির সুবাদে তাঁর এই রাণ। বোলার এ্যালেনের এ্যাভারেজ দাঁড়ায় ১০-৫-১৬-২। ভারতের রাণসংখ্যা ১৮৫।

জয়সীমা উমরিগড়ের সঙ্গে খেলতে আসেন।

ভারতের রাণ তখনও ২০০ পূর্ণ হয়নি। মাত্র ৪টি রাণ বাকি। উমরিগড় ৩৬ রাণ করে আউট হলেন। এ্যালেনের বলে ডেভিড স্মিথের হাতে স্কোয়ার লেগে তিনি ধরা পড়েন।

উমরিগড় ৭২ মিনিট ক্রিজে ছিলেন। এই সময়ে তিনি বাউণ্ডারি মারেন ৮টি। এ্যালেন ২০ রাণের বিনিময়ে ৩টি উইকেট পান।

এলেন চাঁদু বোড়ে খেলতে। জয়সীমার যখন ১২ রাণ, বোড়ের

তখন ১৫। এই সময় জয়সীমা আম্পায়ারের কাছে খেলা বন্ধের আবেদন জানান। কারণ পিচের উপর ছায়া পড়েছে। আম্পায়াররা পরামর্শ শেষে জয়সীমার আবেদন মঞ্জুর করেন। নির্ধারিত সময় তখন ৭ মিনিট দূরে।

ভারতের রাণসংখ্যা তখন ৫ উইকেটে ২২১।

দ্বিতীয় দিন

৩৮০ রাণে ভারতের প্রথম ইনিংস শেষ

ইডেন উদ্যান, ৩১ ডিসেম্বর। রবিবার, ছুটির দিন। ভারত-ইংল্যাণ্ড টেস্টের দ্বিতীয় দিনের খেলায় ভারত প্রথম ইনিংসে করেছে ৩৮০ রাণ। ইংল্যাণ্ড দল পরে ব্যাট করে দিনের শেষে করেছে ১০৭ রাণ ৩ উইকেটের বিনিময়ে।

ভারতীয় দলের ব্যাটিং-এ আজ উল্লেখ্য তিনটি নাম—বোড়ে, জয়সীমা ও ডুরানী। বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে আজ এরা ইংল্যাণ্ডের বোলার-দের মোকাবিলা করেন। দুর্ভাগ্য, বোড়ের ৬৮ রাণের মাথায় তিনি রাণ-আউট হন। ডুরানী করেন ৪৩ রাণ। আর জয়সীমা ৩৭।

ইংল্যাণ্ডের বোলারদের মধ্যে স্পিন বোলার এ্যালেন ৬৭ রাণে ৫টি উইকেট পেয়েছেন। তাঁর কৃতিত্বের সঙ্গে সঙ্গে উল্লেখ করতে হয় ব্যাটসম্যান রিচার্ডসনের। তিনি করেন ৬২ রাণ।

গতদিনের দুই অপরাজিত ব্যাটসম্যান চাঁদু বোড়ে ও জয়সীমা বেশ আত্মবিশ্বাস নিয়ে খেলা শুরু করেন। বেশ দ্রুত রাণও উঠতে থাকে। জয়সীমা নাইটের বলে ২ রাণ নিলে ভারতের ২৫১ রাণ পূর্ণ হয় ৩৫৩ মিনিটে। আজ প্রথম ৩০ মিনিট খেলায় সংগৃহীত হয় ৩০ রাণ।

২৫২ রাণ পূর্ণ হলে স্মিথের জায়গায় ডেক্সটার ও নাইটের জায়গায় স্মিথ বল করতে থাকেন। এই রদবদলের উপহার জয়সীমার উইকেট। স্মিথের একটি আউট-স্যুইং বল কাট করতে গিয়ে জয়সীমা

আউট হন উইকেটরক্ষক মিলম্যানের হাতে। মিলম্যান প্রায় প্রথম স্লিপের কাছে এগিয়ে গিয়ে দর্শনীয়ভাবে ক্যাচটি ধরেন।

জয়সীমা ১১০ মিনিট খেলে ৩৭ রাণ করেন। এর মধ্যে ৬টি বাউণ্ডারি। তিনি বোড়ের সঙ্গে ষষ্ঠ জুটিতে ৯৩ মিনিটে যোগ করেন ৬৫ রাণ। ভারতের রাণসংখ্যা তখন ২৫৯। ডেভিড পান তাঁর দ্বিতীয় উইকেট। আজ ১৬ রাণের বিনিময়ে এই উইকেটটি পান।

সেলিম ডুরানী খেলতে আসেন। বাঁ-হাতি খেলোয়াড়। ডেক্সটারও ফিল্ডিং-এ কিছু রদবদল করেন। তিনি স্মিথকে সরিয়ে সেখানে নিজে বল করতে যান। আর তাঁর নিজের জায়গায় বল করতে আসেন এ্যালেন। ভারতীয় দলের তখন ২৭৫ রাণ। স্মিথের গড় ৩১-১০-৬০-২।

বোড়ে ১৪৭ মিনিট খেলে ৮টি বাউণ্ডারিসহ তাঁর নিজস্ব ৫০ রাণ পূর্ণ করেন। ডেক্সটারের বলে বোড়ে অফের দিকে কাট ও এক্সট্রা কভারে ড্রাইভ করে পর-পর বাউণ্ডারি মেরে রাণ তোলেন।

মধ্যাহ্ন-ভোজের তখন ঠিক ১০ মিনিট বাকি। বোড়ে ডেক্সটারের বলে স্কোয়ার লেগে ও স্কোয়ার কাট করে দুটি বাউণ্ডারি মারেন। ৪৩৫ মিনিট খেলায় ভারতের ৩০২ রাণ হয়। বোড়ের নিজস্ব রাণ তখন ৬১। অপরদিকে ডুরানীও এ্যালেনের বলে সোজা ড্রাইভ করে বাউণ্ডারি মারেন। মধ্যাহ্ন-ভোজের সময় ভারতের ৬ উইকেটে ৩২০ রাণ হয়।

মধ্যাহ্ন-ভোজের পর মাত্র ৪টি রাণ যোগ হবার পরে বোড়ে রাণ-আউট হন। ডুরানী কভারে ড্রাইভ করেন। বোড়ে রাণ নেবার জন্য দৌড়ে যান। রাসেল খুব তৎপরতার সঙ্গে বলটি কুড়িয়ে উইকেট-কিপারকে ছুঁড়ে দেন। এদিকে ডুরানী নিজের ক্রিজ না ছাড়ায়—মিলম্যান বলটি ছুঁড়ে দেন বোলার লকের কাছে। লক উইকেট ভেঙে দেন। বোড়ের নিজস্ব রাণ তখন ৬৮। ভারতের ৩১৪। বোড়ে এই রাণ সংগ্রহের পথে ১০টি বাউণ্ডারি মারেন।

ফারুক এঞ্জিনিয়ার খেলতে আসেন। লকের ওভারে ডুরানী কভারে ড্রাইভ করে বাউণ্ডারি মারলে ভারতের ৩৫২ রাণ হয়, ৩৭৮ মিনিট খেলায়। আর ৩ রাণ যোগ হবার পরে দলের অষ্টম উইকেট পড়ে। ডুরানী এ্যালেনের বলে ড্রাইভ করতে গিয়ে সরাসরি বোল্ড হন। ডুরানী ১১৮ মিনিটে ৮টি বাউণ্ডারিসহ ৪৩ রাণ করেন। ডুরানীর বিদায়ের একটু পরেই ফারুক বিদায় নেন ১২ রাণ করে। লকের বলে কাট করতে গিয়ে তিনি স্লিপে পারফিটের হাতে ক্যাচ আউট হন।

দেশাই ও রঞ্জনে খেলতে থাকেন। বোলার দেশাই, রঞ্জনেও তাই। ভারতের শেষ জুটি। দেশাই পর-পর তিনটি বাউণ্ডারি মারেন। কিন্তু রঞ্জনে তাঁর ৭ রাণের মাথায় স্কোয়ার লেগে বারবারের হাতে ক্যাচ আউট হন। বোলার এ্যালেন। দেশাই তখনও ১৩ রাণে অপরাজিত। ভারতের প্রথম ইনিংস শেষ। ৫০৫ মিনিট স্থায়ী ইনিংসের সংগ্রহ ৩৮০টি রাণ।

দিনের শেষ ওভারে বোড়ের বলে পারফিট সর্ট স্কোয়ারে কন্ট্রাক্টরের হাতে ক্যাচ দেন। কিন্তু কন্ট্রাক্টর তা ধরতে পারেন না। দিনের শেষে ইংল্যাণ্ডের সংগৃহীত হয় ১০৭ রাণ। হারাতে হয় ৩টি উইকেট। ডেক্সটার ১১ ও পারফিট ১০ রাণে অপরাজিত।

তৃতীয় দিন

প্রথম ইনিংসে ভারত ১৬৮ রাণে এগিয়ে

১৯৬০ সালের নববর্ষ। ইডেনে ভারত-ইংল্যাণ্ডের চতুর্থ টেস্ট খেলার তৃতীয় দিন। খেলা শেষে যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে মনে হচ্ছে খেলার মীমাংসাই হবে।

আজ ভারতের ৩৮০ রাণের প্রত্যুত্তরে ইংল্যাণ্ড তাদের প্রথম ইনিংসে করেছে ২১২ রাণ। ভারত দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করে সংগ্রহ করেছে ১০৬ রাণ ৩ উইকেটের বিনিময়ে।

আজকের ইংলণ্ডের বিপর্যয়ের কারণ বোড়ে ও ডুরানীর মারাত্মক বোলিং। এই বিপর্যয়ের মুখে অধিনায়ক ডেক্সটারের দৃঢ়তাও প্রশংসার দাবি করতে পারে।

রবিবারের দুই অপরাজিত ব্যাটসম্যান ডেক্সটার ও পারফিট আজ ইংরাজী নববর্ষের দিনে ব্যাট করতে আসেন। কাল তাদের ইনিংস ছিল অসমাপ্ত। বোড়ের প্রথম ওভারেই ডেক্সটার কাট করে বাউণ্ডারি মারেন।

অপরদিকে বল করতে থাকেন ডুরানী। ১৩০ রাণের মাথায় বোড়ের বলে পারফিট মিড্ অনে ক্যাচ তোলেন। মঞ্জরেকারের পরিবর্ত ফিল্ডার কস্তুরীরঙ্গম তা সহজেই ধরেন। ৬১ মিনিটে ৩টি বাউণ্ডারিসহ পারফিটের সংগ্রহে তখন ২১ রাণ। দলের চতুর্থ উইকেটের পতন।

বারবার খেলতে এসেই ডুরানীর বল স্কোয়ার লেগ দিয়ে বাউণ্ডারিতে পাঠান।

দলের ১৫০ রাণের মাথায় (১৭২ মিনিটের সংগ্রহ) ডুরানীর পরিবর্তে বল করতে আসেন রঞ্জনে। তারও পরে বারবার নিজস্ব ১২ রাণে বোড়ের বল ক্রসে হিট করতে গিয়ে বোল্ড হন। পঞ্চম উইকেটের পতন হয় ১৬৫ রাণে।

নাইট খেলতে আসেন। ১৮০ রাণ হলে বোড়েকে সরিয়ে ডুরানীকে তাঁর জায়গায় বল করতে দেওয়া হয়। ফারুক্ এঞ্জিনিয়ার এই সময় নাইটকে অপূর্ব তৎপরতার সঙ্গে স্টাম্পড করেন। ১২ রাণে নাইট আউট, বোলার ডুরানী। দলের রাণ ১৮১, ছয় উইকেটে।

এবার ক্রিজে এ্যালেন। এদিকে রঞ্জনের বলে লেগের দিকে হিট করে ডেক্সটার ৬১ রাণ পূর্ণ করেন। ১২০ মিনিটের খেলায় তিনি ৭টি বাউণ্ডারি মারেন। ইংল্যাণ্ডের তখন ৬ উইকেটে ১৯১ রাণ। ডেক্সটার ৫৬, এ্যালেন ২১ রাণে অপরাজিত। মধ্যাহ্ন-ভোজের বিরতি।

৯ রাণে ৪ উইকেট

মধ্যাহ্ন-ভোজের পর ১৬ মিনিটের খেলায় ইংল্যাণ্ড বাকি ৪টি উইকেট হারায়। যোগ হয় আর মাত্র ৯টি রাণ। মোট ২১২ রাণে তাদের প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি খেলা আরম্ভের প্রথম ওভারের তৃতীয় বলে ডেক্সটার বোড়ের বলে বোল্ড হন। হাইকোর্টের দিক থেকে দেওয়া একটি স্পিন বল ডেক্সটারের ইনিংসের সমাপ্তি ডেকে আনে। ১৪৫ মিনিট খেলে ৮টি বাউণ্ডারিসহ তিনি ৫৭ রাণ করেন।

আর ১ রাণ যোগ হওয়ার পরে এ্যালেনও বোল্ড হন। ডুরানীর নীচু লেগব্রেক বল ঠিকমত খেলতে না পারায় এই পরিণতি। ২০৯ রাণে আটটি উইকেটের পতন হল। এ্যালেন করেন ১৬ রাণ।

মিলম্যান ও লক খেলতে থাকেন। লকের তখন ২ রাণ। আরও

একটি বাই রাণ হল। অপরদিকের ব্যাটসম্যান মিলম্যান। বোলার ডুরানী। মধ্যাহ্ন-ভোজের পর নিজস্ব অষ্টম ওভার। প্রথম বলেই তিনি মিলম্যানকে ফিরিয়ে দিলেন। ডুরানীর বলে মিলম্যানের ক্যাচটি ধরেন ফারুক। পরবর্তী ব্যাটসম্যান স্মিথও একই রাণের মাথায় ডুরানীর বলে বোল্ড হন। ২১২ রাণে শেষ হয় ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস।

দিনের শেষ ওভারে মঞ্জরেকার আউট

লকের বল। দিনের শেষ ওভারের তৃতীয় বলটি মঞ্জরেকার ফরোয়ার্ড খেলতে গেলেন। এর মধ্যেই অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে মিলম্যান তাঁকে স্টাম্পড করেন। ফারুক খেলতে এসেই লকের বল সীমানার বাইরে পাঠান। দিনের শেষে ভারতের রাণ ওঠে ১০৬, ৩ উইকেটে। পতৌদি ২৪ ও ফারুক ৪ রাণে অপরাজিত।

চতুর্থ দিন

চরম বিপর্যয়ের মুখে ইংল্যাণ্ড

ইডেনে ভারত ইংল্যাণ্ডকে হারাতে পারবে—এমন আশা যদি জেগে থাকে—তবে তা অসঙ্গত নয়। চতুর্থ দিনের খেলা শেষে ইংল্যাণ্ড ২৯৫ রাণে পিছিয়ে আছে। হাতে তাদের ৬টি উইকেট। সময় এখনও পুরো একদিন।

দর্শকে ঠাসা ইডেন। এই সমবেত দর্শকের উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে ভারত তাদের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ করে ২৫২ রাণে, মধ্যাহ্ন-ভোজের ৪০ মিনিট পরে।

প্রত্যুত্তরে ইংল্যাণ্ড ৪ উইকেটে করেছে ১২৫ রাণ।

বুধবার সকালে তৃতীয় দিনের ১০৬ রাণের সঙ্গে মাত্র ১৩ রাণ যোগ হওয়ার মুখে ১১৯ রাণে ভারত আরও তিনটি উইকেট হারায়। একদিন বিরতির পর খেলা শুরু। দর্শকদের উৎসাহ উদ্দীপনা আজ যেন বহুগুণ বেশি। এদিকে ভারতের বিপর্যয়কর অবস্থা। কিন্তু সপ্তম উইকেটে উমরিগড় ও বোড়ে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটান। এঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন রামকান্ত দেশাই। যিনি একটি ওভার বাউণ্ডারি ও পাঁচটি বাউণ্ডারিসহ ২০ মিনিটে সংগ্রহ করেন ২৯ রাণ।

আজ সকালে পতৌদি ও ফারুক আবার খেলতে আসেন। হাইকোর্টের দিক থেকে এ্যালেনের প্রথম ও পঞ্চম বলে পতৌদি কাট করে ছটি বাউণ্ডারি মারেন। কিন্তু ১১৯ রাণের মাথায় এ্যালেনের

দ্বিতীয় ওভারের পঞ্চম বলে ফারুক কাট করতে গিয়ে মিলম্যানের হাতে ধরা পড়েন। তিনি করেন ৯ রাণ।

উমরিগড় খেলতে আসেন। এদিকে পতৌদি লকের দ্বিতীয় ওভারে প্রথম বল কাট করতে গিয়ে মিলম্যানের হাতে ক্যাচ দেন। ১১০ মিনিট খেলে তিনি সংগ্রহ করেন ৩২ রাণ। দুরানী খেলতে এসে সেই একই ওভারে আউট হন। পারফিট স্লিপে দাঁড়িয়ে তাঁর ক্যাচটি অতি সহজেই ধরেন। ওই ১১৯ রাণেই ভারতের ষষ্ঠ উইকেটের পতন।

উমরিগড় ও বোড়ে দৃঢ়তার সঙ্গে খেলতে থাকেন। এক ঘণ্টা খেলায় ৫৫ রাণ যোগ হয়ে মোট রাণসংখ্যা ১৬১-তে দাঁড়ায়।

১৯২ রাণের মাথায় উমরিগড়কে বিদায় নিতে হয়। এ্যালেন তখন ময়দানের দিক থেকে লকের বদলে বল করছিলেন। উমরিগড় তাঁর বল সুইপ করতে গিয়ে সরাসরি বোল্ড হন। ৮২ মিনিটে বোড়ে ও উমরিগড়ের জুটিতে ৭৩ রাণ যোগ হয়। উমরিগড় চারটি বাউণ্ডারি-সহ ৩১ রাণ করে আউট হন। রামকান্ত দেশাই খেলতে আসেন। কিছুক্ষণ পরে বোড়ে এ্যালেনের একটি বলে ৩ রাণ করলে ভারতের ২০০ রাণ পূর্ণ হয়। সময় লাগে ২৬৭ মিনিট।

হাইকোর্টের দিক থেকে বারবারকে দুই ওভার বল করাবার পর ডেক্সটার লককে বল করতে দেন। দেশাই তাঁর ওভারে দুটি চার ও একটি এক করে অপর প্রান্তে যান। বোড়ে এসে এই ওভারেই আরও দু রাণ করেন। লক এই ওভারে মোট ১৩ রাণ দেন।

এর পরের ওভার এ্যালেনের। বেঁটে-খাটো মানুষ দেশাই। অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে তিনি এ্যালেনের একটি বলে ওভার বাউণ্ডারি মারেন। দর্শকরা উল্লসিত। দেশাই এর পরে আর একটি রাণ করলে তাঁর রাণ-সংখ্যা দাঁড়ায় ২৯। মাত্র ১৮ মিনিটের সংগ্রহ। বোড়ে খেলতে গিয়েই এ্যালেনের বলে কাট করে একটি বাউণ্ডারি হিট করেন। রাণসংখ্যা দাঁড়ায় ২৩৩, ৭ উইকেটের বিনিময়ে। বোড়ে ৫৯, দেশাই

২৯। মধ্যাহ্ন-ভোজের বিরতি। সকালে দু ঘণ্টা খেলায় যোগ হয় ১২৭ রাণ।

মধ্যাহ্ন-ভোজের পরে ৪০ মিনিট খেলায় ভারতের বাকি তিনটি উইকেট পড়ে যায়। এই সময়ে যোগ হয় মাত্র ১৯ রাণ। ৩৩০ মিনিট খেলায় সংগৃহীত হয় ২৫২ রাণ। সাকুল্যে ভারত এগিয়ে থাকে ৪২০ রাণে।

মধ্যাহ্ন-ভোজের পরে খেলা আবার আরম্ভ হলে হাইকোর্টের দিক থেকে বল করতে আসেন নাইট। তিনি প্রথম ওভারের দ্বিতীয় বলেই দেশাইকে আউট করেন। দেশাই বলটি কাট করতে গিয়ে স্লিপে পারফিটের হাতে ধরা পড়েন।

রঞ্জনে খেলতে এসে কোন রাণ করার আগেই বিদায় নেন। নাইটের বাম্পারে তিনি ক্যাচ তোলেন লকের হাতে।

ভাঙা হাত নিয়ে মেহেরা খেলতে আসেন বোড়ের সঙ্গে। খুব ধীরে ধীরে রাণ উঠতে থাকে। ২৫২ রাণ হলে বোড়ে আউট হন। এ্যালেনের বল খেলতে গিয়ে তিনি মিড উইকেটে ক্যাচ তোলেন। ব্যারিংটন সেটি ধরায় ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসের পরিসমাপ্তি ঘটে।

বোড়ে ১৪৫ মিনিট উইকেটে থেকে ৭টি বাউণ্ডারিসহ ৬১ রাণ করেন। অপরদিকে মেহেরা ৭ রাণে অপরাজিত।

রঞ্জনের পরিবর্তে। ইংল্যাণ্ড এক ঘণ্টা খেলে সংগ্রহ করে ওই রাণ।

চা-পানের বিরতি পর্যন্ত দলের রাণসংখ্যা দাঁড়ায় ৫৭, দুই উইকেটে। রিচার্ডসন ১৪ ও ডেক্সটার ২১ রাণে তখন অপরাজিত।

চা-পানের পরে ডেক্সটার দ্রুত রাণ তুলতে সচেষ্ট হন। ডুরানীর বলে তিনি দুটি বাউণ্ডারি হিট করেন। ৮০ রাণ হলে অধিনায়ক উমরিগড় নিজেই বল করতে আসেন। বোড়ে ৫ ওভারে ২৫ রাণ দিয়ে কোন উইকেট পান না। উমরিগড় তাঁর চতুর্থ ওভারের প্রথম বলেই রিচার্ডসনের মিডলস্টাম্প ভেঙে দেন। ৯২ রাণে দলের তৃতীয় উইকেটের পতন। রিচার্ডসন ১০৫ মিনিট খেলে ৪টি বাউণ্ডারিসহ ৪২ রাণ করে আউট হন। ডেক্সটার ও রিচার্ডসনের তৃতীয় উইকেটে যোগ হয় ৬২ মিনিটে ৬৫ রাণ।

বাঁ-হাতি খেলোয়াড় বারবার যোগ দেন ডেক্সটারের সঙ্গে। বারবার উমরিগডের বলে কভারে ড্রাইভ করলে ইংল্যাণ্ডের ১০০ রাণ পূর্ণ হয় ১০২ মিনিটে।

১০১ রাণের মাথায় বারবার আউট হন। ডুরানীর বলে তিনি লেগ স্লিপে ক্যাচ তুলে জয়সীমার হাতে ধরা পড়েন। বারবারের সংগ্রহ ২০ মিনিটে ৬ রাণ।

ইংল্যাণ্ডের ১০৭ রাণ। ডুরানীর পরিবর্তে উমরিগড় বোড়েকে বল করতে দেন। পারফিট তাঁর দু ওভারে কোন রাণ করতে পারেন না। এর পরের ওভারে তিনি এক রাণ দেন।

এর পরে ডেক্সটার লং অনে ড্রাইভ করে একটি বাউণ্ডারি মারেন। পূর্ণ হয় তাঁর নিজস্ব ৫০ রাণ। টি বাউণ্ডারির সাহায্যে তিনি এই রাণ সংগ্রহ করেন।

১১৬ রাণ হলে উমরিগড় নিজের বল ডুরানীকে দেন। উমরিগড় ১০ ওভার বল দিয়ে ২৩ রাণে ১টি উইকেট পান।

ইংল্যাণ্ডের চার উইকেটে ১২৫। পারফিট আবেদন জানালেন আম্পায়ারের কাছে—পিচের উপর ছায়া পড়েছে।

আম্পায়ার ৫ মিনিট আগেই দিনের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। ইংল্যাণ্ড ১৬০ মিনিট খেলে সংগ্রহ্ করেছে ১২৫ রাণ, ৪ উইকেটের বিনিময়ে। ডেক্সটার ৬১ ও পারফিট ৩ রাণে অপরাজিত।

পঞ্চম দিন

ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ভারতের দ্বিতীয় জয়

ইডেন উদ্যান অবশেষে প্রত্যাশিত ফলাফল এনে দিয়েছে। এই মাঠেই ভারত আজ ইংল্যাণ্ডকে পরাজিত করেছে ১৮৭ রাণে। টেস্টে ভারতের কাছে ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয়বার হার হল। ভারতের ৭ম বার টেস্ট জয়। এর আগে ১৯৫২ সালে মাদ্রাজে ভারত একটি টেস্টে জিতেছিল। উল্লেখ্য এ পর্যায়ের শেষ খেলাটির স্থানও ওই মাদ্রাজ।

আজ প্রায় ৪০ হাজার দর্শকে পূর্ণ ইডেন। চা-পানের তখনও ৩৩ মিনিট বাকি। ইংল্যাণ্ডের শেষ ব্যাটসম্যান স্মিথ আউট হলেন। সাকুল্যে সংগৃহীত হয়েছে ২৩৩ রাণ। কিন্তু জয়ের জন্য প্রয়োজন ছিল ৪২১ রাণের। অতএব ভারতের জয় হল ১৮৭ রাণে।

সঙ্গে সঙ্গে বিপুল দর্শকের আনন্দোচ্ছ্বাসে ইডেন উদ্যানে খুশির প্লাবন। বিজয়ী খেলোয়াড়রা অতিকষ্টে পুলিস পাহারায় প্যাভেলিয়নে যান। ওদিকে তখন মুহুর্মুহুঃ তোপধ্বনি ও তূর্য-নিনাদ।

আজ খেলা শুরুর সঙ্গে সঙ্গেই ইংল্যাণ্ডের বিপর্যয় ঘটে। মাত্র ৪ রাণ হবার পরে অধিনায়ক ডেক্সটার আউট হন।

আজ ডেক্সটার ও পারফিটের বিরুদ্ধে ময়দানের দিক থেকে উমরিগড় নিজে ও হাইকোর্টের দিক থেকে ডুরানী বল করতে থাকেন। ডেক্সটার ডুরানীর একটি বল সুইপ করতে গিয়ে এল বি ডবলিউ হন। ডেক্সটার দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে ১২৫ মিনিটে ১১টি বাউণ্ডারিসহ ৬২ রাণ করেন। দলের পঞ্চম উইকেটের পতন হয় ১২৯ রাণে।

উমরিগড় ৫ ওভার বল করেন। তার পরই তিনি বোড়েকে বল

দেন। ইংল্যাণ্ডের ১৫১ রাণ হয় ১৯৫ মিনিটে। উমরিগড় আবার বোড়েকে সরিয়ে নিজে বল করতে আসেন।

এক ঘণ্টা খেলায় ৩৬ রাণ ওঠে। ডুরানীকে এক সময় সরিয়ে দেশাইকে আনা হয়। দলের রাণসংখ্যা তখন ১৬৫। ঘন-ঘন বোলার পরিবর্তন হতে থাকে। ১৭৯ রাণে দেশাইকে সরিয়ে দেওয়া হয়। এলেন বোড়ে। ১৮৬ রাণ। ডুরানীকে সরিয়ে উমরিগড় বোলিং শুরু করেন।

মধ্যাহ্ন-ভোজের আগের শেষ ওভার। উমরিগড়ের পঞ্চম বলে পারফিট লেগ বিফোর। ৪৬ রাণ করে তিনি আউট হলেন। ১৫৪ মিনিটে তাঁর এই সংগ্রহ, মোট ৬টি বাউণ্ডারি মারেন তিনি। নাইট ও তাঁর ষষ্ঠ উইকেটে জুটিতে যোগ হয় ৬৬ রাণ, ১০৪ মিনিটে। নাইটের রাণসংখ্যা তখন ২৪। মধ্যাহ্ন-ভোজের বিরতি হল।

উমরিগড়ের ওভারের শেষ বলটি বাকি। মধ্যাহ্ন-ভোজের পর সেই বলটি খেলেন এ্যালেন। ধীরে ধীরে রাণ উঠতে থাকে ২৯২ মিনিটে ইংল্যাণ্ডের ২০০ রাণ পূর্ণ হয়।

নতুন বল

২০০ রাণ পূর্ণ হলে উমরিগড় নতুন বল নেন। হাইকোর্টের দিক থেকে ওই বলে বোলিং শুরু করেন দেশাই। অপরদিকে রঞ্জনে। ২০৮ রাণ, দেশাই-এর এ পর্যায়ের তৃতীয় ওভারের দ্বিতীয় বল এ্যালেন আউট হন স্কোয়ার লেগে মঞ্জরেকারের হাতে। ৭ উইকেটে তখন ২০৮। এ্যালেন ৩৫ মিনিট খেলে সংগ্রহ করেন ৭ রাণ। মিলম্যান খেলতে আসেন। ১২ মিনিট খেলার পর তিনি রঞ্জনের ইন-স্যুইংয়ে বোল্ড হন, ৪ রাণ করে। অষ্টম উইকেটের পতন ২১৭ রাণে। লক নাইটের সঙ্গে খেলতে আসেন।

অভিনন্দন

কলকাতা টেস্টে জয়ের পরে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ কে এল শ্রীমালি ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি ও অধিনায়ককে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

ভারতের প্রথম টেস্ট অধিনায়ক সি কে নাইডুর মন্তব্য—"আমি কোন টেস্ট খেলা জিততে পারিনি। আজ ইডেনে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ভারতের দ্বিতীয় জয়োৎসবে কিছু বলতে পেরেও নিজের জেতার আনন্দ উপভোগ করছি।"

নেহরুজী খুশি

শ্রীকৃষ্ণপুরী, ৯ জানুয়ারি—প্রধানমন্ত্রী নেহরু এখন এখানে। এ আই সি সি-র অধিবেশনে যোগ দিতে তিনি এসেছেন। চতুর্থ টেস্টে জয়লাভের খবর তাঁকে জানান হলে তিনি বলেনঃ "ওরা (ভারতীয় দল) যে বিজয়ী হয়েছে এতে আমি খুশি।"

রাজ্য সরকারের ছুটি

চতুর্থ টেস্টে ভারতীয় দলের জয়লাভের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার শুক্রবার অর্ধদিন ছুটি ঘোষণা করেছেন। স্কুল-কলেজ ও অন্যান্য বহু প্রতিষ্ঠানেও ছুটি ঘোষণা করা হয়।

ভারত-ইংল্যাণ্ড

পঞ্চম টেস্ট ঃ কর্পোরেশন মাঠ (মাদ্রাজ

ভারত	ইংল্যাণ্ড
নরী কন্ট্রাক্টর (অধিনায়ক)	টেড ডেক্সটার (অধিনায়ক)
এম এল জয়সীমা	পি রিচার্ডসন
বিজয় মঞ্জরেকার	আর বারবার
পতৌদির নবাব	কেন ব্যারিংটন
পলি উমরিগড়	মাইক স্মিথ
চাঁদু বোড়ে	পিটার পারফিট
সেলিম ডুরানী	বেরী নাইট
বাপু নাদকার্নী	ডেভিড এ্যালেন
এফ এঞ্জিনিয়ার (উইকেটরক্ষক)	জি মিলম্যান (উইকেটরক্ষক)
রামকান্ত দেশাই	টনি লক
ই এম এস প্রসন্ন	ভি আর স্মিথ

প্রথম দিন

পতৌদির দ্রুত টেস্ট সেঞ্চুরি

মাদ্রাজ, ১০ জানুয়ারি—সত্যিকারের প্রাণবন্ত ক্রিকেট খেলে পতৌদির নবাব মনসুর আলী আজ তাঁর জীবনের প্রথম টেস্ট শতরাণ করেন। ১৬৮ মিনিটে ১০৩ রাণ সত্যিকারের উজ্জ্বল ক্রিকেট।

অধিনায়ক কণ্ট্রাক্টরও দিলেন যথেষ্ট দৃঢ়তার পরিচয়। তিনি করেছেন ৮৬ রাণ। ভারত আজ দিনের শেষে ৭ উইকেটের বিনিময়ে সংগ্রহ করেছে ২৯৬ রাণ।

প্রথম দিনের খেলার উল্লেখযোগ্য ঘটনা: (ক) ১৬৮ মিনিটে পতৌদির ১০৩ রাণ। এর মধ্যে আছে ১৬টি বাউণ্ডারি ও ২টি ওভার বাউণ্ডারি। (খ) কণ্ট্রাক্টরের ৮৬ রাণ ১৯০ মিনিটে। ১১টি বাউণ্ডারি ও একটি ওভার বাউণ্ডারি। (গ) পতৌদি ও কণ্ট্রাক্টরের সহযোগিতায় ৯৪ মিনিটে ১০০ রাণ। (ঘ) মধ্যাহ্ন ভোজ থেকে চা-পান পর্যন্ত ১২০ মিনিটে হয় ১৩৫ রাণ।

এই ঘটনাগুলিই ভারতীয় খেলোয়াড়দের উজ্জ্বল ক্রিকেটের স্বাক্ষর বহন করছে।

আজকের খেলায় মোট ৪টি ওভার বাউণ্ডারি হয়। এর মধ্যে পতৌদি ২টি, জয়সীমা ও কণ্ট্রাক্টর ১টি করে। প্রতিটি বাউণ্ডারিই দর্শকদের আনন্দ দেয়।

পর-পর চারবার

আজকের খেলার সূচনা হয় কণ্ট্রাক্টরের 'টস' ভাগ্য-পরীক্ষার মাধ্যমে। টসে জয়ী হয়ে তিনি জয়সীমাকে নিয়ে ভারতের প্রথম ইনিংসের সূচনা করতে আসেন।

এবার নিয়ে এই সিরিজে পর-পর চারবার কণ্ট্রাক্টর টসে ইংল্যাণ্ডের অধিনায়ককে হারিয়ে দিলেন।

ইংল্যাণ্ডের ওপেনিং ব্যাটসম্যান এই টেস্টেও খেলতে পারেন নি। তিনি অসুস্থ। তাঁর বদলে এসেছেন সহ অধিনায়ক মাইক স্মিথ। এ্যালেন ব্রাউনকে এই টেস্টে খেলাবার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু আহত হাত নিয়ে খেলতে পারবেন না বলে তার বদলে ডেভিড স্মিথকে দলে নেওয়া হয়।

কণ্ট্রাক্টর ও জয়সীমা ব্যাট করতে এলে ডেক্সটার ডেভিড স্মিথ ও বেরী নাইটকে বল করতে পাঠান। ৩০ হাজারের ওপরে দর্শক-ঠাসা স্টেডিয়ামে নাইটের বলে ১ রাণ নিয়ে কণ্ট্রাক্টর দলের প্রথম রাণ করেন। স্মিথের দ্বিতীয় ওভারে সোজা ড্রাইভ করে দিনের প্রথম বাউণ্ডারিও তিনি মারেন। প্রথম ১০ মিনিটে সংগৃহীত হয় ১০ রাণ। এই সময় নাইটের একটি সর্টপিচ বল জয়সীমা হুক করেন। বলটি ফাইন লেগ দিয়ে মাঠ পেরিয়ে গিয়ে পড়ে। দিনের প্রথম ওভার বাউণ্ডারি। দর্শকরা জয়সীমাকে বিপুলভাবে অভিনন্দন জানালেন। এর পরে দুই ব্যাটসম্যানই হাত খুলে মারতে থাকেন। ২৮ মিনিটে ১৬ রাণ হয়।

স্মিথের ৪ ওভার বলের পর তাঁর জায়গায় টনি লক বল করতে আসেন। অন্যদিকে নাইটই বল করতে থাকেন। নিজস্ব ১২ রাণের মাথায় জয়সীমা নাইটের বল পুল করতে গিয়ে ব্যর্থ হন। দলীয়

২৭ রাণের মাথায় দলের প্রথম উইকেট পড়ে। এর মধ্যে আছে একটি ওভার বাউণ্ডারি ও একটি বাউণ্ডারি।

মঞ্জরেকার খেলতে আসেন। অপরদিকে কণ্ট্রাক্টর লকের একটি বল লং অন দিয়ে ওভার বাউণ্ডারি মারেন। দিনের দ্বিতীয় ওভার বাউণ্ডারি। ৫৬ মিনিট খেলবার পর দলের ৫০ রাণ পূর্ণ হয়।

পর-পর ৭ ওভার বল করবার পরে নাইটের জায়গায় ডেভিড এ্যালেনকে ডাকা হয়। তুদিক থেকে স্পিন বলের আক্রমণ। ভারতের রাণ ওঠার গতি কিছুটা কমে যায়। ৬৯ রাণের সময় লকের বদলে বল করতে আসেন পারফিট। তুই ব্যাটসম্যানও বেশ সতর্ক।

কিন্তু হঠাৎ পারফিটের একটি বল লাফিয়ে ওঠে। বলটি মঞ্জরেকারের ব্যাটে লেগে সোজা গিয়ে পড়ে লকের হাতে। লক তা ধরেও রাখেন। মঞ্জরেকার একঘণ্টা খেলে আউট হন ১৩ রাণ করে। দলের রাণসংখ্যা তখন ৪৭, তুই উইকেটের বিনিময়ে।

পতৌদির নবাব মনসুর আলী খেলতে আসেন। মনসুর তাঁর সংগ্রহ শুরু করেন একটি বাউণ্ডারি মেরে। তিনি পারফিটের বল ডিপ লেগে পুল করে এই বাউণ্ডারি মারেন।

কণ্ট্রাক্টরের ৫০ রাণ

এদিকে ১০৬ মিনিট খেলার পরে কণ্ট্রাক্টর নিজস্ব ৫০ রাণ পূর্ণ করেন। এ্যালেনের বলে একটি চার মেরে তিনি ৫০-এ পৌছন। এর আগে তিনি আরও তিনটি চার ও একটি ছয় মারেন। মধ্যাহ্ন-ভোজ পর্যন্ত ভারতের রাণসংখ্যা হয় তুই উইকেটে ৮৬। কণ্ট্রাক্টর ৫৪ ও মনসুর ৬ রাণে অপরাজিত।

মধ্যাহ্ন-ভোজের পর এ্যালেন ও লক আবার বল শুরু করেন।

উভয় ব্যাটসম্যান বেশ সহজভাবে মেরে খেলে রাণ তুলতে থাকেন। ১৪০ মিনিট খেলার পরে মনসুর লকের বল বাউণ্ডারিতে পাঠালে ভারতের ১০০ রাণ পূর্ণ হয়। কিছুক্ষণ পরে দিনের তৃতীয় ওভার বাউণ্ডারিটি মারেন পতৌদি। এ্যালেনের বল মিড উইকেট দিয়ে সোজা মাঠের বাইরে গিয়ে পড়ে। দর্শকরা উল্লসিত।

এবার লকের জায়গায় বল করতে আসেন বারবার। তাঁর প্রথম ওভারেই দুটি স্কোয়ার কাট। পতৌদির আরও দুটি বাউণ্ডারি। রাণসংখ্যা তাঁর নিজস্ব ৪৬। কিছু পরে মনসুর তাঁর অর্ধশত রাণ পূর্ণ করলেন পারফিটের বলে বাউণ্ডারি মেরে। বোলারের মাথার উপর দিয়ে বলটি মাঠ ছাড়িয়ে চলে যায়। এটি মনসুরের নবম বাউণ্ডারি।

দ্রুত রাণ উঠছে। অধিনায়ক ডেক্সটারও ঘন-ঘন বোলারদের ডাকছেন আর বদল করছেন। ৯২ মিনিট দুজনে একত্রে খেলে পতৌদি ও কণ্ট্রাক্টর তৃতীয় উইকেটে ১০০ রাণ যোগ করেন।

দলের তখন ১৭৮ রাণ। কণ্ট্রাক্টরের ৮৬। ১৯৮ মিনিট খেলে তিনি সংগ্রহ করেছেন এই রাণ। ঠিক এই সময় বারবারের একটি বল খেলতে গিয়ে তিনি বোল্ড হন।

কণ্ট্রাক্টর ৮৬ রাণ করার পথে ১১টি বাউণ্ডারি ও ১টি ওভার বাউণ্ডারি মারেন। তাঁর ও পতৌদির সহযোগিতায় যোগ হয় ১০৪ রাণ।

তৃতীয় উইকেটের পতনে খেলতে আসেন উমরিগড়।

এদিকে বারবারের বলে মনসুর বাউণ্ডারি মারলেও উমরিগড় বেশিক্ষণ টিকতে পারেন না। মাত্র ২ রাণ করে এ্যালেনের বলে মিলম্যানের হাতে তিনি ক্যাচ আউট হন। বোড়ে খেলতে এলেন যখন, দলের রাণসংখ্যা তখন ১৯৩, চার উইকেটের বিনিময়ে।

বারবারের পরিবর্তে লক আসেন। পতৌদি তাঁর বলেও বাউণ্ডারি মারেন। এর পরেই পতৌদি নিজের দ্বিতীয় ও দলের

চতুর্থ ওভার বাউণ্ডারি মারেন। এবারেও এ্যালেনের বলে। ভারতের ২০৪ রাণ হয় ২২৩ মিনিটে। বোড়ে ১৮ মিনিট পরে এ্যালেনের বলে এক রাণ এবং লকের বলে বাউণ্ডারি মারেন। চা-পানের সময় ভারতের ২২১ রাণ হয় ৪ উইকেটে। মনসুর ৯০ ও বোড়ে ৯ রাণে অপরাজিত।

মধ্যাহ্ন-ভোজের পর থেকে চা-পানের বিরতি পর্যন্ত খেলার সময় ১২০ মিনিট। ভারত এই সময়ে সংগ্রহ করে ১৩৫ রাণ।

পতৌদির শতরাণ

চা-পানের পর এ্যালেন ও লক আবার দুদিক থেকে বল করতে থাকেন। পতৌদি লকের বলে বাউণ্ডারি ও তিনবার একটি করে রাণ নেওয়ায় তাঁর রাণসংখ্যা দাঁড়ায় ৯৭। এর পরেই লকের বল স্কোয়ার লেগে বাউণ্ডারি মেরে মনসুর তাঁর জীবনের প্রথম টেস্ট শতরাণ করেন।

২৪১ রাণ হবার পরে ডেভিড স্মিথ ও নাইট বল করতে আসেন। নতুন বল। নাইটের দ্বিতীয় ওভারের একটি বল পুল করতে গিয়ে পতৌদি ক্যাচ তোলেন। লকের হাতে তা জমা পড়ে। ১৬৮ মিনিটে তিনি ১০৩ রাণ করেন। এর মধ্যে ১৬টি বাউণ্ডারি ও দুটি ওভার বাউণ্ডারি।

দুরানী খেলতে আসেন। আবার দ্রুত রাণ উঠতে থাকে। স্মিথ ও নাইট চার ওভার করে বল দেওয়ার পরে এ্যালেন ও লক বল করতে আসেন।

২৭৩ রাণ হলে দুরানী আউট হন। এ্যালেনের বল জোরে মারতে গিয়ে ব্যর্থ হন তিনি। বল উইকেট ভেঙে দেয়। নাদকার্নী খেলতে

আসেন। আর মাত্র ৪ রাণ হওয়ার পরে বোড়েও লকের বলে আউট হন। ২৭৭ রাণে পতন হয় সপ্তম উইকেটের।

এঞ্জিনিয়ার খেলতে আসেন। দিনের শেষে রাণসংখ্যা দাড়ায় ২৯৬, ৪ উইকেটের বিনিময়ে। নাদকার্নী ১২ ও এঞ্জিনিযার ৭ রাণে অপরাজিত।

দ্বিতীয় দিন

অষ্টম উইকেটে ভারতের নতুন রেকর্ড

বিপর্যয়ের মুখে ইংল্যাণ্ড

মাদ্রাজ, ১১ জানুয়ারি—বৃহস্পতিবার ভারত-ইংল্যাণ্ডের পঞ্চম ও শেষ টেস্ট ম্যাচে ভারত প্রথম ইনিংসে করেছে ৪২৮ রাণ। প্রত্যুত্তরে এখন পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডের রাণসংখ্যা ১০৮, চার উইকেটের বিনিময়ে। ইংল্যাণ্ডের সূচনা আজ মোটেই ভাল হয়নি।

মাত্র ৫৪ রাণের মধ্যে ইংল্যাণ্ডের রিচার্ডসন, বারবার, ব্যারিংটন ও ডেক্সটার আউট হয়ে যান।

ফারুক ইঞ্জিনিয়ার ও বাপু নাদকার্নী আজ অষ্টম উইকেট জুটিতে করেছেন ১০১ রাণ। এটি ভারতের পক্ষে নতুন টেস্ট রেকর্ড। এর মধ্যে ফারুকের ৬৫ ও নাদকার্নীর ৬৩ রাণ।

আজ খেলা শুরু হতেই ফারুক চমক সৃষ্টি করেন। দিনের প্রথম ওভারেই তিনি ১৬ রাণ সংগ্রহ করেন। গত দিন ফারুক ৭ রাণ ও নাদকার্নী ১২ রাণে অপরাজিত ছিলেন। দলের রাণসংখ্যা ছিল ২৯৬, ৭ উইকেটের বিনিময়ে।

আজ প্রথমে বল করতে আসেন নাইট। তাঁর প্রথম ওভারে ১৬ রাণ নিলে ডেক্সটার তাঁকে সরিয়ে বারবারকে বল করতে দেন। অপর দিকে এ্যালেন বল করতে থাকেন। মাত্র ৩০ মিনিট খেলায় ভারতের রাণসংখ্যা ২৯৬ থেকে ৩৬৯-এ গিয়ে পৌঁছয়। ইঞ্জিনিয়ারেরও ৫০

রাণ পূর্ণ হয়। অবশ্য এর মধ্যে নিজস্ব ৩৩ রাণের মাথায় মিড অফে তিনি যে ক্যাচ তোলেন পারফিট তা ধরতে পারেননি।

ভারতের ৫০ রাণ যোগ হয় ৫৫ মিনিটে। দুই ব্যাটসম্যানই সাবলীলভাবে দেখেশুনে খেলতে থাকেন। ৩৫ হাজার দর্শকের কাছে পরম উপভোগ্য ক্রিকেট।

ভারতীয় দলের ৩৩৬ রাণ। অধিনায়ক ডেক্সটার বারবারকে সরিয়ে নিজেই বল করতে এলেন। ডেক্সটারের বলে বাউণ্ডারি মারেন এঞ্জিনিয়ার। অষ্টম উইকেটের জুটিতে ১১০ মিনিটে ১০১ রাণ পূর্ণ হয়। নতুন এক রেকর্ড। ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেটে অষ্টম উইকেট জুটিতে এর আগের রেকর্ড ছিল ৭৪ রাণ। ১৯৩২ সালে লর্ডসে লাল সিং (২৯) ও অমর সিং (৫১) এই রেকর্ড করেন। এঞ্জিনিয়ার ও নাদকার্নী তা ছাড়িয়ে অনেক এগিয়ে গিয়েছেন।

এঞ্জিনিয়ারের তখন ৬৫ রাণ। ডেক্সটারের পরের বল খেলতে গিয়ে তিনি সম্পূর্ণ পরাস্ত হন। তার উইকেট ভেঙে যায়। মোট ১১০ মিনিট খেলে এঞ্জিনিয়ার তাঁর টেস্ট-জীবনের সর্বোচ্চ রাণ (৬৫) করেন। ৩৭৮ রাণের মাথায় ভারতের অষ্টম উইকেটের পতন হয়।

দেশাই খেলতে আসেন। তিনি ও নাদকার্নী দ্রুত রাণ তুলতে সচেষ্ট। ডেক্সটার পর-পর পাঁচ ওভার বল করার পরে আবার বারবারকে বল করতে দেন। বারবারের বলে দেশাই এল বি ডবলিউ হন ১৩ রাণ করে। দলের ৪০০ রাণ পূর্ণ হতে তখনও ১ রাণ বাকি। প্রসন্ন খেলতে আসেন।

নাদকার্নীর ৫০ রাণ

নাদকার্নী এ্যালেনের বল বাউণ্ডারিতে পাঠিয়ে তাঁর নিজস্ব ৫০ রাণ পূর্ণ করেন। ১৪৭ মিনিট খেলে ৮টি বাউণ্ডারিসহ তিনি এই

ইংল্যাণ্ডের ইনিংস

রিচার্ডসন ও বারবার ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসের সূচনা করতে আসেন। বল করতে থাকেন একদিকে দেশাই ও অপরদিকে জয়সীমা। প্রথম ১৫ মিনিটে দলের রাণসংখ্যা দাঁড়ায় ১১। এর মধ্যে দুই ব্যাটসম্যানের দুটি বাউণ্ডারি। দুটিই দেশাই-এর বলে।

তবুও ইংল্যাণ্ডের সূচনা ভাল হয় না। প্রতিপক্ষের বিরাট রাণ—৪২৮। কিন্তু মাত্র ১৮ রাণের মাথায় রিচার্ডসন আউট হন, সর্ট-স্কোয়ার লেগে কণ্ট্রাক্টরের হাতে ধরা পড়ে। বোলার দেশাই। ব্যারিংটন খেলতে আসেন। দেশাই-এর বলে তিনি ৩ রাণ করেন।

এদিকে জয়সীমার বদলে ডুরানীকে বল করতে দেওয়া হয়। ব্যারিংটন দেশাই ও ডুরানীর বলে দুটি বাউণ্ডারি মারেন। কিন্তু এর পরেই ডুরানীর বলে ব্যারিংটন মঞ্জরেকারের হাতে ক্যাচ আউট হন। ডেক্সটার খেলতে আসেন। ৫০ রাণ পূর্ণ হয়নি তখনও। দুই উইকেটের পতন।

ডেক্সটারও আউট হন কিছুক্ষণের মধ্যেই। অর্ধ-শতরাণের তখনও ৫ রাণ বাকি। দেশাই-এর পরিবর্তে বোলার চাঁদু বোড়ে দ্বিতীয় বলের ফ্লাইট ডেক্সটার বুঝতে না পেরে ঠকে যান। তাঁর মিডল স্টাম্প উৎপাটিত হয়।

মাইক স্মিথ খেলতে আসেন। চা-পানের বিরতির সময় দলের রাণ ৫৪, তিন উইকেটে। ৮২ মিনিট খেলায় ইংল্যাণ্ড ৫০ রাণ পূর্ণ করে। এদিকে চা-পানের আগেই প্রসন্নকে বল করতে দেওয়া হয়। যাই হোক, চা-পানের সময় বারবার ১৬ ও মাইক ২ রাণে অপরাজিত থাকেন।

চা-পানের পর আবার একটি উইকেটের পতন। বোড়ের তৃতীয় বলে বারবার লেগ বিফোর। ১৬ রাণের মাথায় তিনি আউট হলেন। চতুর্থ উইকেট পড়ে ৫৪ রাণে। বারবার উইকেটে ছিলেন ৯৩ মিনিট।

এই সময় বোড়ের বোলিং-এর হিসাব ৪'৩—৩—১—২। অপর দিক থেকে তখন বল করছেন ডুরানী। পিটার পারফিট খেলতে এসেছেন।

বিপর্যয়ের মুখে মাইক স্মিথ ও পারফিট দুজনেই খুব সতর্কভাবে খেলতে থাকেন।

খেলা শেষ হতে তখনও ১৫ মিনিট বাকি। এই সময় উমরিগড়কে বল করতে দেওয়া হয়। প্রসন্নর বলে ৪ রাণ করে পারফিট দলের শতরাণ পূর্ণ করেন। এর কিছু পরে পারফিট ও স্মিথের সহযোগিতায় পঞ্চম উইকেটে ৫০ রাণ পূর্ণ হয়।

দিনের শেষে ইংল্যাণ্ডের রাণ দাঁড়ায় ১০৮, ৪ উইকেটের বিনিময়ে। মাইক স্মিথ ও পারফিট তখন যথাক্রমে ২৯ ও ১৬ রাণে অপরাজিত।

তৃতীয় দিন

ইংল্যাণ্ড সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে

মাদ্রাজ, ১ জানুয়ারি—একদিকে ইংল্যাণ্ডের সহ-অধিনায়ক মাইক স্মিথের ৭৩ রাণ, অপরদিকে তিন টেল-এণ্ডার এ্যালেন, মিলম্যান ও স্মিথের ৬১ রাণ আজ ইংল্যাণ্ডের বিপর্যয়কর অবস্থা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করেছে।

যদিও এখন পর্যন্ত ভারত ২১১ রাণে এগিয়ে আছে। এবং তাদের হাতে রয়েছে ৭টি উইকেট, তবুও ইংল্যাণ্ড অনেকখানি সামাল দিয়েছে একথা বলা চলে।

আজ অনেকেই মাঠে এসেছিলেন ইংল্যাণ্ডের 'ফলো-অন'এর বিষয় আলোচনা করতে করতে। অনেকের মনেই সন্দেহ ছিল—তারা কি ফলো-অন বাঁচাতে পারবে! কারণ, ১০৮ রাণের মধ্যে তাদের প্রথম চার কৃতী ব্যাটসম্যান ফিরে গেছেন। ডুরানী আজ পরিশ্রম করে বল করেছেন। তবুও ইংল্যাণ্ড ফলো-অন কাটিয়েছে।

ইংল্যাণ্ডের আরও কৃতিত্ব—ওরা মাত্র ৬৫ রাণের মধ্যে ভারতের তিনটি উইকেট ফেলে দিয়েছে। ফিরে গেছেন জয়সীমা, কন্ট্রাক্টর ও পতৌদি।

ইংল্যাণ্ডের সহ-অধিনায়ক আজ শক্তহাতে ব্যাট ধরে ১টি ওভার বাউণ্ডারিসহ করেছেন ৭৩ রাণ। অপরদিকে ডেভিড স্মিথ মেরেছেন দুটি ওভার বাউণ্ডারি। ৩১ মিনিটে তিনি সংগ্রহ করেছেন ৩৪ রাণ। আরও একটি উল্লেখ্য ঘটনা—সেলিম ডুরানীর ৬টি উইকেট দখল।

একদিন বিরতির পর আজ আবার খেলা শুরু। মাইক স্মিথ ২৯ ও পারফিট ১৬ রাণের সংগ্রহ নিয়ে খেলতে নামেন। উমরিগড় ও দেশাই বল করতে শুরু করেন। ৪০ হাজার দর্শক উদ্‌গ্রীব— বড় কোনো ঘটনা দেখবার আশায়।

এদিকে স্মিথ পরিপূর্ণ আস্থা নিয়ে ক্রিজে। অপরদিকে পারফিটও সতর্ক। দেশাই-এর তিন ওভারে ১৬ রাণ। অগত্যা তাঁর বদলে আনা হল ডুরানাকে। অন্যদিকে উমরিগড় একটির পর একটি মেডেন ওভার পেতে থাকেন।

আস্তে আস্তে পারফিট তাঁর নিজস্ব ২৫ রাণ পূর্ণ করেন। ঠিক এই সময় ডুরানীর একটি বল খেলতে গিয়ে ক্যাচ তোলেন ডিপ-স্কোয়ার লেগে। প্রসন্ন সেটি ধরেন। ১২৪ রাণে পঞ্চম উইকেটের পতন। পারফিট ও মাইক দুজনের সংগৃহীত রাণ ৮০। বেরী নাইট খেলতে আসেন। এর পরেই মাইক স্মিথ তার নিজস্ব ৫০ রাণ পূর্ণ করেন। এর মধ্যে ৭টি বাউণ্ডারি।

খেলার প্রথম ৩০ মিনিটে ২৩ রাণ যোগ হয়। ১৩৮ রাণের মাথায় বোড়ে ও ডুরানী দুদিক থেকে বল করতে থাকেন। স্মিথ বোড়ের বলে ১ রাণ তুলে দলীয় ১৫০ রাণ পূর্ণ করেন। ১৯১ মিনিট খেলায় এই রাণ হয়। এর পরেই স্মিথ ডুরানার বল লং অফ দিয়ে সোজা সীমানার বাইরে ফেলেন। দিনের প্রথম ওভার বাউণ্ডারি। দর্শকরা উল্লসিত।

কিন্তু এই ডুরানীর বলেই মাইক আউট হন ৭৩ রাণের মাথায়। তাঁর ব্যাটের কাণায় বল লেগে যে ক্যাচ ওঠে উমরিগড় তা নির্ভুল-ভাবে ধরেন। বিপর্যয়ের মুখে স্মিথ ২০০ মিনিট পরিপূর্ণ আস্থা নিয়ে খেলেছেন। এর মধ্যে একটি ওভার বাউণ্ডারি ও ৮টি বাউণ্ডারি। ১৮০ রাণে দলের ষষ্ঠ উইকেটের পতন হয়।

এ্যালেন খেলতে এসেই ফরোয়ার্ড সর্ট লেগে যে ক্যাচ তোলেন দেশাই তা ফেলে দেন। এর কিছুক্ষণ পরে দলের সপ্তম উইকেট

ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস

ভারত প্রথম ইনিংসে এগিয়ে আছে ১৪৭ রাণে। এ অবস্থায় তাঁদের দ্বিতীয় ইনিংসের সূচনা করতে আসেন জয়সীমা ও কণ্ট্রাক্টর। বোলার ডেভিড স্মিথ ও বেরী নাইট।

দলের রাণসংখ্যা তখন মাত্র ১৫। ভারত প্রথম উইকেট হারায়। কণ্ট্রাক্টর স্মিথের চতুর্থ ওভারের একটি বলে স্লিপে ক্যাচ তুলে ধরা পড়েন পারফিটের হাতে। নিজস্ব ৩ রাণে তিনি প্যাভিলিয়নে ফিরে যান। মঞ্জরেকার খেলতে আসেন। এসেই তিনি নাইটের বলে প্রথমে ১ রাণ ও পরে বাউণ্ডারি মারেন।

২৪ রাণের মাথায় অধিনায়ক ডেক্সটার লক ও এ্যালেনকে দুদিক থেকে বল করতে দেন।

ভারতের ১ উইকেটে যখন ২৫ রাণ, তখন চা-পানের বিরতি হয়। চা-পানের পর মাত্র ৫ রাণ যোগ হবার পরে ভারতের আরও একটি উইকেট পড়ে যায়। জয়সীমা লকের একটি বল ঘুরিয়ে মারতে গিয়ে আউট হন মিলম্যানের হাতে। ১০ রাণে তিনি আউট।

পতৌদি খেলতে আসেন। অপরদিকে মঞ্জরেকার পারফিটের বলে বাউণ্ডারি মারেন। লকের বলে পতৌদি ২ রাণ করেন। পরের ওভারে পারফিটের বল হিট করে রাণ নিতে গিয়ে কোনক্রমে রাণ-আউটের হাত থেকে রেহাই পান। বারবার ঠিকমত উইকেটে বল ছুঁড়তে না পারায় পতৌদি উইকেটে ফিরে আসার সুযোগ পান।

এদিকে মঞ্জরেকার পারফিটের বলে আরও একটি বাউণ্ডারি মারেন। ৭০ মিনিটে দলের ৫০ রাণ পূর্ণ হয়। কিন্তু এর পরেই লকের বল খেলতে গিয়ে পতৌদি ক্যাচ তোলেন। মাইক স্মিথ সেটি

ধরায় দলের তৃতীয় উইকেট পড়ে ৫০ রাণে। উমরিগড খেলতে আসেন।

দলীয় ৬৫ রাণের মাথায় দিনের খেলার উপর যবনিকা পড়ে। অপরাজিত মঞ্জরেকার ৩১ রাণ ও উমরিগড় ৭ রাণ নিয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরে যান।

চতুর্থ দিন

ইংল্যাণ্ড আবার বিপর্যয়ের মুখে

মাদ্রাজ, ১৪ জানুয়ারি—ভারত-ইংল্যাণ্ড পঞ্চম টেস্টের চতুর্থ দিনের খেলা শেষ। অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে কোন অঘটন না ঘটলে ভারতের রাবার লাভ নিশ্চিত।

সূচনায় আজ ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা টনি লকের বলে মোটেই সুবিধা করতে পারেন না। তবুও বিপর্যয়ের মুখে মঞ্জরেকারের দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যাটিং ভারতের রাণসংখ্যা কিছুটা এগিয়ে নিতে সাহায্য করেছে। তিনি করেছেন ৮৫।

কিন্তু অপরদিকে ইংল্যাণ্ডের অবস্থাও তেমন ভাল মনে হয় না। মাত্র ১১২ রাণে তারা ৫টি উইকেট হারিয়েছে। জিততে হলে বাকি ৫টি উইকেটে ১২৬ রাণ করতে হবে। আগামীকাল পুরো দিনটি তাদের হাতে। কিন্তু এ রাণ করা তাদের পক্ষে অসম্ভব বলেই মনে হয়। তবুও ক্রিকেটে অঘটন না ঘটার কোন যুক্তি নেই। সুতরাং পঞ্চম দিনই জল্পনার মীমাংসা করবে।

আজ আবার মঞ্জরেকার ও উমরিগড় খেলতে আসেন। দুদিক থেকে বল করতে থাকেন এ্যালেন ও লক। মঞ্জরেকার এ্যালেনের বলে দুটি বাউণ্ডারি মারেন। ১০ মিনিট খেলায় ১০ রাণ হয়। কিন্তু অপরদিকে লকের বলে উমরিগড় সুবিধা করতে পারেন না। লক পর-পর দুটি মেডেন পান। এর পরে উমরিগড় আউট হন এ্যালেনের হাতে তাঁরই বল মারতে গিয়ে। ১১ রাণ করে তিনি আউট হন। ৮০

রাণে ৪ উইকেট পড়ে যায়। উমরিগড় ক্রিজে ছিলেন ৮৬ মিনিট। দেশাই খেলতে আসেন। লকের বলে তিনি বাউণ্ডারিও মারেন। কিন্তু মাত্র ১২ রাণ করে তিনি লকের বলে পারফিটের হাতে ক্যাচ আউট হন। চাঁদু বোড়ে খেলতে আসেন। দলের রাণসংখ্যা ১০০ হতে তখনও ১ বাকি।

মঞ্জরেকারের ৫০ রাণ

১৫৮ মিনিট খেলে মঞ্জরেকার তাঁর নিজস্ব ৫০ রাণ পূর্ণ করেন। ভারতের ১০০ রাণ পূর্ণ হয় ১৮৫ মিনিটের খেলায়। বোড়ে এ্যালেনের বলে বেশ অসুবিধায় পড়েন। ১ ঘণ্টা খেলায় যোগ হয় ৪০ রাণ।

১১০ রাণ হলে এ্যালেনের জায়গায় বল করতে আসেন পারফিট। বোড়ে এবার তাঁর বলে বাউণ্ডারি মারেন। ওদিকে লকের বলে বাউণ্ডারি মারেন মঞ্জরেকার।

ভারতের ১২২ রাণের মাথায় ষষ্ঠ উইকেটের পতন। পারফিটের বলে বোড়ে ক্যাচ আউট হন ডেক্সটারের হাতে। তাঁর সংগৃহীত রাণ মাত্র ৭।

ডুরানী খেলতে আসেন। আবার পারফিটের বদলে এ্যালেনকে বল করতে দেওয়া হয়। ওদিকে লক একটানা বল করতে থাকেন। ডুরানী এ্যালেনের বলে দুবার বাউণ্ডারি মারেন। ধীরে ধীরে রাণ উঠতে থাকে। কিন্তু ১৪৬ রাণে ডুরানী মাত্র ৯ রাণ করে লকের বলে মিলম্যানের হাতে ক্যাচ আউট হন।

নাদকার্নী খেলতে আসেন। মধ্যাহ্ন-ভোজের সময় ভারতের রাণসংখ্যা ১৪৮, সাত উইকেটের বিনিময়ে। মঞ্জরেকার ৭৭ ও নাদকার্নী ১ রাণে অপরাজিত।

ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংস

৩৩৮ রাণ করলে জয়ী হবে। হাতে ৭৯০ মিনিট। এই পরিস্থিতিতে ইংল্যাণ্ডের দুই ওপেনিং ব্যাটসম্যান বারবার ও রিচার্ডসন খেলতে আসেন। দুজনেই বাঁ-হাতি খেলোয়াড়।

অপরদিকে ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের সূচনায় দেশাই বল করতে আসেন। তার প্রথম ওভারের চতুর্থ বলেই রিচার্ডসন ২ রাণ করে আউট হন। ক্যাচটি ধরেন জয়সীমা।

ব্যারিংটন খেলতে আসেন। অপরদিকের বোলার উমরিগড। দেশাই-এর একটি বাম্প বলে ব্যারিংটন খেলতে এসেই মাথায় আঘাত পান। পাঁচ মিনিট খেলা বন্ধ থাকে। আবার খেলা আরম্ভ হলে উমরিগডের জায়গায় বল করতে আসেন ডুরানী।

দলের ১৫ রাণের মাথায় ব্যারিংটন একটি ক্যাচ তুললেও ডুরানী তা ধরতে পারেন না। রাণ উঠতে থাকে।

৩১ রাণ উঠলে ডুরানী প্রথম উইকেট পান। ২১ রাণ করে বারবার তাঁর বলে সরাসরি বোল্ড হন। দেশাই চার ওভার বল করবার পরে তাঁকে বসিয়ে বোরড়েকে বল দেওয়া হয়। ওদিকে ডেক্সটার খেলতে আসেন। ৩৯ রাণ হলে ডেক্সটার ডুরানীর বলে লং অফে ক্যাচ তোলেন। প্রসন্ন ছুটে গিয়েও তা ধরতে পারেন না।

কিন্তু একটু পরেই ডেক্সটার নাদকার্ণীর হাতে সর্ট লেগে ধরা পড়েন। এবার বোলার বোড়ে। ৪৩ রাণে তিন আউট।

মাইক স্মিথ খেলতে আসেন। ৬৩ মিনিট খেলায় ইংল্যাণ্ড ৫০ রাণ করে। চা-পানের বিরতি হয় ৬১ রাণে। ব্যারিংটন তখন ৩১ রাণে ও স্মিথ ৩ রাণে অপরাজিত।

চা-পানের পর ডুরানী ও বোড়ে দুদিক থেকে বল করতে থাকেন। আবার রাণ উঠতে থাকে। বোড়েকে সরিয়ে নাদকার্নীকে আনা হয়।

৮৪ রাণের মাথায় নাদকার্নী ব্যারিংটনের উইকেটটি পান। ৪৮ রাণ করে তিনি এল বি ডবলিউ হন। ৮৯ মিনিটের খেলায় তিনি ৮ বার বাউণ্ডারি মারেন।

পারফিট খেলতে আসেন। ৯০ রাণে মাইক স্মিথ আউট হন। ডুরানীর বল ঠিকমত খেলতে না পারায় বোড়ের হাতে মিড অনে তিনি ক্যাচ আউট হন। স্মিথ আউট হন ১৫ রাণ করে। ৫ম উইকেটের পতনে খেলতে আসেন বেরী নাইট।

এর পর ঘন-ঘন বোলার বদলানো চলতে থাকে। কিন্তু আর কোন উইকেট পড়ে না। দিনের খেলা শেষ হয় ১২২ রাণে। পারফিট তখন ১৮ রাণে ও নাইট ১৪ রাণে অপরাজিত।

পঞ্চম দিন

ইংল্যাণ্ড আবার হেরেছেঃ ভারতের রাবার জয়

মাদ্রাজ, ১৫ জানুয়ারি—পঞ্চম টেস্ট শেষ। মাদ্রাজের কর্পোরেশন স্টেডিয়ামের এই খেলায় ভারত জিতেছে ১২৮ রাণে। পর-পর দুটি টেস্টে ভারত জিতল। ভারতীয় খেলোয়াড়দের এ অসামান্য কৃতিত্ব।

এবারের ৫টি টেস্টের মধ্যে প্রথম তিনটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। সুতরাং এ পর্যায়ে ভারত অপরাজেয়।

আজ খেলা শেষ হয় মধ্যাহ্ন-ভোজের মাত্র ৯০ মিনিট পরে। ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংস ২০৯ রাণে গুটিয়ে নেওয়ার ফলে।

রাবার লাভে আজ সারা মাঠ জুড়ে, দেশ জুড়ে আনন্দের বন্যা। ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসে আরও একটি নতুন অধ্যায় সংযোজিত হল।

শেষ দিনের শেষ খেলা

ইংল্যাণ্ডের দুই অপরাজিত ব্যাটসম্যান—যাঁরা কাল ফিরে গিয়েছিলেন ১৪ ও ১৮ রাণ করে দলের ১২১ রাণের মাথায়—সেই নাইট ও পারফিট আজ আবার খেলতে আসেন। শীতের সকাল। পরিষ্কার আকাশ। ডুরানী ও বোড়ে দুদি[illegible]কে বল শুরু করেন।

অতি সতর্ক দুই ব্যাটসম্যান। আধঘণ্টা খেলায় যোগ হয় মাত্র ২ রাণ।

দলের ১৩৫ রাণের সময় বোড়েকে সরিয়ে বল দেওয়া হয়

উমরিগড়কে। নাইট উমরিগড়ের বল বাউণ্ডারিতে পাঠিয়ে ষষ্ঠ উইকেটে ৯৪ মিনিটে ৫০ রাণ যোগ করেন। এর কিছু পরে ২০২ মিনিটে ১৫০ রাণ পূর্ণ হয়।

সকাল থেকে টানা একঘণ্টা পরিশ্রমের পর ভারতীয় দল বিপক্ষের ১টি উইকেট পেতে সমর্থ হয়। নাইট নিজস্ব ৩৩ রাণের মাথায় ডুরানীর বলে এঞ্জিনিয়ারের হাতে ধরা পড়েন। ১৫৫ রাণে ষষ্ঠ উইকেটের পতন। ১০৯ মিনিটে নাইটের সংগ্রহ এই রাণের মধ্যে আছে ৪টি বাউণ্ডারি। ষষ্ঠ উইকেটে যোগ হয় ৬৫ রাণ। এ্যালেন খেলতে আসেন। পারফিট তখন ৩২।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই ষষ্ঠ উইকেটের অপরাজিত জুটির অপরজন আউট হন। ডুরানীর বলে স্লিপে ক্যাচ তুলে কণ্ট্রাক্টরের হাতে তিনি ধরা পড়েন। ১৩৬ মিনিটে ৪টি বাউণ্ডারির সাহায্যে ৩৩ রাণ করে পারফিট ফিরে যান প্যাভিলিয়নে।

মিলম্যান খেলতে আসেন। তিনি ও এ্যালেন দলকে পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। ওদিকে মঞ্জরেকার মাঠ ছেড়ে চলে গেলে দ্বাদশ ব্যক্তি সরদেশাই ফিল্ডিং করতে আসেন।

ডুরানী সকাল থেকে ১৬ ওভার বল করে ১৭ রাণের বিনিময়ে দুটি উইকেট পান। এর পর তাঁকে সরিয়ে আনা হয় প্রসন্নকে। বার বার বোলারের রদবদল হতে থাকে। ব্যাটসম্যানরা বিব্রত।

১৯৪ রাণের মাথায় প্রসন্ন জীবনের প্রথম টেস্ট উইকেট পান। মিলম্যান তাঁর বল ঠিকমত খেলতে না পারায় ক্যাচ ওঠে। লেগ স্লিপ থেকে কণ্ট্রাক্টর তা ধরেন। মিলম্যান ১৪ রাণ করেন। অষ্টম উইকেট জুটির সংগ্রহ ৩০ রাণ।

লক খেলতে আসেন। প্রসন্নর বল বাউণ্ডারিতে পাঠিয়ে তিনি দলীয় ২০০ রাণ পূর্ণ করেন। ২৭৮ মিনিটের খেলায় ৮ উইকেটের বিনিময়ে এই রাণ।

ভারত-অস্ট্রেলিয়া

দ্বিতীয় টেস্ট ঃ বোম্বাই (ব্রাবোর্ণ স্টেডিয়াম)

ভারত	অস্ট্রেলিয়া
পতৌদির নবাব (অধিনায়ক)	আর সিম্পসন (অধিনায়ক)
এম এল জয়সীমা	নর্মান ও'নীল
দিলীপ সরদেশাই	পিটার বার্জ
সেলিম ডুরানী	ডবলিউ লরি
বিজয় মঞ্জরেকার	আর কাউপার
চাঁদু বোড়ে	ব্রায়ান বুথ
বাপু নাদকার্নী	টি ভিভার্স
ইন্দ্রজিৎ সিং (উইকেটরক্ষক)	বি জার্মান (উইকেটরক্ষক)
বি চন্দ্রশেখর	জে মার্টিন
রুসি সুর্তি	জি ম্যাকেঞ্জি
হনুমন্ত সিং	এ কনোলী

অস্ট্রেলিয়ার ৬ উইকেটে ৩০১ রাণ

বোম্বাই, ১০ অক্টোবর—অস্ট্রেলিয়া টসে জয়ী হয়ে আজ প্রথম ব্যাটিং-এর সুযোগ গ্রহণ করে। দিনের শেষে অস্ট্রেলিয়া সংগ্রহ করেছে ৩০১ রাণ। বিনিময়ে হারিয়েছে ৬টি উইকেট।

দলের প্রাথমিক বিপর্যয়ের পরে অস্ট্রেলিয়ার বার্জ (৮০), ব্যারী জার্মান (৭৮) ও টস ভিভার্স (৬৫ অপরাজিত) অনবদ্য ব্যাটিং করেছেন। চিত্তাকর্ষক এই ব্যাটিং দর্শকদের কাছ থেকে প্রশংসাও পেয়েছে প্রচুর।

জার্মান ও বার্জ দলের ষষ্ঠ উইকেট জুটিতে আজ সংগ্রহ করেছেন ১৫১ রাণ।

খেলার শুরুতে ভাগ্যের পরীক্ষায় অধিনায়ক পতৌদি এবারও পরাজিত হন। সিম্পসন টসে জয়ী হয়ে লরির সঙ্গে দলের প্রথম ইনিংসের সূচনা করতে আসেন। পতৌদি জয়সীমা ও সুর্তিকে বল করতে পাঠান।

ধীরে ধীরে রাণ উঠতে থাকে। তখন জয়সীমাকে সরিয়ে চন্দ্রশেখরকে বল করতে পাঠানো হয়। অপরদিকে বল করতে আসেন ডুরানী। ডুরানীর বল লরি মিড উইকেটে পাঠাতে গিয়ে ক্যাচ তোলেন উইকেটরক্ষক ইন্দ্রজিৎ সিং-এর হাতে। দলের রাণ সংখ্যা তখন ৩৫। লরি বিদায় নেন ১৬ রাণ করে। ইন্দ্রজিৎ দুবারের চেষ্টায় কোনক্রমে লরির ক্যাচটি ধরেন।

ও'নীল অসুস্থ, পেটের যন্ত্রণায় ভুগছেন। অগত্যা বি বুথ এলেন অধিনায়ক সিম্পসনের সঙ্গে খেলতে। এদিকে আর এক রাণ হওয়ার

পরেই দলীয় ৩৬ রাণের মাথায় সিম্পসন আউট। চন্দ্রশেখরের একটি গুগলি বল কাট করতে গিয়ে তিনি সরাসরি বোল্ড হন। ২৭ রাণ করে তিনি বিদায় নেন।

পিটার বার্জ খেলতে আসেন। দেখেশুনে তিনি খেলতে থাকেন। কিন্তু অপর ব্যাটসম্যান বুথ বেশ অস্বস্তির মধ্যে পড়েন। অবশেষে দলীয় ৫৩ রাণের মাথায় তিনি আউট হন মাত্র ১ রাণ করে। চন্দ্রশেখরের বলে বোল্ড। বব কাউপার খেলতে আসেন।

বার্জ ও কাউপার খেলার মোড় ঘুরিয়ে দেন। শক্তহাতে ব্যাট চালিয়ে দলের প্রাথমিক বিপর্যয়কর অবস্থা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করেন এই দুই দৃঢ়চেতা ব্যাটসম্যান। বার্জের লেগে সুইপ ও সামনে ড্রাইভ সত্যিই অপূর্ব। তাঁর ব্যাকফুটে ড্রাইভ এবং লেট কাটও দর্শকদের আনন্দ দেয়। দুই ব্যাটসম্যান ভারতীয় বোলারদের কোনরকম সমীহ না করে খেলতে থাকেন। দুজনের সহায়তায় চতুর্থ উইকেটে ৮৯ রাণ যোগ হবার পরে কাউপার আউট হন। নাদকার্নীর বলে লেগ বিফোর। কাউপারের নিজস্ব রাণ তখন ১০, দলের রাণসংখ্যা ১৪১। এর পরেই দলের পঞ্চম উইকেট পড়ে যায়। আউট হন বার্জ।

তখন অস্ট্রেলিয়ার ১৪৬ রাণ। বার্জের নিজস্ব ৮০। বোড়ের একটি বলে বার্জ বেশ জোরেই সুইপ করেন। চন্দ্রশেখর অদ্ভুত তৎপরতা ও কৃতিত্বের সঙ্গে সেই ক্যাচটি ধরেন।

খেলতে আসেন ভিভার্স। তিনি ও জার্মান আবার বিপদ কাটিয়ে ওঠেন। ভারতের আশাও ক্রমে ক্রমে হ্রাস পেতে থাকে। দিনের শেষে সুর্তির বলে দুরানীর হতে ধরা পড়ে জার্মান বিদায় নেন। দলের রাণসংখ্যা তখন ২৯৭। দিনের শেষ ওভারে তিনি আউট হন ৭৮ রাণ করে। জার্মান ও ভিভার্স ষষ্ঠ উইকেটে সংগ্রহ করেন ১৫১ রাণ। ভারতের বিরুদ্ধে রেকর্ড-সংখ্যক রাণ।

আজ আরও ৪ রাণ যোগ হবার পরে খেলা শেষ হয়। ভিভার্স ৬৫ রাণে ও মার্টিন শূন্য রাণে অপরাজিত থাকেন।

দ্বিতীয় দিন

৩২০ রাণে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস শেষ

বোম্বাই, ১১ অক্টোবর—অস্ট্রেলিয়া শেষ পর্যন্ত ভারতের বোলিং-এর কাছে মাথা নীচু করেছে। অন্তত আজকের খেলায় ভারতীয় বোলাররা, বিশেষ করে চন্দ্রশেখর তাদের সমীহ আদায় করে নিতে সক্ষম হয়েছেন।

গতদিনের অপরাজিত ব্যাটসম্যান ভিভার্স ও মার্টিন দুজনেই আজ আউট হলেন চন্দ্রশেখরের বলে। তারপর ম্যাকেঞ্জি বোল্ড হলেন নাদকার্নীর হাতে। ৩২০ রাণে অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস শেষ। ও'নীল অসুস্থ, আজও তিনি মাঠে নামেননি।

দিনের শেষ পর্যন্ত ব্যাট করে ভারত আজ সংগ্রহ করেছে ১৭৮ রাণ। বিনিময়ে হারিয়েছে ৪টি উইকেট।

আজ খেলার সূচনাতেই চন্দ্রশেখর খুব সুন্দরভাবে বল করতে থাকেন। গতদিনের রাণসংখ্যার সঙ্গে আর দু রাণ যোগ হলে তিনি আজকের প্রথম উইকেট পান। বোড়ে ভিভার্সকে দর্শনীয়ভাবে ক্যাচ ধরে ফিরিয়ে দেন। ভিভার্স কালকের রাণসংখ্যার সঙ্গে মাত্র ২টি রাণ যোগ করে, ৬৭ রাণে বিদায় নেন।

এর পরেই কোন রাণ করার আগে আউট হন মার্টিন। দলের রাণসংখ্যা তখন ৩০৪ ; অষ্টম উইকেটের পতন। মার্টিনের ক্যাচটি অত্যন্ত দর্শনীয় ছিল। চন্দ্রশেখরের বলে স্লিপে এই ক্যাচটি ধরেন নাদকার্নী।

নাদকার্নী নিজেও আজ একটি উইকেট পান। তিনি আউট করেন ম্যাকেঞ্জিকে। ১৭ রাণের মাথায় ম্যাকেঞ্জি আউট হলে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস শেষ হয় ৩২০ রাণে। গতকালের রাণ-সংখ্যার সঙ্গে আজ যোগ হয় মাত্র ১৯ রাণ। ও'নীল আজও মাঠে নামেননি, অসুস্থতার জন্য।

এদিকে মঞ্জরেকার যখন তাঁর ১৯ রাণ পূর্ণ করেছেন, তখন হিসাব মত টেস্ট-ক্রিকেটে তিন হাজার রাণও তাঁর পূর্ণ হয়। ৫৩টি টেস্টে তিনি এই রাণ সংগ্রহ করেন। এর আগে একমাত্র উমরিগড় টেস্টে নিজস্ব তিন হাজার রাণ (৩,৬৩১) পূর্ণ করেছেন।

চা-পানের পর জয়সীমা রাণ তুলতে সচেষ্ট হন। অপরদিকে মঞ্জরেকার দৃঢ়ভাবে উইকেট আগলে চলেন। দুই ব্যাটসম্যানের উপরেই কোন বোলার আধিপত্য বিস্তার করতে পারছেন না।

কিন্তু চা-পানের বিরতির ১৫ মিনিটের মধ্যেই ভারতের তৃতীয় উইকেটের পতন হয়। প্রথম থেকেই ভিভার্স লেগ-ট্রাপ বোলিং শুরু করেন। জয়সীমা শেষ পর্যন্ত ভিভার্সের বলে সম্পূর্ণ পরাজিত হন ৬৬ রাণ করে। দলের রাণসংখ্যা তখন ১৪১।

এরই ১০ মিনিট পরে মঞ্জরেকারও বিদায় নেন। তিনি করেন ৫৯ রাণ। দলীয় রাণ তখন ১৪৯। ১০ মিনিটে মঞ্জরেকারের যোগ হয়েছে ৭ রাণ।

ওই ভিভার্সের বল ঘুরিয়ে মারতে গিয়ে মঞ্জরেকার সর্ট লেগে ধরা পড়েন কাউপারের হাতে।

জয়সীমা ২১২ মিনিট ব্যাট করে ৬টি বাউণ্ডারিসহ ৬৬ রাণ ও মঞ্জরেকার ১৭৪ মিনিট খেলে ৬টি বাউণ্ডারিসহ ৫৯ রাণ করেন। ১৬১ মিনিটে এই দুজন একত্রে সংগ্রহ করেন ১১১ রাণ।

এই দুই ব্যাটসম্যান বিদায় নেবার পরে খেলতে আসেন প্রথমে হনুমন্ত সিং, পরে অধিনায়ক পতৌদি। শেষ পর্যন্ত দুজনেই অপরাজিত থাকেন যথাক্রমে ১৭ ও ১১ রাণ করে।

তৃতীয় দিন

ভারত প্রথম ইনিংসে এগিয়ে

বোম্বাই, ১২ অক্টোবর—আজ ভারতের প্রথম ইনিংস শেষ হয়েছে ৩৪১ রাণে। ভারত এগিয়ে আছে অস্ট্রেলিয়া থেকে ২১ রাণে। অধিনায়ক পতৌদির দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যাটিংই ভারতকে মোটামুটি ভাল অবস্থায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

ভারতের প্রথম ইনিংস শেষ হওয়ার পরে আজ অস্ট্রেলিয়া ব্যাট করে দিনের শেষে সংগ্রহ করেছে ১১২ রাণ। সিম্পসনের উইকেটটির বিনিময়ে।

আজ তৃতীয় দিনের খেলা শুরু হয় মেঘাচ্ছন্ন পরিবেশে। মনে হচ্ছিল ভারতের ভাগ্যাকাশও বুঝি মেঘাচ্ছন্ন। কিন্তু পতৌদির খেলার দৃঢ়তায় তা কেটে গেছে।

গতকাল ভারতের ৪ উইকেটে ১৭৮ রাণ ছিল। আজ খেলার শুরুতে পতৌদি ও হনুমন্ত সিং ব্যাট করতে আসেন। কিন্তু মাত্র ১৪ রাণের মাথায় হনুমন্ত আউট হয়ে ফিরে যান।

ভিভার্সের প্রথম ওভারের দ্বিতীয় বলে হনুমন্ত সরাসরি বোল্ড হন। ওদিকে পতৌদি খেলছেন। তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন বোড়ে। কিন্তু মাত্র ৪ রাণ করে বোড়ে স্লিপে ক্যাচ তোলেন। মার্টিনের বলে ওঠা এ ক্যাচটি ধরেন সিম্পসন। ৬ উইকেটে ১৮৮ রাণ। আজকের খেলা শুরুর পর মাত্র ৮ রাণ যোগ হয়েছে। ১০ মিনিটের মধ্যে আউট হয়েছেন দুজন ব্যাটসম্যান। সুর্তি খেলতে এলেন।

রুসি সুর্তি বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে খেলতে থাকেন। দলকে বিপদের হাত থেকে বাঁচাতে সচেষ্ট তিনি। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই স্লিপে ক্যাচ তুললেন। সৌভাগ্য তাঁর, সিম্পসনের মত কৃতী ফিল্ডার তা ধরতে পারলেন না।

অপরদিকে পতৌদি অতি সতর্ক। দুজনে ধীরে ধীরে রাণ তুলতে থাকেন। ৮৫ মিনিট খেলায় যোগ হয় ৬৯। সুর্তির ২১। ঠিক এই সময়ে কনোলীর একটি বল খেলতে গিয়ে জার্মানের হাতে ক্যাচ আউট হন তিনি। ২৫৫ রাণে সপ্তম উইকেটের পতন।

নাদকার্নী খেলতে আসেন। কিছুক্ষণ পরে মধ্যাহ্ন-ভোজের বিরতি হয়। নাদকার্নীর তখন ২, অপরদিকে অধিনায়ক পতৌদির ৭৮। দলের রাণ তখন ২৬৯।

মধ্যাহ্ন-ভোজের পরে মাঠে নেমেই পতৌদি দ্রুত রাণ তুলতে চেষ্টা করেন। অপরদিকে নাদকার্নী উইকেট রক্ষার দায়িত্ব নেন। পতৌদি কনোলী ও ম্যাকেঞ্জির বলে বাউণ্ডারিও মারেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজস্ব ৮৬ রাণে ডিপ উইকেটে ম্যাকেঞ্জির হাতে ধরা পড়েন। বোলার ভিভার্স। ২২২ মিনিট খেলে ১১টি বাউণ্ডারির সাহায্যে পতৌদি এই রাণ সংগ্রহ করেন। দলের পক্ষে মূল্যবান এই রাণ। ভারতের তখন ২৯৩ রাণ, ৮ উইকেটে।

ইন্দ্রজিৎ সিং খেলতে আসেন। সিম্পসন একদিকে পেস ও অন্যদিকে স্পিন বোলার দিয়ে আক্রমণ শুরু করেন। কিন্তু এই দুজন অবিচলভাবে আস্তে আস্তে রাণসংখ্যাকে এগিয়ে নিয়ে যান অস্ট্রেলিয়ার রাণের কাছে। ৩২০ ছাড়িয়ে ভারত যখন ৩৩১ রাণে পৌঁছেছে, তখনই দলের নবম উইকেটের পতন। মার্টিনের বল কাট করতে গিয়ে নাদকার্নী উইকেটরক্ষক জার্মানের হাতে ধরা পড়েন। তাঁর নিজস্ব রাণ তখন ৩৪। ইন্দ্রজিতের সঙ্গে খেলতে আসেন চন্দ্রশেখর।

শেষ জুটি খেলা চালিয়ে যান প্রায় ১ ঘণ্টা। এর পরে দলের ৩৪১

রাণের মাথায় ইন্দ্রজিৎ আউট হন ২৩ রাণ করে। কনোলীর একটি বল ঠিকমত খেলতে না পারায় ক্যাচ ওঠে মিড-অনে। পরিবর্ত্ত ফিল্ডার রেডপাথ তা ধরেন। ভারতের ৮ ঘণ্টা ৫ মিনিট স্থায়ী ইনিংসের পরিসমাপ্তি ঘটে।

চতুর্থ দিন

জয়ের জন্য ভারতের ১৮০ রাণ দরকার

বোম্বাই, ১৪ অক্টোবর—ভারত-অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচের মীমাংসা হবে বলেই মনে হয়। অন্তত আজকের খেলা শেষে তাই মনে হয়েছে। অবস্থা এখন ভারতের অনুকূলে। জয়লাভের জন্য প্রয়োজন ১৮০ রাণ। হাতে পুরো একটি দিন ও ৭টি উইকেট।

আগামী কাল খেলার শেষ দিন। আশা করা যায় ভারত জয়ের জন্য সব হাতিয়ার ব্যবহার করবে। অস্ট্রেলিয়াও পরাজয় এড়াবার জন্য সব শক্তি ঢেলে দেবে। শেষ দিনের খেলা বেশ উপভোগ্য হবে বলেই মনে হয়।

একদিন বিরতির পর আজ খেলা শুরু হয়। গতদিন অস্ট্রেলিয়া করেছিল ১ উইকেটের বিনিময়ে ১১২ রাণ। অপরাজিত দুই ব্যাটসম্যান লরি ও কাউপার্স আজ খেলতে আসেন। কিন্তু মাত্র ১০ মিনিট খেলায় অস্ট্রেলিয়াকে দুটি মূল্যবান উইকেট হারাতে হয়। যোগ হয় মাত্র ৯ রাণ।

চন্দ্রশেখর আজ সকাল থেকেই মারাত্মক। আজকে তিনি দ্বিতীয় ওভারের প্রথম বলেই দৃঢ়চেতা ব্যাটসম্যান লরিকে প্যাভিলিয়নে ফিরিয়ে দেন। বলটি এগিয়ে খেলতে গিয়ে লরি লেগ বিফোর হন।

এই একই ওভারের তৃতীয় বল; নতুন ব্যাটসম্যান বার্জ সম্পূর্ণ পরাস্ত হন। চন্দ্রশেখরের গুগলী তাঁর উইকেট ভেঙে দেয়। লরি আজ ৫ রাণ করে মোট ৬৮ রাণে আউট হন। বার্জ কোন রাণই করতে পারেননি।

এই চন্দ্রশেখরেরই বলে অপরদিকের ব্যাটসম্যান কাউপার সুন্দর-ভাবে খেলতে থাকেন। একই ওভারে তিনি স্কোয়ার লেগ দিয়ে দুটি বাউণ্ডারিও মারেন। অপরদিকের বোলার ডুরানী, কাউপার তাঁর বলেও বেশ সহজে খেলতে থাকেন।

পতৌদি এঁদের দুজনকে সরিয়ে সুর্তি ও নাদকার্নীকে বল করতে দেন। কিন্তু কাউপার সমান দৃঢ়তার সঙ্গে খেলতে থাকেন। অপর ব্যাটসম্যান বেশ সতর্কভাবে কাউপারকে সাহায্য করতে থাকেন। মধ্যাহ্ন-ভোজের বিরতি পর্যন্ত এঁরা দুজনেই অপরাজিত থাকেন। দলের রাণ তখন ২০৫, তিন উইকেটে।

মধ্যাহ্ন-ভোজের পরে খেলা শুরু হলে পতৌদি নতুন বল নেন। এই বলে ৩০ রাণ ওঠার পরে আবার দুদিক থেকে স্পিন বোলার —চন্দ্রশেখর ও নাদকার্নী বল করতে থাকেন।

নতুন বলে ৩ ওভারে সুর্তি একাই ২৪ রাণ দেন। কিন্তু ২৪৬ রাণের মাথায় কাউপার আউট হন। নাদকার্নীর বল কাউপার ব্যাট ও প্যাড দিয়ে খেলেও শেষরক্ষা করতে পারেন না। অতি সহজে প্রায় উইকেটের সামনে এসে ইন্দ্রজিৎ সহজভাবেই ক্যাচটি ধরেন।

কাউপার ২০৪ মিনিট উইকেটে থেকে ৮১ রাণ সংগ্রহ করেন। এর মধ্যে ১৩টি চার মারেন। ভিভার্স খেলতে আসেন। কিন্তু মাত্র ১ রাণ যোগ হবার পরে কোন রাণ করার আগেই তিনি লেগ বিফোর হন চন্দ্রশেখরের বলে। পঞ্চম উইকেটের পতন হয় ২৪৭ রাণে।

এই ওভারেই চন্দ্রশেখর পান আরও একটি উইকেট; জার্মান খেলতে এসে তাঁর বলে সরাসরি বোল্ড হন ওই একই রাণের মাথায়। অর্থাৎ অস্ট্রেলিয়ার ষষ্ঠ উইকেটও পড়ে ২৪৭ রাণে।

অপরদিকে বুথ সতর্কভাবে খেলতে থাকেন। একসময় তিনি নিজস্ব ৫০ রাণ পূর্ণ করেন। মোট ১৬৭ মিনিট উইকেটে থেকে তিনি ৮টি বাউণ্ডারিসহ ৭৪ রাণ করার পরে উইকেটরক্ষক ইন্দ্রজিৎ সিং

দিনের খেলা শেষ হতে তখনও দুঘণ্টা বাকি; ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসের সূচনা করতে আসেন দিলীপ সরদেশাই ও জয়সীমা। ওদিকে ম্যাকেঞ্জি বোলিং শুরু করেন। পরের ওভার কনোলীর। ওভারের তৃতীয় বলে তিনি জয়সীমার উইকেটটি পান। জয়সীমা কনোলীর বল ব্যাকফুটে খেলতে গিয়ে উচু ক্যাচ তোলেন। জার্মান তা ধরেন অতি সহজে। ৪ রাণে ভারতের প্রথম উইকেটের পতন। জয়সীমা ফিরে যান কোন রাণ না করেই।

দুরানী খেলতে আসেন। সিম্পসন একদিকে পেস ও অন্যদিকে স্পিন বলের আক্রমণ রচনা করেন। পর-পর ভিভার্স, মার্টিন ও সিম্পসন বল করেও কোন ফল হয় না। ভারতের ৫০ রাণ পূর্ণ হয় ৭০ মিনিটে।

একদিকে দুরানী বেশ শক্তভাবে খেলতে থাকেন অপরদিকে সরদেশাই মার্টিনের বলে পর-পর তিনটি বাউণ্ডারি মারেন মিড-উইকেট দিয়ে। এঁরা দুজনেই যেন রাণের পিছনে দৌড়তে থাকেন। দুবার রাণ-আউট হতে গিয়েও বেঁচে যান।

চা-পানের বিরতি পর্যন্ত ভারতের ছিল ১ উইকেটে ১৮। খেলার তখনও ১৫ মিনিট বাকি। দলের রাণসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭০। এই সময় দুরানী আউট। সিম্পসনের বল কিছুটা দোনামনা হয়ে সুইপ করতে গিয়ে ব্যর্থ হন। ব্যাটের কানায় লেগে বল চলে যায় সর্ট-ফাইন লেগে। কাউপার অতি সহজেই তা ধরেন। দুরানী ৩১ রাণে আউট হন। ভারতের দ্বিতীয় উইকেটের পতন হল।

নাদকার্নী খেলতে এসে কোন রাণ করবার আগেই ভিভার্সের বলে সিম্পসনের হাতে ধরা পড়ে ফিরে যান। এর পরে আসেন সুতি। ৩ রাণ যোগ হওয়ার পরে দলীয় ৭৪ রাণের মাথায় আজকের খেলার যবনিকা পড়ে। তখন সরদেশাই ৩৫ ও সুতি ১ রাণে অপরাজিত।

পঞ্চম দিন

অস্ট্রেলিয়ার ২ উইকেটে পরাজয়

ভারতের ক্রিকেট ইতিহাসের জয়ের ঘরে আরও একটি সংখ্যা যোগ হল। ভারত আজ অস্ট্রেলিয়াকে দ্বিতীয় টেস্টে হারিয়েছে। অস্ট্রেলিয়া হেরেছে ২ উইকেটে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে এই দ্বিতীয় জয় ভারতকে এনে দিয়েছে নবম জয়ের কৃতিত্ব। এর আগে ভারত ১৯৫৯ সালে কানপুরে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়েছিল ১১৯ রাণে।

আজকের খেলায় ভারত জিতেছে। এবং এই জয়ের নায়ক মঞ্জরেকার ও বোড়ে। তার চেয়েও বড় কথা ভারত খেলার খেলা খেলে জিতেছে। দর্শক-ঠাসা ব্রাবোর্ণ আজ উত্তেজনার শেষসীমায় পৌঁছেছিল। প্রখ্যাত ক্রিকেট-ভাষ্যকার ও সাংবাদিক বেরী সর্বাধি-কারীর মতে, "পৃথিবীর নানা দেশে আমার দেখা শতাধিক টেস্টের কোন খেলায় এমন উত্তেজনা দেখিনি।"

অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক আজ ম্যাচ ছেড়ে দিয়ে খেলা পরিচালনা করেননি। সময়মত বোলার পরিবর্তন করেছেন। করেছেন ফিল্ডিং ও ফিল্ডারের রদবদল। নিখুঁত ফিল্ডিং। প্রতিটি খেলোয়াড় যথাসাধ্য খেলেছেন।

এদিকে মাঠের অবস্থা মোটেই ব্যাটসম্যানদের অনুকূল নয়। বল বেশ খানিকটা বাঁক খাচ্ছিল। মাঝে মাঝে লাফিয়েও ওঠে।

এর মধ্যে খেলতে গিয়ে মাত্র ৭৫ মিনিটের মধ্যে সুর্তি, সরদেশাই ও হনুমন্ত ফিরে যান। সাত উইকেটে ১৮০ রাণ করতে হবে এই

পরিস্থিতিতে খেলা শুরু। গতদিন ছিল ৩ উইকেটে ৭৪। আজ ১২২, ৬ উইকেটের বিনিময়ে। এই তিনটির মধ্যে স্মৃতির উইকেটটি পান ডিভার্স ; বাকি ছুটি ম্যাকেঞ্জি।

মনে হয়েছিল, জয় বুঝি আর সম্ভব নয়। ঠিক এই অবস্থায় রুখে দাঁড়ালেন অধিনায়ক পতৌদি আর মঞ্জরেকার। তখনও ১৩২ রাণ প্রয়োজন জয়ের জন্য। সিম্পসন মরীয়া, প্রতিটি ফিল্ডসম্যান সতর্ক।

পতৌদি ও মঞ্জরেকার তাঁদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন। দেখে-শুনে দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে চলেন তাঁরা। দলের শেষ আশা তাঁরাই।

পতৌদি যখন ১৬, মঞ্জরেকার ৯, ভারতের ১৪৬ রাণ ; মধ্যাহ্ন-ভোজের বিরতি হল তখন। দুজনই অপরাজিত। ডিভার্স, কাউপার, এবং বুথও ব্যর্থ হয়েছেন এঁদের জুটি ভাঙতে।

চা-পানের পর জয়ের জন্য ১০৮ রাণের প্রয়োজন। ৪টি উইকেট হাতে। ক্রিজে দাঁড়িয়ে পতৌদি আর মঞ্জরেকার। তবুও জল্পনা—ভারতের পক্ষে ওই রাণ তোলা সম্ভব হবে তো ?

ম্যাকেঞ্জিকে আবার আনা হল। পতৌদি একসময় রাণ-আউট হতে গিয়েও রেহাই পান। বার বার বোলার পাল্টানো চলতে থাকে। এক সময় ভারতের ১৫০ রাণ পূর্ণ হয়। মার্টিন ও ডিভার্সের বলে ছুটি বাউণ্ডারি মারেন পতৌদি। দুই ব্যাটসম্যান একঘণ্টা খেলে অমূল্য ৩২টি রাণ সংগ্রহ করেন।

সিম্পসন, কাউপার এবং বুথও বল নিয়ে আক্রমণ রচনায় উদ্যোগী। তবুও মঞ্জরেকার ও পতৌদি অবিচল। দলের ২০০ রাণ পূর্ণ হল। পতৌদি তখন ৪৫, মঞ্জরেকার ৩১। দুজনই অপরাজিত।

আশা-নিরাশার মধ্যে খেলা এগুচ্ছে। সারা মাঠ যেন থর-থর করে কাঁপছে। প্রতিটি বল খেলা হচ্ছে। ৪০ হাজার মানুষ উৎকণ্ঠিত মনে দেখছে আগাগোড়া। খেলা থেকে চোখ ফেরানো অসম্ভব।

এদিকে ২০০ রাণ পূর্ণ হতেই সিম্পসন নতুন অস্ত্র গ্রহণ করলেন। নতুন বলে বোলিং শুরু করলেন পেস বোলাররা। ওদিকে পতৌদি ও

মঞ্জরেকার আজ যেন সব অবস্থার মোকাবিলায় প্রস্তুত। দুজনে ৮৯ রাণ যোগ করলেন। পতৌদি ৫০ রাণ এবং মঞ্জরেকার তাঁর ৩৯ রাণ পূর্ণ করলেন। আরও ৩৯ রাণ প্রয়োজন জয়ের জন্য। এই সময় চা-পানের বিরতি। পতৌদি ও মঞ্জরেকার ফিরে চললেন প্যাভিলিয়ানে।

চা-পানের বিরতি শেষ। দুই ব্যাটসম্যান আবার খেলতে এলেন। কিন্তু মঞ্জরেকার যেন কিছুটা অমনোযোগী। এক রাণও যোগ করতে পারলেন না। ওই ৩৯ রাণের মাথায় তিনি উইকেটরক্ষক জার্মানের হাতে ধরা পড়ে ফিরে গেলেন। বোলার কনোলীর প্রথম ওভারের (এই পর্যায়ের) দ্বিতীয় বল মঞ্জরেকার ঠিকমত খেলতে পারলেন না। পতন সপ্তম উইকেটের।

বোড়ে খেলতে এসে এই কনোলীর ওভারের শেষ বল সুন্দর-ভাবে মেরে ৩টি রাণ নিলেন। পতৌদি করলেন আরও দুটি রাণ। কিন্তু পতৌদি আউট হলেন ওই কনোলীর বলে বার্জের হাতে। পতৌদি বলটি কাট করতে গিয়ে বিপদ ডেকে আনলেন। অদ্ভুত-ভাবে বার্জ ক্যাচটি ধরে সমর্থকদের মনে আবার প্রশ্ন জাগালেন—ভারত কি জয়ী হতে পারবে?

মাত্র ৯ রাণের মধ্যে দুটি মূল্যবান উইকেটের পতন—যাঁরা একত্রে অমূল্য ৯১টি রাণ যোগ করেছেন। পতৌদির দান এর মধ্যে ৫৩। ২০২ মিনিটে ৪টি বাউণ্ডারিসহ সংগৃহীত হয়েছে এই রাণ। অতি সতর্ক একটি ইনিংসের পরিসমাপ্তি। আশা আবার যেন কিছুটা দূরে সরে গেল।

খেলতে এলেন ইন্দ্রজিৎ সিং। ২২৪ রাণে ৮টি উইকেট পড়ে গেছে। জয়ের জন্য তখনও প্রয়োজন ৩০টি রাণ।

দশম জয়

ভারত-নিউজিল্যাণ্ড

চতুর্থ টেস্ট ঃ ফিরোজ শাহ্ কোটলা (নয়াদিল্লী)

ভারত	নিউজিল্যাণ্ড
পতৌদি (অধিনায়ক)	জন রীড (অধিনায়ক)
এফ এঞ্জিনিয়ার (উইকেটরক্ষক)	গ্রাহাম ডাউলিং
সি জি বোড়ে	টেরি জার্ভিস
ডি এন সরদেশাই	রক মর্গান
এম এল জয়সীমা	বিভান কংডন
ডি সুব্রহ্মনিয়ম	বার্ট সাটক্লিফ
হনুমন্ত সিং	ভিক্টর পোলার্ড
আর নাদকার্নী	জন ওয়ার্ড
আর দেশাই	ভিক কলিজ
বেঙ্কটরাঘবন	বি টেলর
বি এস চন্দ্রশেখর	ক্যামেরন

প্রথম দিন

নিউজিল্যাণ্ডের ৭ উইকেটে ২৩৫ রাণ

নয়াদিল্লী, ১৯ মারচ—আজ ভারত ও নিউজিল্যাণ্ডের চতুর্থ টেস্ট শুরু হয়েছে। নিউজিল্যাণ্ড অধিনায়ক রীড টসে জিতে প্রথম ব্যাটিং নেন। আজ তাঁর দল দিনের শেষে সংগ্রহ করেছে ১৩৫ রাণ, হারাতে হয়েছে ৭টি উইকেট।

টেস্ট-জীবনের সূচনায় ভারতের স্পিন বোলার বেঙ্কটরাঘবন আজ স্মরণীয় বল করেছেন। ৬২ রাণের বিনিময়ে আজ তিনি নিউজিল্যাণ্ডের পাঁচটি উইকেট দখল করেছেন। বাকি দুটি উইকেট পেয়েছেন অপর স্পিনার চন্দ্রশেখর।

আজ ভারতের অধিনায়ক পতৌদি ও নিউজিল্যাণ্ড দলপতি জন রীড যখন টস করতে নামেন, মাঠ তখন দর্শকে অর্ধেক পূর্ণ। রীড টসে জিতে প্রথম ব্যাটিং গ্রহণ করেন।

রীড আজ সম্পূর্ণ সুস্থ না হলেও খেলতে নামেন। কিন্তু মজ, ইউল ও সিনক্লেয়ার পেটের অসুখে আক্রান্ত থাকায় তাঁদের বদলে কলিজ, ক্যামেরন ও জার্ভিস দলভুক্ত হন।

ভারতীয় দলে ডুরানীর বদলে সুব্রহ্মনিয়মকে নেওয়া হয়।

আজ নিউজিল্যাণ্ডের ব্যাটিং-এর সূচনা করতে আসেন ডার্উলিং ও জার্ভিস। দেশাই এই পিচ থেকে কোন সাহায্যই পান না।

কিন্তু মধ্যাহ্ন-ভোজের আগেই নিউজিল্যাণ্ডের এই দুটি উইকেট পড়ে যায়। অফ-স্পিন বোলার বেঙ্কটরাঘবন দুটি উইকেট পান।

ডাউলিং বেঙ্কটের বল ঠিকমত বুঝে খেলতে না পারায় লেগ বিফোর হন।

জার্ভিস বেশ কিছুটা আত্মবিশ্বাস নিয়ে খেলতে থাকলেও বেঙ্কট তাঁকে বোল্ড করেন।

তাঁর পরিবর্তে খেলতে আসেন কংডন, এর আগে দ্বিতীয় উইকেটে খেলতে আসেন মরগ্যান।

মধ্যাহ্ন-ভোজের পর কংডন রাণ তুলতে বেশ সচেষ্ট। চন্দ্রশেখর, নাদকার্নী ও বেঙ্কটের বলে তিনটি ওভার বাউণ্ডারি মারেন। কিন্তু ৫০ রাণ পূর্ণ করার আগেই মিড-অফে তিনি চন্দ্রশেখরের হাতে ধরা পড়েন। বেঙ্কটের বল জোরে হিট করতে গিয়ে এই বিপত্তি। তিনি আউট হন ৪৮ রাণ করে, ১০৯ রাণের মাথায়। খেলতে আসেন জন রীড। পতৌদি চন্দ্রশেখরকে বল করতে দেন। সাটক্লিফ খেলতে এসে বোল্ড হন। উইকেটটি পান বেঙ্কটরাঘবন।

নিউজিল্যাণ্ড বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে। তবে অপরদিকে মরগ্যানের উইকেটটি অটুট। এদিকে টেলর, পোলার্ড ও ওয়ার্ড খেলতে এসে কিছু রাণ সংগ্রহ করেন।

এর মধ্যে টেলর চন্দ্রশেখরের বলে স্লিপে ক্যাচ আউট হন। টেলরও একটি ওভার বাউণ্ডারি মারেন। পোলার্ড বেঙ্কটরাঘবনের বলে বোল্ড হন। ওয়ার্ড ও মরগ্যান শেষ পর্যন্ত যথাক্রমে ৭ ও ৬৮ রাণে অপরাজিত থাকেন। এঁরা দুজনে ৪১ রাণ যোগ করেন।

মরগ্যান ও কংডনের জুটি সংগ্রহ করেছিল ৫৬ রাণ।

মরগ্যান আজ যদি বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে ভারতীয় বোলিং-এর মোকাবিলা না করতেন, তা হলে নিউজিল্যাণ্ড এত রাণ সংগ্রহ করতে পারত কিনা সন্দেহ।

বেঙ্কটের স্মরণীয় বোলিং

ভারতের তরুণ অফ-স্পিনার বেঙ্কটরাঘবন আজ সত্যিই সুন্দরভাবে বল করেছেন। ৪৪ ওভার বল করেছেন তিনি। নিখুঁত লেংথ ও স্পিন নিউজিল্যাণ্ডের ব্যাটসম্যানদের কাছে ভয়াবহ হয়ে দেখা দেয়। এই ৪৪ ওভারের ২৪ ওভারে তাঁরা কোন রাণ করতে পারেননি।

আজকের উইকেটে বল অনেক সময় নীচু হয়ে এসেছে, কখনও বা লাফিয়েছে। শেষদিকে নাদকার্নীর একটি বল লাফিয়ে ওঠায় ওয়ার্ড পায়ে আঘাত পান। মনে হয় উইকেটের চরিত্র বদলে যাবে।

দ্বিতীয় দিন

সরদেশাইয়ের দ্রুত সেঞ্চুরি

নয়াদিল্লী, ২০ মারচ—শেষ টেস্টের দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ। অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে ভারতের অবস্থাটা বেশ আশাজনক।

প্রথমত আজ নিউজিল্যাণ্ড দল বাকি ৩টি উইকেটে মাত্র ২৭ রান করেছে। দলের প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ২৬২ রানে। ভারত পরে খেলে দিনের শেষে সংগ্রহ করেছে ৩৪০ রান। বিপক্ষ দল থেকে বেশ কিছুটা এগিয়ে আছে। উপরন্তু ভারতের হাতে এখনও ৭টি উইকেট।

আজ বেঙ্কটরাঘবন আবার বোলিং-এর কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁরই বোলিং-এর জন্য নিউজিল্যাণ্ড দল মাত্র ৪৫ মিনিট খেলে ব্যাট ছেড়ে দিতে বাধ্য হয। আজকের তিনটি উইকেটই পেলেন বেঙ্কট-রাঘবন।

তাঁর বলের গড় হিসাব ৫১-২৬-৭২-৮। এত ভাল গড এখন পর্যন্ত ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেটে আর কারুরই নেই।

ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের মধ্যে দিলীপ সরদেশাই নামটি সবার আগে স্মরণীয়। আজ তিনি ১০৬ রাণ করে পর-পর ছুটি টেস্টে ও ছুটি ইনিংসে শতরাণ করার কৃতিত্ব দেখালেন। তার চেয়েও বড় কথা, মাত্র ১১৮ মিনিটে আজ তিনি শতরাণ পূর্ণ করেন। প্রাণবন্ত ও চিত্তাকর্ষক ব্যাটিং। ব্যাটিং-এ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন আজ চাঁদু বোড়ে, হনুমন্ত সিং ও অধিনায়ক পতৌদিও।

হনুমন্তের প্রথম ৫০ রাণের মধ্যে ১১টি বাউণ্ডারি হয়। আরও

তৃতীয় দিন

পতৌদির সেঞ্চুরি

নয়াদিল্লী, ২১ মারচ—আজ ভারত তাদের প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করেছে ৪৬৫ রাণে। হাতে ২টি উইকেট। তখন ছটো বাজতে দু মিনিট বাকি।

নিউজিল্যাণ্ড বাকি সময়টুকু খেলে সংগ্রহ করেছে ৯৫ রাণ। হারিয়েছে ৪টি উইকেট। অর্থাৎ নিউজিল্যাণ্ডের ইনিংস-পরাজয়ের হাত থেকে বাচতে হলে এখনও ১০৮ রাণ করতে হবে বাকি ছয়টি উইকেটে।

নিউজিল্যাণ্ডের পক্ষে এ অসাধ্য সাধন নৈ নয়। খেলার এখনও পুরো একদিন বাকি।

আজ পতৌদি তাঁর টেস্ট-জীবনের পঞ্চম শতরাণ করেন। ২২০ মিনিট খেলে তিনি করেন ১১৩ রাণ। এর মধ্যে ১৭টি বাউণ্ডারি ও ২টি ওভার বাউণ্ডারি।

ভারত মোট ৪৯৫ মিনিটের খেলায় ৪৬৫ রাণ সংগ্রহ করেছে।

আজ খেলার শুরুতেই মাঠ দর্শক-ঠাসা। এ পর্যায়ের টেস্ট খেলায় এত দর্শক আশা করা যায়নি। ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের ব্যাটিং-এর আকর্ষণই তাঁদের মাঠে টেনে এনেছে।

ভারতীয় ব্যাটসম্যানদ্বয় পতৌদি ও বোড়ে আজও খেলতে এসে দ্রুত রাণ তুলতে সচেষ্ট হন। কিন্তু নিউজিল্যাণ্ডের বোলার ক্যামেরনের জন্য সব সময় তা সম্ভব হয় না। সত্যিই তিনি চমৎকার বল করেছেন। তবুও বোড়ে ও পতৌদি দুজনেই মারার বল মেরে

খেলতে থাকেন। বোড়ে শেষ পর্যন্ত ক্যামেরনের বাইরের একটি বল ড্রাইভ করতে গিয়ে ফার্স্ট স্লিপে জার্ভিসের হাতে ধরা পড়েন।

এর পরে খেলতে আসেন সুব্রহ্মনিয়ম। সরকারী টেস্টে এই তাঁর প্রথম খেলা। সতর্কভাবে তিনি খেলতে থাকেন। এতে রাণ ওঠার গতি কিছুটা কমে যায়। কিন্তু পতৌদি এর মধ্যে সুযোগ পেলেই রাণ সংগ্রহ করতে থাকেন।

এর পর দুই স্পিনার মর্গান ও পোলার্ড দু'দিক থেকে বল করতে থাকেন। রাণের গতিও বেড়ে যায়। পোলার্ডের প্রথম বলেই পতৌদি বাউণ্ডারি মারেন। বলটি মিড-উইকেটের বেশ কিছু ওপর দিয়ে গিয়ে বাইরে পড়ে। নতুন বলে এর পরে বল করতে আসেন দু'দিক থেকে কলিজ ও টেলর। সুব্রহ্মনিয়ম টেলরের বলে ও এঞ্জিনিয়ার খেলতে এসে কলিজের বলে আউট হন।

এর পরেই অধিনায়ক পতৌদিকে প্যাভিলিয়নে ফেরত যেতে হল। ওই কলিজের বলেই তিনি সরাসরি বোল্ড হন। প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা উইকেটে থেকে পতৌদি সংগ্রহ করেন ১১৩ রাণ। এর মধ্যে ১৭টি বাউণ্ডারি ও দুটি ওভার বাউণ্ডারি।

পতৌদির খেলা আজ দর্শকদের কাছে বেশ চিত্তাকর্ষক হয়। যাই হোক, এর কিছুক্ষণ পরেই ভারতের অষ্টম উইকেট পড়ে। ২৬৫ রাণের মাথায় দেশাই আউট হন। সঙ্গে সঙ্গে পতৌদি ভারতের প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

নিউজিল্যাণ্ডের বোলারদের মধ্যে আজ কলিজ ৪টি উইকেট পেয়েছেন। তাঁর চেয়েও ভাল বল করে ক্যামেরন পেয়েছেন মাত্র ১টি উইকেট।

সাত উইকেটে জিতে ভারত 'রাবার' পেল

নয়াদিল্লী, ২১ মারচ—ভারত-নিউজিল্যাণ্ডের চতুর্থ ও শেষ টেস্টে ভারত নিউজিল্যাণ্ডকে হারিয়েছে ৭ উইকেটে। পর-পর তিনটি টেস্টে কোন জয়-পরাজয় মীমাংসা হয়নি। সুতরাং শেষ টেস্টে জিতে ভারত আবার 'রাবার' পেল। প্রথম 'রাবার' তারা পেয়েছি নিউজিল্যাণ্ডের কাছে থেকে ১৯৫৫-৫৬ সালে।

নিউজিল্যাণ্ড আজ হেরেছে; কিন্তু অনেকে যা আশা করে খুবই তেমনভাবে নয়। তীব্র লড়াই চালিয়েছে তারা। চার তার গতকাল ছিল তাদের ৯৫ রাণ। আজ তারা রুখে দাঁড়িয়ে গ্রহে মাত্রা বাড়িয়ে করেছে ১৭২ রাণ। অর্থাৎ ভারতকে তারা আবা ব্যাট ধরতে বাধ্য করেছে। স্বভাবতই ব্যাট-বলের লড়াই আজ আকর্ষণীয় হয়েছিল। দর্শকরা মাঝে মাঝে চরম উত্তেজনার মধ্যেও কাটিয়েছেন।

একদিকে পরাজয়ের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য নিউজিল্যাণ্ডের মরণ-পণ করে খেলা, অন্যদিকে ভারতের জয়ের আশা আপ্রাণ চেষ্টা আজকের খেলাকে স্মরণীয় করে রাখবে।

আজ নিউজিল্যাণ্ড দল যখন তাদের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ করে ২৭২ রাণে, তখন খেলা শেষ হতে বাকি ৫৫ মিনিট। জয়ের জন্য প্রয়োজন ৭০ রাণ। ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা এই প্রয়োজনীয় রাণ সংগ্রহ করলেন মাত্র ৪০ মিনিট খেলে। খেলা শেষ হতে তখনও ১৫

খেলতোকি। তাড়াতাড়ি রাণ সংগ্রহ করতে গিয়ে পড়ে যায় তিনটি ড্রাইভ।

আজ খেলার শুরুতে গতকালের দুই অপরাজিত ব্যাটসম্যান জার্ভিস ও সাটক্লিফ খেলতে আসেন। সাটক্লিফকে দেখা যায় খোঁড়াতে খোঁড়াতে মাঠে আসছেন। তাঁর উরুর পেশীতে টান ধরায় এই অবস্থা। প্রথমে তিনি খোঁড়াতে খোঁড়াতে রাণ নিলেও পরে রাণার নিতে বাধ্য হন।

যাই হোক, এই দুই ব্যাটসম্যানকে আউট করার জন্য পতৌদি যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন, বারংবার বোলার পরিবর্তন করেছেন। কিন্তু ১৭২ রাণের আগে তিনি উইকেট পাননি। জার্ভিস ও সাটক্লিফ যোগ করেন ১০৪ রাণ।

অবশ্য আজ খেলার শুরুতে দ্বিতীয় ওভারেই সাটক্লিফ আউট এ- যদি বেঙ্কটের প্রথম ওভারে তিনি সিলি মিড-অনে যে ক্যাচ হল। .লন তা জয়সীমা ধরতে পারতেন। তখন তাঁর নিজস্ব রাণ ১৭। তিন ঘং ক্লিফ আজ আউট হন মধ্যাহ্ন-ভোজের ১০ মিনিট পরে। মধ্যে , ৫৪ রাণের মাথায়। ৩ ঘণ্টা তিনি খেলেছেন। এর মধ্যে -টি বাউণ্ডারি।

তবে তাঁর চেয়েও কৃতিত্ব বেশি জার্ভিসের; তিনি উইকেটে ছিলেন ৫ ঘণ্টারও বেশি। অপূর্ব দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে তিনি ৭৭টি অমূল্য রাণ সংগ্রহ করেন।

আজ মধ্যাহ্ন-ভোজ পর্যন্ত নিউজিল্যাণ্ড আর কোন উইকেট না হারিয়ে ১৫৭ রাণ করেন। জার্ভিস (৭১) ও সাটক্লিফ (৪৩) তখনও অপরাজিত।

মধ্যাহ্ন-ভোজের পরে পতৌদি দেশাইকে বল করতে পাঠান। কিন্তু তাঁর বল কার্যকরী হচ্ছে না দেখে চন্দ্রশেখরকে বল দেন। কাজও হল। ন্যাটা সাটক্লিফ এঞ্জিনিয়ারের হাতে ক্যাচ আউট হয়ে ফিরে যান। সুন্দর ক্যাচ, কৃতিত্বের সঙ্গে ধরেন ফারুক। এর কিছু

প্রথম দিন

ডাউলিং-এর সেঞ্চুরি

ডুনেডিন, ১৫ ফেব্রুয়ারি—ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে আজ নিউজিল্যাণ্ড ২৪৮ রাণ সংগ্রহ করেছে। হারিয়েছে ৫টি উইকেট।

আজকের খেলায় প্রধান উল্লেখ্য বিষয়—নিউজিল্যাণ্ডের ওপেনিং ব্যাটসম্যান গ্রাহাম ডাউলিং-এর ১৪৩ রাণ। তাছাড়া ডাউলিং ও কংডনের জুটিতে দ্বিতীয় উইকেটে ১৫৫ রাণ সংগ্রহ। এই রাণ ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলায় নিউজিল্যাণ্ডের নতুন রেকর্ড।

টসে জিতে নিউজিল্যাণ্ড ব্যাটিং গ্রহণ করে। তাদের সূচনা খুবই ভাল হয়। অবশ্য ৪৫ রাণের মাথায় মারে আউট হন। কিন্তু তার পরে মধ্যাহ্ন-ভোজের বিরতি পর্যন্ত দলের আর কোন উইকেট হারাতে হয়নি।

ডাউলিং ও কংডন জুটি চা-পানের সময়ও ছিলেন অপরাজিত। দলের রাণ তখন ১ উইকেটে ১৬৩।

দ্বিতীয় উইকেট পড়ে ঠিক ২০০ রাণে। তারপর বাকি ৪৮ রাণে পর-পর তিনটি উইকেটের পতন হয়।

ডাউলিং আজ খুব ধীরগতিতে রাণ তোলেন। সতর্কভাবে তিনি খেলেছেন, বেশ আস্থার সঙ্গেই। ভারতের স্পিনাররা তাঁকে খুব বেশি অসুবিধায় খেলতে পারেননি। কিন্তু নিউজিল্যাণ্ডের অন্য কোন খেলোয়াড় তেমন সুবিধা করতে পারলেন না স্বদেশের মাঠে।

কংডন কয়েকটি ভাল মার মেরেছেন। তা সত্ত্বেও তিনি তেমন ভালভাবে খেলতে পারেননি। তাঁর বিরুদ্ধে ২০ বার এল বি

ডবলিউ-এর আবেদন উঠেছে। নাদকার্নীর বল খেলতে কংডনের অসুবিধা হতে থাকে সবচেয়ে বেশি। অবশেষে সেই নাদকার্নীর বলেই তিনি বোল্ড হন। তিনি করেছেন ৬৮ রাণ।

ডাউলিং আজ ২৬২ মিনিটে শতরাণ পূর্ণ করেন। তাঁর ও কংডনের জুটিতে ১৫৫ রাণ হয় প্রায় ৪ ঘণ্টায়। এর মধ্যে কংডন ৩২ ও ৩৮ রাণের মাথায় দুবার স্লিপে ক্যাচ তুলেও অব্যাহতি পান। দুবারই ওয়াড়েকর ক্যাচ ফেলে দেন।

অধিনায়ক ব্যারী সিনক্লেয়ার খেলতে এসে মাত্র দুটি বল মেরেই বিদায় নেন। তিনি কোন রাণ করতে পারেননি।

ভারতীয় স্পিনাররা আজ সুন্দরভাবে বল করেছেন এবং বলে স্পিন ধরেছে। মনে হয় পরে বল আরও বেশি স্পিন ধরবে।

আজ অবশ্য আবিদ আলী নতুন বলে মোটামুটি সফল হয়েছেন। নতুন বলে ৬ ওভার বল করে মাত্র ৪ রাণ দিয়ে তিনি ২টি উইকেট পান।

ভারতের প্রথম ইনিংস

ভারত বাকি সময় খেলে সংগ্রহ করেছে ২০২ রাণ। এঞ্জিনিয়ার ও ওয়াড়েকার দুজনেই আজ বেপরোয়া ব্যাটিং করেছেন। তা সত্ত্বেও বলা চলে নিউজিল্যাণ্ড দলের ফিল্ডিং-এর গলদের জন্য ভারত বহু রাণ পেয়েছে।

এঞ্জিনিয়ার ৪ বার ক্যাচ তুলে অব্যাহতি পান। কর্সি স্মৃতি ক্যাচ তুলেছিলেন ৩ রাণের মাথায়, তাও পড়ে যায়।

নিউজিল্যাণ্ড দলের কি পেস বল, কি স্পিন বল কোনটাই তেমন মারাত্মক হয়নি। ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা খেলেছেন বেশ স্বাভাবিক-ভাবেই। এর মধ্যে এঞ্জিনিয়ারের কয়েকটি মার বেশ উপভোগ্য হয়। আবিদ ও এঞ্জিনিয়ার মাত্র ২৫ মিনিটে সংগ্রহ করেন ৩৯ রাণ। ভারতের প্রথম শতরাণ পূর্ণ হয় ৯৫ মিনিট।

আজকের খেলা শেষের কিছুক্ষণ আগে ওয়াড়েকর আউট হন। আউট হন ৮০ রাণ করে। অধিনায়ক পতৌদি আজ শেষ সময়ে কোন ব্যাটসম্যানকে না পাঠিয়ে বোলার প্রসন্নকে ক্রিজে পাঠালেন নাইট ওয়াচম্যান করে।

তৃতীয় দিন

প্রথম ইনিংসে ভারত ৯ রানে এগিয়ে

ডুনেডিন, ১৭ ফেব্রুয়ারি—ভারত আজ প্রথম ইনিংস শেষ করেছে ৩৫৯ রানে। সুতরাং প্রথম ইনিংসে নিউজিল্যাণ্ড পিছিয়ে আছে ৯ রানে। নিউজিল্যাণ্ড এর পরে ব্যাট করে তাদের দ্বিতীয় ইনিংসে ৩টি উইকেট হারিয়ে সংগ্রহ করেছে ৮৪ রাণ।

ভারতের রামকান্ত দেশাই ও বিষেণ সিং বেদী দশম উইকেটে ৫৭ রাণ করেছেন। নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ভারতের এটি একটি টেস্ট রেকর্ড।

নিউজিল্যাণ্ডের ৩৫০ রাণের উত্তরে দ্বিতীয় দিনের শেষে ভারত ৩ উইকেট করেছিল ২০২ রাণ। আজ ৩৫৯ রাণের মধ্যে ভারতের বাকি ৭টি উইকেট পড়ে যায়। একসময়ে আশঙ্কা ছিল, ভারত প্রথম ইনিংসে নিউজিল্যাণ্ড দলের রাণসংখ্যা ছাড়িয়ে যেতে পারবে কিনা।

এই পরিস্থিতিতে দেশাই ও বেদী সাহসের সঙ্গে নিউজিল্যাণ্ডের বোলারদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। দেশাই ও বেদী দুজনে একত্রে শেষ উইকেটে যোগ করেন ৫৭ রাণ।

দেশাই-এর ৩২ রাণ খুবই প্রশংসনীয়। ব্যাট করবার সময় তিনি একবার চোয়ালে আঘাত পান, তা সত্ত্বেও তিনি খেলা অব্যাহত রাখেন এবং শেষ পর্যন্ত অপরাজিত থাকেন। এমনকি নিউজিল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের শুরুতে তাঁকে বোলিং শুরু করতেও দেখা যায়। খেলার শেষে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাঁর চোয়ালের

চতুর্থ দিন

৩৯ রাণ করলেই ভারত জিতবে

ডুনেডিন, ১৯ ফেব্রুয়ারি—চতুর্থ দিনের খেলা শেষ। বিদেশের মাটিতে ভারতের প্রথম টেস্ট ক্রিকেট জয় একরকম নিশ্চিত। ভারতের জয়ের জন্য দরকার ৩৯ রাণ। হাতে এখনও ৭টি উইকেট। অনিশ্চিত ক্রিকেট। তবুও বলা চলে এ পরিস্থিতিতে ভারত নিশ্চিত জয়ের আশা করতে পারে। খেলার এখনও পুরো একদিন বাকি।

আজ মধ্যাহ্ন-ভোজের পরেই ২০৮ রাণে নিউজিল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়। ভারত তাদের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করে দিনের শেষে ৩ উইকেটে তুলেছে ১৬১ রাণ।

গত দিন নিউজিল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসে হয়েছিল ৮৪ রাণ, ৩ উইকেটে। মারে ও ইউল ছিলেন অপরাজিত। আজ সুন্দর আবহাওয়ার মধ্যে তাঁরাই খেলা শুরু করেন। প্রসন্ন ও বেদী দুদিক থেকে বল করতে থাকেন। প্রসন্নর তৃতীয় ওভারের প্রথম বলেই মারে আউট হন। বলটি এগিয়ে গিয়ে মারতে যান মারে। ব্যাটে না লেগে বলটি লেগ-স্টাম্পে লাগে। পোলার্ড খেলতে আসেন। ওদিকে ইউল মাত্র ২ রাণ করে প্রসন্নর চতুর্থ ওভারে সরাসরি বোল্ড হন। ৯২ রাণে ৫টি উইকেট পড়ে যায়। মাত্র ২৩ মিনিটের খেলায় পর-পর দুটি উইকেট হারাতে হয় নিউজিল্যাণ্ডকে।

এম বার্জেস এলে রাণ উঠতে থাকে। ১২০ রাণের মাথায় পোলার্ড বেদীর বলে আবিদের হাতে ক্যাচ আউট হন। মজ

খেলতে এলে আবার রাণ উঠতে থাকে। তিনি ২২ রাণ করে প্রসন্নর বলে পরিবর্ত ফিল্ডার সাকসেনার হাতে ক্যাচ আউট হন। দলের রাণ তখন ১৪২, পতন হয় সপ্তম উইকেটের।

টেলর খেলতে আসেন। মধ্যাহ্ন-ভোজের সময় পর্যন্ত দলের রাণ সংগৃহীত হয় ১৮৬টি। বার্জেস ৩৯ ও টেলর ২৩ রাণে অপরাজিত।

মধ্যাহ্ন-ভোজের পর

মধ্যাহ্ন-ভোজের পর টেলর প্রসন্নর বল জোরে মারতে গিয়ে এঞ্জিনিয়ারের হাতে ক্যাচ আউট হন। জে এলাবেস্টর খেলতে আসেন। দলের ১৯০ রাণের মাথায় নবম উইকেটের পতন। ৩৯ রাণ করে বার্জেস রাণ-আউট।

দলের শেষ খেলোয়াড় হারফোর্ড এবার এলেন। ২০৮ রাণের মাথায় ৬ রাণ করে প্রসন্নর বলে তিনি লেগ বিফোর। এলাবেস্টর অপরাজিত থাকেন ১৩ রাণে। নিউজিল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয় ওই ২০৮ রাণের মাথায়।

পঞ্চম দিন

ভারত পাঁচ উইকেটে বিজয়ী

ডুনেডিন, ২০ ফেব্রুয়ারি—আজ প্রথম টেস্টের শেষদিনে নিউজিল্যাণ্ড ভারতের কাছে পরাজিত হয়েছে ৫ উইকেটে। বিদেশের মাটিতে ভারতের এই প্রথম জয়।

মোট ১০৫টি টেস্ট খেলায় ভারতের এটি একাদশ জয়। পরাজয় ৪৪টিতে।

ঝড়বৃষ্টিতে মাঠের অবস্থা শোচনীয়

চতুর্থ দিনের খেলা শেষ হবার পরে রাত্রে খুব ঝড়বৃষ্টি হয়। মাঠের অবস্থাও শোচনীয় হয়ে পড়ে। সকালেও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিও পড়তে থাকে। ১১টার আগেই ভারতীয় দল মাঠে উপস্থিত হয়। খেলা শেষ হবে কিনা অনিশ্চিত।

সাড়ে ১০টার সময় দুই আম্পায়ার মাঠ দেখে খেলার অনুপযুক্ত বলে ঘোষণা করেন। ১১টায় খেলা স্বভাবতই শুরু হতে পারে না। সাড়ে ১১টায় তাঁরা আবার মাঠ দেখেন ও মাঠ খেলার উপযুক্ত বলে অভিমত প্রকাশ করেন।

আগের দিন পতৌদি ৩ রাণ ও ওয়াড়েকর ৭১ রাণ করে নট

আউট ছিলেন। আজ দুদিক থেকে এলাবেস্টর ও টেলর বল শুরু করেন। পতৌদি ২ রাণ করেন। কিন্তু ওয়াড়েকর এলাবেস্টরের বল কাট করলে ক্যাচ ওঠে। মারে ছুটে গিয়ে দ্বিতীয় স্লিপ থেকে তা ধরেন। ১৬৩ রাণে ৪র্থ উইকেটের পতন ঘটে।

জয়সীমা খেলতে আসেন। দুজনেই সতর্কভাবে খেলতে থাকেন। ১৬৯ রাণ হলে পতৌদি টেলরের বল সোজা মারতে গিয়ে টেলরের হাতেই ক্যাচ আউট হন ১১ রাণ করে।

মাত্র ৮ রাণে ভারতের ২টি উইকেট পড়ে যাওয়ায় নিউজিল্যাণ্ড খেলোয়াড়রা উৎসাহিত। বোড়ে খেলতে আসেন। দুজনেই তাঁদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন। রাণ উঠতে থাকে। মধ্যাহ্ন-ভোজের বিরতি হয়। ভারতের ৫ উইকেট ১৯৪ রাণে। জয়সীমা ৬ ও বোড়ে ১৪ রাণে অপরাজিত।

বোড়ের জয়সূচক স্ট্রোক

মধ্যাহ্ন-ভোজের পর এলাবেস্টর ও টেলর আবার দুদিক থেকে বল শুরু করেন। জয়সীমা ৫ রাণ সংগ্রহ করেন। শেষ পর্যন্ত বোড়ে বিজয়সূচক স্ট্রোকটি করলে খেলার উপর যবনিকা পড়ে। ভারত বিজয়ী হয় ৫ উইকেটে।

দ্বাদশ জয়

ভারত-নিউজিল্যাণ্ড

চতুর্থ টেস্ট : ওয়েলিংটন

ভারত	নিউজিল্যাণ্ড
পতৌদি (অধিনায়ক)	জি ডাউলিং (অধিনায়ক)
আবিদ আলী	বি মারে
ফারুক এঞ্জিনিয়ার (উইকেটরক্ষক)	বি কংডন
এ এল ওয়াড়েকর	এম বার্জেস
আর স্থূর্তি	কে টমসন
চাঁছু বোড়ে	ভি পোলার্ড
এম এল জয়সীমা	বি টেলর
বাপু নাদকার্নী	আর মজ
বি এস বেদী	আর কলিজ
ই প্রসন্ন	জে এলাবেস্টর
ভি সুব্রহ্মনিয়ম	আর হারফোর্ড (উইকেটরক্ষক)

প্রথম দিন

সারাদিনে নিউজিল্যাণ্ডের ১৪৭ রাণ

ওয়েলিংটন, ২৯ ফেব্রুয়ারি—আজ ভারত ও নিউজিল্যাণ্ডের তৃতীয় টেস্টের প্রথম দিন। নিউজিল্যাণ্ড দল আজ সারাদিন ব্যাট করে সংগ্রহ করেছে মাত্র ১৪৭ রাণ। আলো কম, ঝিরঝিরে বৃষ্টি, এসবের জন্য আজ মোট ১০২ মিনিট খেলা হতে পারেনি। তবুও নিউজিল্যাণ্ড সারাদিনে শম্বুকগতিতে ব্যাট চালিয়েছে।

মাত্র ৩৮ রাণের মধ্যে দলের ৪টি উইকেট পড়ে যাওয়ায় আজ নিউজিল্যাণ্ড দলের বিপর্যয় দেখা দেয়। মারক বার্জেস দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে এই অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন ঘটান। বার্জেস ৬৩ রাণ করে অপরাজিত আছেন।

ভারতীয় বোলারদের মধ্যে আজ সুর্তি সবচেয়ে সফল। ৪১ রাণের বিনিময়ে আজ তিনি ৩টি উইকেটের পতন ঘটিয়েছেন।

আজ সকাল থেকেই গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হয়েছে। সকালে চতুর্দিক ছিল কুয়াশায় ঢাকা। ভিজে পিচ। টস করবার আগেও দেখা যায় আকাশে মেঘ। নিউজিল্যাণ্ড দলনায়ক গ্রাহাম ডাউলিং টসে জয়লাভ করেন। তিনি কিছুটা অপ্রত্যাশিতভাবেই দলের ব্যাটিং গ্রহণ করেন।

ডাউলিং নিজে ও মারে দলের ব্যাটিং শুরু করেন। অপরপক্ষে সুর্তি ও আবিদ আলী বল করতে থাকেন। পিচের অবস্থা ভারতীয় বোলারদের পক্ষে সহায়ক। ব্যাটসম্যানরা খুব সতর্কভাবে খেলতে থাকেন। স্বভাবতই রাণও খুব ধীরে ধীরে উঠতে থাকে।

ভারতীয় বোলারদের আধিপত্যও দেখা যায়। ২৪ রাণের মাথায় ডাউলিং স্বুর্তির বল লেগের দিকে ঘুরিয়ে মারতে গিয়ে ওয়াড়েকরের হাতে ক্যাচ আউট হন। ১৫ রাণে দলনায়ক ফিরে যান। কংডন খেলতে আসেন। মাত্র ৬ রাণ যোগ হবার পরে কংডনও আউট। এবারও বোলার স্বুর্তি, ক্যাচও ধরেন ওয়াড়েকর।

বার্জেস খেলতে আসেন। দলের রাণ ৩০ থেকে ৩৩-এ ওঠে। এবার আউট হন মারে, ১০ রাণ করে। মারেকে রাণ-আউট করেন বোড়ে। টমসন খেলতে আসেন। মধ্যাহ্ন-ভোজের সময় পর্যন্ত আর কোন উইকেট না হারিয়ে নিউজিল্যাণ্ডের ৬৬ রাণ ওঠে. বার্জেস ১৫ ও টমসন ১৭ রাণে অপরাজিত থাকেন।

মধ্যাহ্ন-ভোজের পর আরও একটি উইকেট পড়ে নিউজিল্যাণ্ডের। এবার টমসন বিদায় নেন ২৫ রাণ করে। দলের রাণ তখন ৮৮। এ উইকেটটিও পান স্বুর্তি। ভি পোলার্ড খেলতে আসেন। বার্জেস এবার কিছুটা সাহসের সঙ্গে ব্যাট চালাতে থাকেন।

৬৫ মিনিট খেলে বার্জেস তাঁর নিজস্ব ৫০ রাণ পূর্ণ করেন. রাণ মোটামুটি ভালই উঠতে থাকে। চা-পানের সময় নিউজিল্যাণ্ডের রাণ দাঁড়ায় ৪ উইকেটে ১২৭। নিউজিল্যাণ্ড তাদের শতরাণ পূর্ণ করে ১৭৩ মিনিট খেলে।

এদিকে ঘন-ঘন বোলার পরিবর্তন হতে থাকে কিন্তু পোলার্ড ও বার্জেস জুটি অটুট। দিনের শেষ পর্যন্ত এঁরাই খেলতে থাকেন। বার্জেস (৬৩) ও পোলার্ড (২০) এখনও অপরাজিত। রাণ ৪ উইকেটে ১৪৭।

তৃতীয় দিন

ওয়াড়েকরের সেঞ্চুরি ভারতকে জয়ের পথে এগিয়ে দিল

ওয়েলিংটন, ২ মার্চ—ভারতের প্রথম ইনিংস আজ শেষ হয়েছে [illegible] রাণে। এর মধ্যে ওয়াড়েকরের সংগ্রহ ১৪৩ রাণ। ওই ১৪৩টি রাণ নিউজিল্যাণ্ড দল সংগ্রহ করেছে তাদের দ্বিতীয় ইংনিসে। হারাতে হয়েছে ৪টি উইকেট। খেলার এখনও দু'দিন বাকি। [illegible] জয়ের সম্ভাবনা বেশ উজ্জ্বল।

ভারত আগের দিন ৫ উইকেটের বিনিময়ে তুলেছিল ২০০ রাণ। ওয়াড়েকর ৭৮ ও জয়সীমা ৫ রাণে অপরাজিত ছিলেন। আজ খেলার শুরুতে কলিজ ও এলাবেস্টর সুন্দরভাবে বল করতে থাকলে ওঁদের দুজনের রাণ তোলা বেশ কষ্টকর হয়ে ওঠে। আধঘণ্টা খেলায় রাণ হয় ১১।

জয়সীমা আজ নিজস্ব ২০ রাণ করলে টেস্ট খেলায় তাঁর নিজস্ব সহস্র রাণ পূর্ণ হয়। কিন্তু এই ২০ রাণের মাথায়ই তিনি এলাবেস্টরের বলে হারফোর্ডের হাতে ক্যাচ আউট হয়ে ফিরে যান।

নাদকার্ণি খেলতে আসেন। মাত্র ৩ রাণ করে তিনিও এলাবেস্টরের বলে আউট হন মারের হাতে ধরা পড়ে। ভারতের তখন ২৬৮ রাণ, ৭ উইকেটে।

প্রসন্ন খেলতে আসেন। এদিকে ওয়াড়েকরও নিজস্ব শতরাণ পূর্ণ করেন ৩০০ মিনিট খেলে। কিন্তু দলের ২৯৫ রাণের মাথায় ওয়াড়েকরও বিদায় নেন। কলিজের বলে হারফোর্ডের হাতে যখন

তিনি ধরা পড়েন, তখন তাঁর নিজস্ব রাণ ১৪৩। তিনি উইকেটে ছিলেন প্রায় ৬ ঘণ্টা। তার মধ্যে ১২টি বাউণ্ডারি মারেন।

প্রসন্ন মধ্যাহ্ন-ভোজের পর মাত্র ১ রাণ করেই টেলরের বলে আউট হন। শেষ খেলোয়াড় বেদী। দলীয় ৩০০ রাণ পূর্ণ হতে তখনও ৪টি রাণ বাকি।

বেদী ও সুব্রহ্মনিয়ম দুজনেই বেশ পিটিয়ে খেলতে থাকেন। রাণ উঠতে থাকে দ্রুত। কিন্তু ৩২৭ রাণের মাথায় বেদী রাণ-আউট হন। সুব্রহ্মনিয়ম তখন ৩২ রাণে অপরাজিত।

নিউজিল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংস

ভারতের প্রথম ইনিংসের রাণসংখ্যা থেকে ১৪১ রাণে পিছিয়ে থেকে নিউজিল্যাণ্ড তাঁদের দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করে মধ্যাহ্ন-ভোজের পরে। মাত্র ৪৯ রাণের মধ্যেই দলের তিনটি উইকেট পড়ে যায়।

এই সময় কংডন ও বার্জেস দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে অবস্থার পরিবর্তন ঘটান। কংডন আজ ৫১ রাণ করে আউট হয়ে যান। কিন্তু বার্জেস দিনের শেষেও ৬০ রাণে অপরাজিত। আজ শেষ পর্যন্ত নিউজিল্যাণ্ড সংগ্রহ করেছে ১৪৩টি রাণ। অর্থাৎ ঘাটতি পুরিয়ে ২ রাণে এগিয়ে, এর বিনিময়-মূল্য হিসাবে অবশ্য ৪টি উইকেট হারাতে হয়েছে তাদের।

ত্রয়োদশ জয়

ভারত-নিউজিল্যাণ্ড

চতুর্থ টেস্ট ঃ অকল্যাণ্ড (নিউজিল্যাণ্ড)

ভারত	নিউজিল্যাণ্ড
পতৌদি (অধিনায়ক)	জি ডাউলিং (অধিনায়ক)
এঞ্জিনিয়ার (উইকেটরক্ষক)	বি মারে
আবিদ আলী	বি কংডন
এম জয়সীমা	এম বার্জেস
সি বোড়ে	বি সিনক্লেয়ার
আর নাদকার্নী	ভি পোলার্ড
অজিত ওয়াড়েকর	জে ওয়ার্ড (উইকেটরক্ষক)
ই প্রসন্ন	জি বার্টলেট
বিষেণ সিং বেদী	বি টেলর
আর স্থর্তি	আর মজ
ভি সুব্রহ্মনিয়ম	জে এলাবেস্টর

প্রথম দিন

বৃষ্টিতে খেলায় বিঘ্ন

অকল্যাণ্ড, ৭ মার্চ—ভারত-নিউজিল্যাণ্ড চতুর্থ ও শেষ টেস্ট। প্রথম দিন বৃষ্টির জন্য পুরো সময় খেলা হতে পারল না। আজ সারাদিনে ভারত ব্যাট করার সুযোগ পেয়েছে মাত্র দেড়ঘণ্টা। এ সময়ে সংগৃহীত হয়েছে ৬১ রাণ। আবিদ আলী ও অজিত ওয়াড়েকর আউট হয়েছেন।

আজ প্রথম দিনে খেলার আগে থেকে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হতে থাকে। খেলোয়াড়, আম্পায়ার সকলেই সময়মত মাঠে আসেন। একসময় টস হয়। নিউজিল্যাণ্ড অধিনায়ক ডাউলিং টসে জিতে ভারতকে ব্যাট করার সুযোগ দেন।

কিন্তু আম্পায়ারদ্বয় মাঠ খেলার অনুপযুক্ত মনে করায় খেলা শুরু হতে পারে না। ঠিক হয় মধ্যাহ্ন-ভোজের পরে খেলা শুরু হবে। কিন্তু ঘণ্টাখানেক পরে রোদ ওঠায়, মধ্যাহ্ন-ভোজের আধঘণ্টা আগেই খেলা শুরু হয়।

এঞ্জিনিয়ার ও আবিদ আলী খেলতে নামেন। কিন্তু বৃষ্টির জন্য একটানা খেলা হতে পারে না। চা-পানের পরে আকাশ ঘন মেঘে ছেয়ে যায়। বৃষ্টিও পড়তে থাকে।

চা-পানের পর আম্পায়াররা আর খেলা হবে না বলে ঘোষণা করেন।

আজ মোট দেড়ঘণ্টা খেলা হয়। ভারত এই সময়ে সংগ্রহ করেছে ৬১ রাণ। ফারুক এঞ্জিনিয়ার (৩৮) ও রুসি সুর্তি (৩) অপরাজিত আছেন। আবিদ আলী ও ওয়াড়েকর আউট হয়েছেন। দুজনের কেউই বেশি রাণ করতে পারেননি।

দ্বিতীয় দিন

দ্বিতীয় দিনেও বৃষ্টি ঃ ভারতের ৪ উইকেটে ১৫০ রাণ

অকল্যাণ্ড, ৮ মার্চ—ভারত ও নিউজিল্যাণ্ডের চতুর্থ টেস্ট ম্যাচের আজ দ্বিতীয় দিন। আজও পুরো সময় খেলা সম্ভব হয়নি। কারণ বৃষ্টি। চা-পানের পর খেলা চালানো আজ আর সম্ভব হয়নি। এ সময় ভারতের রাণ ছিল ১৫০। চার উইকেটের বিনিময়ে। সুর্তি ও অধিনায়ক পতৌদি আজ ৬৩ রাণ যোগ করায় ভারতের অবস্থা মোটামুটি। আজ খেলার একেবারে শেষ সময়ে বার্টলেটের বলে পতৌদি মুখে আঘাত পান। তিনি মাঠ থেকে বেরিয়ে যান। তবে তাঁর আঘাত তেমন গুরুতর নয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বার্টলেটের বল দেবার ধরন সম্পর্কে ভারতীয় দলের ম্যানেজার এর আগে প্রতিবাদ করেন। পতৌদি আঘাত পাওয়ার পরে তিনি আরও ক্ষুব্ধ হন।

চা-পানের সময় দেখা যায় বার্টলেট চায়ের টেবিলে অনুপস্থিত।

আজ এঞ্জিনিয়ার ও সুর্তি খেলতে এলে মজ ও বার্টলেটকে দুদিক থেকে বল করতে দেওয়া হয়। দুই ব্যাটসম্যান খুব সতর্কভাবে খেলতে থাকেন। মধ্যাহ্ন-ভোজের কিছু আগে এঞ্জিনিয়ার মজের বলে বার্টলেটের হাতে ক্যাচ আউট হন। দলের রাণ তখন ৬৯, এঞ্জিনিয়ারের ৪৪।

পতৌদি খেলতে নামেন। যখন ৭৫ রাণ ওঠে, মধ্যাহ্ন-ভোজের বিরতি হয়। সুর্তি ৭ রাণ ও পতৌদি কোন রাণ না করে অপরাজিত থাকেন।

মধ্যাহ্ন-ভোজের পর টেলর ও বার্টলেট বল করতে থাকেন। সুর্তি ও পতৌদির সহযোগিতায় দলের শতরাণ পূর্ণ হয়। ১৩২ রাণের মাথায় সুর্তি বার্টলেটের বলে পোলার্ডের হাতে ক্যাচ আউট হন। বোড়ে খেলতে নামেন। চা-পানের কয়েক মিনিট আগে বার্টলেটের বল লাফিয়ে ওঠায় পতৌদির মুখে লাগে। পতৌদিকে মাঠ থেকে বের করে নেওয়া হয়। এর পরই চা-পানের বিরতি হয়।

কিন্তু চা-পানের পর আজ আর খেলা শুরু করা সম্ভব হয়নি। বৃষ্টির জন্য খেলা বন্ধ করে দিতে হয়।

পতৌদি ৩৭ ও বোড়ে ৮ রাণ করে অপরাজিত থাকেন। ভারতের তখন ৪ উইকেটে ১৫০ রাণ।

নিউজিল্যাণ্ডের ইনিংস

ভারতের ইনিংস শেষ হয়ে যাবার পরে ডাউলিং ও মারে নিউজিল্যাণ্ড দলের ইনিংস শুরু করেন। বল করতে থাকেন সুর্তি ও জয়সীমা। ৩০ রাণ হলে সুর্তি ডাউলিংকে ফিরিয়ে দেন। ডাউলিং এঞ্জিনিয়ারের হাতে ক্যাচ আউট হন ৮ রাণ করে। কংডন খেলতে আসেন। মাত্র ৩ রাণ যোগ হবার পরে মারে সুর্তির বলে এঞ্জিনিয়ারের হাতে ধরা পরে ফিরে যান। তিনি করেন ১৭ রাণ।

এবার বার্জেস এলেন। চা-পানের বিরতি পর্যন্ত নিউজিল্যাণ্ড ২ উইকেটের বিনিময়ে ৪৪ রাণ সংগ্রহ করে। কংডন ১০ ও বার্জেস ১ রাণে অপরাজিত থাকেন।

চা-পানের পর নাদকার্নী ও প্রসন্ন বল করতে থাকেন। ৬৭ রাণ হলে বার্জেস আউট হন প্রসন্নর বলে। ক্যাচ ধরেন সুব্রহ্মনিয়ম। তিনি করেন ১১ রাণ।

সিনক্লেয়ার খেলতে নামেন। কংডন আউট হন দলের ৭৪ রাণের মাথায়, ২৭ রাণ করে। দলের এই চতুর্থ উইকেটটি পড়ে নাদকার্নীর বলে আবিদ আলীর হাতে ক্যাচ হয়ে।

বার্টলেট খেলতে আসেন। কিন্তু তিনি কোন রাণ করার আগেই প্রসন্নর বলে ওয়াড়েকরের হাতে ক্যাচ আউট হন।

দলের ৬৮ রাণের মাথায় ষষ্ঠ উইকেটের পতন। পোলার্ড ৩ রাণ করে রাণ-আউট হন।

দিনের শেষে নিউজিল্যাণ্ডের রাণসংখ্যা দাঁড়ায় ১০১, ৬ উইকেটের বিনিময়ে। সিনক্লেয়ার ১৭ ও টেলর ৫ রাণে অপরাজিত থাকেন।

চতুর্থ দিন

ভারত এগিয়ে, আবার জয়ের পথে

অকল্যাণ্ড, ১১ মার্চ—আজ খেলার শেষে যে পরিস্থিতি তাতে ভারত জিতলেও জিততে পারে। নিউজিল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস শেষ হয় ১৪০ রাণে। ভারত পরে ব্যাট করে ৪ উইকেটের বিনিময়ে করেছে ২১৬। অর্থাৎ সাকুল্যে নিউজিল্যাণ্ড থেকে ভারত এগিয়ে আছে ৩২৮ রাণে। হাতে ৬টি উইকেট। খেলার বাকি আর একদিন। দিনের শেষে সুর্তি ৮১ ও বোড়ে ৪৩ রাণ করে অপরাজিত আছেন।

আজ চতুর্থ দিনে নিউজিল্যাণ্ড একঘণ্টা ব্যাট করার পরেই তাদের ইনিংস শেষ হয়। এই সময়ে তারা রাণ করে ৩৯টি। গতকালের রাণ ছিল ৬ উইকেটে ১০১।

পতৌদি আজ পিচের অবস্থা দেখে প্রসন্ন ও বেদীর উপরে বেশি নির্ভর করেন। ফল তাতে ভালই হয়। এই দুজনের মারাত্মক বোলিং-এর জন্যই নিউজিল্যাণ্ড দলের ইনিংস ১৪০ রাণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

পঞ্চম দিন

৩—১ ম্যাচে জিতে ভারত নিউজিল্যাণ্ডে রাবার পেল

অকল্যাণ্ড, ১২ মার্চ—কাল জয়ের যে সম্ভাবনা ছিল, আজ তা সত্যে পরিণত হয়েছে। নিউজিল্যাণ্ড দল ২৭২ রাণে ভারতের কাছে হার স্বীকার করেছে।

চারটি টেস্ট। এর মধ্যে প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ টেস্ট জয়ের ফলে ভারত রাবার পেল। নিউজিল্যাণ্ড একমাত্র দ্বিতীয় টেস্টে ভারতকে হারাতে পেরেছে।

পতৌদি আজ ২৬১ রাণ হলে ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। তখনও তাঁর হাতে ৫টি উইকেট। ৩৭৩ রাণ পিছিয়ে থেকে ৩৭৪ রাণ করলে জয়ী হবে, নিউজিল্যাণ্ড এই অবস্থায় খেলতে এসে মাত্র ১০১ রাণ করে। ভারতের বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত এটাই তাদের সবচেয়ে কম রাণের টেস্ট ইনিংস।

ভারতের রুসি সুর্তি আজ মাত্র ১ রাণের জন্য শতরাণ লাভে বঞ্চিত হয়েছেন।

ভারতীয় স্পিনারদের কৃতিত্ব

আজকের খেলায় ভারতীয় স্পিন বোলারদের কৃতিত্ব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রসন্ন আজ ৪টি উইকেট পান ৪০ রাণে। বেদী

মাত্র ১৪ রাণের বিনিময়ে পেয়েছেন ৩টি উইকেট। বাঁ-হাতি স্পিনার সুর্তিও আজ দুটি উইকেট পেয়েছেন ৩০ রাণের বিনিময়ে।

গতকাল ভারত ৪ উইকেটের বিনিময়ে করেছিল ২১৩ রাণ। আজ গতকালের অপরাজিত ব্যাটসম্যান সুর্তি ও বোড়ে খেলতে আসেন।

সুর্তি ক্রমশ শতরাণ করবার দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন। সম্ভবত পতৌদিও সুর্তির শতরাণের জন্য ইনিংস সমাপ্তি ঘোষণা করেন না। কিন্তু পতৌদি যা আশা করেছিলেন, তা শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি। মাত্র ১ রাণ বাকি সুর্তির জীবনের প্রথম টেস্ট শতরাণ করতে, ঠিক তখনই তিনি বার্টলেটের বলে বার্জেসের হাতে ক্যাচ আউট হন। ভারতের রাণ তখন ২৫৩। জয়সীমা খেলতে আসেন। ২৬১ রাণ হলে পতৌদি ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। বোড়ে ৬৫ ও জয়সীমা ১ রাণে অপরাজিত থাকেন। উইকেট পড়ে মোট ৫টি।

নিউজিল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংস

তিনশ' মিনিট বেলা বাকি। ৩৭৪ রাণ করতে পারলে জয়ী হবে—এই অবস্থায় নিউজিল্যাণ্ড দলের ব্যাট করতে আসেন ডাউলিং ও মারে। মাত্র ১০ রাণের মাথায় মারে সুর্তির বলে জয়সীমার হাতে ক্যাচ আউট হন। কংডন খেলতে আসেন। ১৫ রাণের মাথায় তিনিও আউট হন। নাদকার্নীর বলে ক্যাচ ধরেন সুর্তি।

ঠিক এইভাবেই নিউজিল্যাণ্ড দলের এক-একজন ব্যাটসম্যান বিদায় নিতে থাকেন। দলের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয় মাত্র ১০১ রাণে। অধিনায়ক ডাউলিং যথেষ্ট দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে দলের সর্বোচ্চ রাণ (৩৭) সংগ্রহ করেন।

চতুর্দশ জয়

ভারত—নিউজিল্যাণ্ড

প্রথম টেস্ট : ব্রাবোর্ণ স্টেডিয়াম (বোম্বাই)

ভারত	নিউজিল্যাণ্ড
পতৌদি (অধিনায়ক)	জি ডাউলিং (অধিনায়ক)
অজিত ওয়াড়েকর	বি ই কংডন
রুসি সুর্তি	বি আর টেলর
ই এ এস প্রসন্ন	এম জি বার্জেস
হনুমন্ত সিং	কে জে ওয়ার্ডসওয়ার্থ (উইকেটরক্ষক)
এঞ্জিনিয়ার (উইকেটরক্ষক)	জি এম টারনার
বিষেণ সিং বেদী	বি এ জি মারে
অশোক মাঁকড়	বি এফ হেসটিংস
চেতন চৌহান	আর এস কুনিস
আবিদ আলী	এফ হাওয়ার্থ
এ পাই	ডি আর হেডলি

প্রথম দিন

১৫৬ রাণে ভারতের ইনিংস শেষ

বোম্বাই, ২৫ সেপ্টেম্বর—প্রথম টেস্টের প্রথম দিনে ভারত চরম ব্যাটিং ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। আজ ভারতের প্রথম ইনিংস শেষ হয়েছে মাত্র ১৫৬ রাণে। ভারতের অভিজ্ঞ ও তরুণ খেলোয়াড়দের এ ধরনের ব্যর্থতার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। উইকেট তেমন মারাত্মক নয়। যদিও নিউজিল্যাণ্ড দলের বোলিং ও ফিল্ডিং আজ খুব ভাল হয়।

ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের মধ্যে অজিত ওয়াড়েকরের খেলায় কিছুটা দৃঢ়তা দেখা যায়। শেষ মুহূর্তে পতনের মুখে ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন টেস্ট আসরে নবাগত অশোক মাঁকড়।

নিউজিল্যাণ্ডের টেলর আজ তেমন ভাল বল দিতে পারেননি। তবে হেডলি ও কুনিসের বলে ফল ভাল হয়েছে। কংডনও বেশ মাথা খাটিয়ে বল করেছেন।

আজ খেলার সূচনা করতে আসেন আবিদ আলী ও চেতন চৌহান। অপরদিকে দুদিক থেকে বল করতে থাকেন টেলর ও হেডলি। টেলরের প্রথম ওভারের শেষ বলে আবিদ আলী ৩ রাণ করে ভারতের রাণ সংগ্রহ শুরু করেন।

কিন্তু এর পরেই তিনি আউট হন হেডলির বলে। কংডনের হাতে ধরা পড়ে যখন তিনি ফিরে যান, তখন দলের রাণ মাত্র ৪। ওয়াড়েকর খেলতে আসেন।

ওদিকে চৌহান আউট হন ১৮ রাণ করে। কুনিসের বলে স্লিপে তাঁর ক্যাচটি ধরেন মারে। ৩৪ রাণের মাথায় দ্বিতীয় উইকেটের পতন। রুসি সুর্তি ওয়াড়েকরের সঙ্গে খেলতে আসেন।

তিনি এসেই ১ রাণ ও পরে কংডনের বলে বাউণ্ডারি মারেন। কিন্তু তার পরেই স্কোয়ার কাট করলে হেসটিংস পয়েন্টে শুয়ে পড়ে প্রায় মাটির উপর থেকেই বলটি ধরেন। সুর্তি আউট হন ৬ রাণ করে, দলের ৪৫ রাণের মাথায়।

মধ্যাহ্ন-ভোজের বিরতি পর্যন্ত আর কোন উইকেট না পড়ে ৭৬ রাণ সংগৃহীত হয়। ওয়াড়েকর তখন ৩৭ ও পতৌদি ৮ রাণে অপরাজিত।

মধ্যাহ্ন-ভোজের পর পতৌদি ও ওয়াড়েকর আবার খেলতে আসেন। দুদিক থেকে বল করতে থাকেন টেলর ও হাওয়ার্থ।

পতৌদি ও ওয়াড়েকর একত্রে ১০০ মিনিট খেলে ৫৪ রাণ সংগ্রহ করেন। এর পরে ওয়াড়েকর কুনিসের বলে আউট হন। মাত্র ১ রাণের জন্য তিনি অর্ধশতরাণ পূর্ণ করতে পারেন না। দলের রাণও শতরাণে পৌঁছতে পারল না ২ রাণের জন্য। ওয়াড়েকর আজ ৯টি বাউণ্ডারি মারেন।

দলের চতুর্থ উইকেট পড়ে যাওয়ায় খেলতে আসেন হনুমন্ত সিং। কিন্তু ৯৯ রাণের মাথায় ভারত আরও একটি উইকেট হারায়। পতৌদি দ্রুত রাণ করার চেষ্টায় হেডলির বল ভুলভাবে খেলে কংডনের হাতে ক্যাচ আউট হন। তিনি করেন ১৮ রাণ।

শতরাণের মাথায় একে একে ৫টি উইকেট পড়ে যাওয়ায় হনুমন্ত ও মাঁকড় বেশ সতর্কভাবে খেলতে থাকেন। ১০ মিনিট তাঁরা কোন রাণ করেন না। এর পর হনুমন্ত কুনিসের বলে ১ রাণ নিলে দলের শতরাণ পূর্ণ হয়।

১৯০ মিনিটে ১০০ রাণ। দর্শকরা মন্থর খেলা দেখে বিরক্ত। তাঁরা চীৎকার করতে আরম্ভ করেন। হনুমন্ত ৪৫ মিনিট

দ্বিতীয় দিন

নিউজিল্যাণ্ডের ৬ উইকেটে ২০৪ রাণ

বোম্বাই, ২৬শে সেপ্টেম্বর—বিভান কংডন অপূর্ব দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে আজ ৭৮ রাণ করেছেন। প্রধানত তাঁরই দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যাটিং-এর ফলে নিউজিল্যাণ্ড ভারতের প্রথম ইনিংস থেকে ৪৮ রাণে এগিয়ে আছে। তাঁদের হাতে এখনও ৪টি উইকেট।

আজ সারাদিন ব্যাট করে নিউজিল্যাণ্ড দল ৬ উইকেটের বিনিময়ে ২০৪ রাণ করেছে।

বিভান কংডন আজ মোট ১৮৫ মিনিট উইকেটে ছিলেন। এইসময় তিনি ৯টি বাউণ্ডারি মারেন।

জীবন-বীমার কর্মী (সেলসম্যান) কংডন আজ দলের চরম বিপর্যয়ক্ষণে অত্যন্ত দৃঢ়মনে ক্রিজে দাঁড়িয়ে নিজের পেশার প্রতিই যেন সম্মান জানালেন। তিনি লড়াই করেছেন ভারতের দুই স্পিনার প্রসন্ন ও বেদীর বিরুদ্ধে। এই দুই সেরা বোলারকে তিনি অতি সহজেই কাট, পুল ও সুইপ করেছেন।

আজ নিউজিল্যাণ্ড যে ১৮৩ করেছে তার অধিকাংশই (১২১ রাণ) হয়েছে যখন ভারতীয় বোলিং-এর ভারপ্রাপ্ত ছিলেন প্রসন্ন ও বেদী। পরের ৬২ রাণ হয়েছে চা-এর পর ৯০ মিনিটে, যখন দ্বিতীয় নতুন বল নেওয়া হয়।

আজ প্রসন্ন ও বেদী বল করেন যথাক্রমে ৬৫ ও ৯১ ওভার। এই দুজনের মধ্যে বেদী কম রাণের সুযোগ দেন (৩০—১৬—

৪০—১)। তাঁর প্রথম ছয়টি ওভার মেডেন ছিল। মাপা লেংথে স্থির লক্ষ্যে অবিচল থাকলেও বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়েছে কংডনের উইকেটের জন্য। তাঁরই বলে ওয়াড়েকরের হাতে কংডন ধরা পড়ে প্যাভিলিয়নে ফিরে যান। প্রসন্নর হিসাব ৩৯—১২—৮৪—২। কিন্তু তাঁকে খেলাই ছিল বিপজ্জনক। তাই তাঁর বোলিং-এর সময় ঘন ঘন 'অ্যাপীল' হতে থাকে। ডাউলিং ও টারনারের মূল্যবান উইকেট দুটি তিনি দখল করেন।

কিন্তু এঁদের দুজনের আজকের বোলিং খুব প্রশংসনীয় হয়নি। তাঁদের বোলিং-এ ক্যাচ ওঠেনি, তাই ভারতীয় ফিল্ডারদেরও দোযারোপ করা চলে না। তবে অজিত পাই ও মাঁকড় বয়স অনুযায়ী তেমন তৎপর ছিলেন না। তা না হলে তাঁরা অনেকগুলি বাউণ্ডারি হতে দিলেন কেন? এদিকে ব্যতিক্রম ছিলেন আবিদ আলী ও ফারুক এঞ্জিনিয়ার। তাঁরা রাণ রুখতে বা বল ধরতে একবারও ভুল করেননি।

প্রথম ইনিংসে নিউজিল্যাণ্ড এগিয়ে

বোম্বাই, ২৭ সেপ্টেম্বর—ভারত ও নিউজিল্যাণ্ডের তৃতীয় দিনের শেষে আজ যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে, তাতে মনে হয় এ খেলার মীমাংসা অবশ্যই হবে। তবে বলা যাচ্ছে না ভাগ্যলক্ষ্মী কাদের দিকে।

নিউজিল্যাণ্ড আজ তাদের প্রথম ইনিংস শেষ করেছে ২২৯ রাণে। বোলার প্রসন্ন আজ চমৎকার বল করেছেন।

ভারত পরে ব্যাট করে এ পর্যন্ত সংগ্রহ করেছে ১২৭ রাণ। তাদের হারাতে হয়েছে ৪টি উইকেট। অধিনায়ক পতৌদি ও হনুমন্ত যথাক্রমে ১২ ও ৬ রাণে অপরাজিত আছেন।

পিচের অবস্থা খুবই খারাপ। শেষদিনে হয়ত এ পিচ ভেঙে মারাত্মক হবে। ভারত যদি তাদের দ্বিতীয় ইনিংসে এমন রাণ তুলতে পারে যে, নিউজিল্যাণ্ড ২৫০ রাণে পিছিয়ে পড়ে, তাহলে জয়ের আশা করা অসঙ্গত হবে না। তবে ২৫০ রাণে এগিয়ে যাওয়া খুব সহজ হবে বলে মনে হয় না। পতৌদি ও হনুমন্ত এখনও অপরাজিত, কিন্তু খুব স্বচ্ছন্দ নন।

আজ আবিদ ও চৌহান ইনিংসের সূচনা করেছিলেন বেশ ভালই। ওয়াড়েকর পুনরায় দৃঢ়মন নিয়ে ব্যাট ধরেন। তাঁর ৪০ রাণ যথেষ্ট মূল্যবান। কিন্তু সুর্তি এ ইনিংসেও তেমন খেলতে পারলেন না।

আজ সকালে ভারতীয় স্পিনাররা মাত্র ২৫ রাণে নিউজিল্যাণ্ডের অবশিষ্ট ৪টি উইকেট ফেলে দেন। আজ তাঁরা খেলেন মোট ৫০ মিনিট। আজকের সংগৃহীত ২৫ রাণের মধ্যে টেলর একাই করেন ২১ রাণ। এর মধ্যে তিনি ৪টি বাউণ্ডারি মারেন।

আজ কোন রাণ হওয়ার আগেই বেদীর বলে ওয়ার্ডসওয়ার্থ যে ক্যাচ তোলেন আবিদ দ্বিতীয় স্লিপে দাঁড়িয়ে থেকে তা ধরতে পারেন না। কিন্তু তাঁর হাতে লেগে একটু উঠে-যাওয়া বল ওয়াড়েকর কসরৎ করে ধরে ফেলেন।

টেলর আজ বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গেই খেলছিলেন। ২২৭ রাণের মাথায় প্রসন্নর বল খেলতে গিয়ে টেলর ক্যাচ তোলেন লং লেগে। স্কোয়ার লেগ থেকে ছুটে এসে অশোক মাঁকড় সেই ক্যাচ ধরেন। প্রসন্ন ওই ২২৭ রাণের মাথায় হাওয়ার্থের উইকেটটিও পান।

এর ২ রাণ পরেই নিউজিল্যাণ্ডের ইনিংস শেষ হয়। কুনিস রাণ-আউট হন। প্রসন্নর একটি বল তিনি সর্ট লেগে ঠেলে দেন। বলটি সুর্তির বাঁ-দিক দিয়ে যায়। কুনিসও রাণ নেন। কিন্তু ন্যাটা সুর্তি বেশ সহজভাবে বলটি নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি ছুঁড়ে দেন এঞ্জিনিয়ারের কাছে। কুনিস রাণ-আউট হন ২ রাণ করে। হেডলি অপরাজিত থাকেন। তিনি অবশ্য কোন রাণ করতে পারেননি।

পঞ্চদশ জয়

ভারত—অস্ট্রেলিয়া

তৃতীয় টেস্ট ঃ ফিরোজ শা কোটলা (নয়া দিল্লী)

ভারত	অস্ট্রেলিয়া
পতৌদি (অধিনায়ক)	বিল লরি (অধিনায়ক)
অশোক মাঁকড়	কে আর স্ট্যাকপোল
ফারুক এঞ্জিনিয়ার (উইকেটরক্ষক)	ইয়ান চ্যাপেল
অজিত ওয়াড়েকর	কে ডি ওয়াল্টার্স
জি বিশ্বনাথ	আই আর রেডপাথ
একনাথ সোলকার	পল সিহান
সুব্রত গুহ	বি টেবর (উইকেটরক্ষক)
বিষেণ সিং বেদী	জি ডি ম্যাকেঞ্জি
ই এস প্রসন্ন	এ কনোলী
এস বেঙ্কটরাঘবন	এ এ ম্যালেট
অম্বর রায়	জে গ্লিসন

প্রথম দিন

অস্ট্রেলিয়ার ৭ উইকেটে ২৬১

নয়াদিল্লী, ২৮ নভেম্বর—ভারত-অস্ট্রেলিয়ার তৃতীয় টেস্টম্যাচ আজ ফিরোজ শা কোটলা মাঠে শুরু হয়েছে। ভারতের দলনায়ক পতৌদি 'ভাগ্যের পরীক্ষা'য় হেরে যান। ভাগ্য-জয়ী অধিনায়ক বিল লরি প্রথম ব্যাটিং-এর সুযোগ গ্রহণ করেন। আজ সারাদিন অস্ট্রেলিয়া ব্যাট করেছে। তাদের সংগ্রহে ২৬১টি রাণ। এর জন্য দলের ৭ জন ব্যাটসম্যানের উইকেট হারাতে হয়েছে।

অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটসম্যানদের মধ্যে ইয়ান চ্যাপেল আজ অনবদ্য খেলেছেন। নিখুঁত খেলে তিনি আজ একাই সংগ্রহ করেছেন ১৩৮ রাণ। তাঁর ও উইকেটরক্ষক টেবরের জুটিতে ষষ্ঠ উইকেটে যোগ হয়েছে ১১৮ রাণ।

ভারতীয় বোলাররা, বিশেষ করে দুই স্পিনার বেদী ও প্রসন্ন প্রশংসা কুড়িয়েছেন। ২৬১ রাণের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার মত দলের প্রথম সাতটি উইকেট ফেলে দেওয়া তাঁদের কৃতিত্বের পরিচায়ক। বেদী আজ পেয়েছেন তিনটি উইকেট। প্রসন্ন দুটি। সুব্রত ও বেঙ্কট-রাঘবন একটি করে।

আজ খেলা যখন শুরু হয়, তখন আকাশে মেঘ। এর মধ্যে দলনায়ক লরি ও স্ট্যাকপোল অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসের সূচনা করেন। ধীরে ধীরে রাণ উঠতে থাকে। কিন্তু স্ট্যাকপোল দলনায়ক লরিকে

রাণের দৌড়ে পিছনে ফেলে দেন। অস্ট্রেলিয়ার যখন ৩৩—লরির তখন ৬। ঠিক এই সময়ে সুব্রত গুহর একটি বল খেলতে গিয়ে লরি সম্পূর্ণ পরাস্ত হন। তাঁর উইকেট ভেঙে যায়। লরির বদলে খেলতে আসেন চ্যাপেল।

মধ্যাহ্ন-ভোজের বিরতি পর্যন্ত চ্যাপেল ও স্ট্যাকপোল দুজনে দলীয় রাণসংখ্যা ৩৩ থেকে ৮৪-এ নিয়ে যান। অস্ট্রেলিয়া দল প্রথম একঘণ্টা খেলে সংগ্রহ করে ৪৯ রাণ।

মধ্যাহ্ন-ভোজের পর মেঘ কেটে যায়। দুই ব্যাটসম্যানই বেশ হাত খুলে মারতে আরম্ভ করেন। রাণ উঠতে থাকে। স্ট্যাকপোল দ্রুত রাণ তোলায় মন দেন।

কিন্তু দ্রুত রাণ তোলার চেষ্টা করতে গিয়ে নিজের উইকেট হারান স্ট্যাকপোল। এগিয়ে গিয়ে বেদীর বল সজোরে মারতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু ব্যর্থ হবার সঙ্গে সঙ্গেই এঞ্জিনিয়ার তাঁকে স্টাম্পড করেন। দলের রাণ তখন ঠিক ১০০। স্ট্যাকপোলের নিজস্ব রাণ ৬১।

চ্যাপেলের সঙ্গে খেলতে আসেন ওয়ালটার্স। কিন্তু মাত্র ৪ রাণ করে তিনিও বিদায় নেন। তৃতীয় উইকেটের পতন ১০৫ রাণে। এর পরে একে একে ফিরে গেলেন রেডপাথ ও সিহান। এঁরা দুজনে করেছেন যথাক্রমে ৬ ও ৪ রাণ। ৫টি উইকেট খুইয়ে অস্ট্রেলিয়া বেশ সঙ্কটের মুখে পড়ে।

অপরদিকে চ্যাপেল তখনও অনড়। বেদী ও প্রসন্নর মারাত্মক স্পিন বলে তিনি নিখুঁতভাবে খেলে শতরাণের দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন। তাঁর সঙ্গে টেবর খেলতে আসেন। তিনিও সতর্ক। দুজনে দেখে শুনে খেলতে থাকেন।

চ্যাপেলের তখন ৯০ রাণ। পতৌদি তাঁর রাণ করায় বাধা দিবার জন্য সচেষ্ট হলেন। ফিল্ডিং-এর রদবদল করলেন। বেদী প্রসন্ন একটানা বল করে চলেছেন। তাঁদের কিছুটা ক্লান্ত মনে হল।

ভারতীয় ফিল্ডাররা অতি সতর্ক। সুন্দরভাবে তাঁরা ফিল্ডিং করছেন। তবুও চ্যাপেলের শতরাণ রোধ করা গেল না।

তবে শেষ পর্যন্ত তিনি বেদীর বলে সরাসরি বোল্ড হয়ে ফিরে যান ১৩৮ রাণ করে। আজ আরও একটি উইকেট পড়ে। সেটি ম্যালেটের। দলের ২৬০ রাণের মাথায় তিনি আউট হয়ে যান মাত্র ২ রাণ করে। এ উইকেটটি পান বেঙ্কটরাঘবন। দিনের শেষে খেলতে আসেন ম্যাকেঞ্জি। অপরদিকে উইকেটরক্ষক টেবর ৩০ রাণ করে অপরাজিত। আজ অস্ট্রেলিয়া তুলেছে ২৬১ রাণ, ৭ উইকেটের বিনিময়ে।

দ্বিতীয় দিন

ভারতের ৪ উইকেটে ১৮৩

নয়াদিল্লী, ২৯ নভেম্বর—অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসে করেছে ২৯৬ রাণ। আজ খেলা শুরুর ৪৫ মিনিটের মধ্যেই তাঁদের ইনিংসের সমাপ্তি। বাকি সময় ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা খেলেছেন। এ সময়ের সংগ্রহ ১৮৩ রাণ। ভারত এই রাণ তুলতে ৪টি উইকেট হারিয়েছে।

ভারত যদি প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়াকে বেশ কিছু দূরে ফেলে এগিয়ে যেতে পারে তাহলে খেলার ফল ভারতের অনুকূলে যাওয়া অসম্ভব নয়। তবে অস্ট্রেলিয়ার আশা বা সুযোগ ভারতের চেয়ে এই মুহূর্তে কোন অংশে কম মনে হয় না।

আজ খেলার শুরুতেই ভারতীয় আক্রমণ দেখে মনে হয় বিপক্ষ দলকে তারা আর বেশি রাণ করতে দিতে রাজী নন। বেদী ও প্রসন্ন আজ সকাল থেকেই বেশ সতর্ক। তবুও ম্যাকেঞ্জি দুটি ওভার বাউণ্ডারি মেরে রাণকে এগিয়ে নিয়ে যান। কিন্তু তিনি বেশিক্ষণ টিকে থাকতে পারেন না। ২০ রাণ করে প্রসন্নর বলে লেগ বিফোর হয়ে ফিরে যান। অপরদিকে এঞ্জিনিয়ার অদ্ভুত তৎপরতার সঙ্গে টেবরকে স্টাম্পড করেন। বোলার বেদী। টেবর আজ সংগ্রহ করেন ১০টি রাণ।

প্রসন্নর বলে গ্লিসন যে ক্যাচ তুলেছিলেন দর্শনীয়ভাবে মাটিতে শুয়ে পড়ে সোলকার সেই ক্যাচ ধরেন। ৩০০ রাণ পূর্ণ হবার মুখেই অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস শেষ হয়।

তৃতীয় দিন

জয়-পরাজয় অনিশ্চিত ঃ একদিনে ১৭টি উইকেট পতন

নয়াদিল্লী, ৩০ নভেম্বর—আজকের খেলার শেষে যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে ভারত এ খেলায় জিততে পারবেই এমন কথা বলা না গেলেও অবস্থা তাদেরই অনুকূলে, এমন বলা যায়। তাদের জয়ের জন্য এখন সংগ্রহ করতে হবে ১৬৮টি রাণ। হাতে এখনও ৯টি উইকেট।

আজকের দিনের খেলার উল্লেখযোগ্য ঘটনা—একদিনে ১৭টি উইকেটের পতন। এর মধ্যে ভারতের প্রথম ইনিংসের বাকি ৬টি এবং দ্বিতীয় ইনিংসের একটি। আর অস্ট্রেলিয়ার ১০টি উইকেট। আজ ভারতের দুই স্পিনার প্রসন্ন ও বেদী এবং অস্ট্রেলিয়ার ম্যালেটের কৃতিত্ব অনেকখানি। তাঁরা পিচ থেকেও বেশ সাহায্য পেয়েছেন।

অস্ট্রেলিয়া দল দ্বিতীয় ইনিংসে চরম ব্যাটিং ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। মাত্র ১০৭ রাণে তাদের ইনিংস শেষ হয়। একমাত্র অধিনায়ক লরি ছাড়া ২০ রাণও কেউ পূর্ণ করতে পারেননি।

লরির কৃতিত্ব, চরম বিপর্যয়ের মুখে বেদী ও প্রসন্নর বিরুদ্ধে খেলেও তিনি শেষ পর্যন্ত অপরাজিত থাকেন। ইনিংসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত খেলে তিনি ৪৯ রাণ সংগ্রহ করেন।

ভারতের অশোক মাঁকড়ের দুর্ভাগ্য, মাত্র ৩ রাণের জন্য তিনি জীবনের প্রথম টেস্ট শতরাণ লাভে বঞ্চিত হন।

বোলার প্রসন্নর কৃতিত্ব, মাত্র ২০টি টেস্ট খেলে আজ তিনি টেস্টে

শত উইকেট পেলেন। প্রসন্ন ৪২ রাণে ৫টি উইকেট পান। বেদী পেয়েছেন ৩৭ রাণে ৫টি।

আজ খেলার সূচনায় নতুন বল নেবার সুযোগ ছিল লরির। কিন্তু পিচের অবস্থা দেখে তিনি পুরনো বল নিয়েই দুই স্পিনার ম্যালেট ও গ্লিসনকে বল করতে পাঠান।

ফলে খুব অল্প সময়ের মধ্যে, মাত্র ৮৫ মিনিটের মধ্যে ভারতের বাকি ৬টি উইকেট পড়ে যায়। কাল ভারত চার উইকেটে ১৮৩ রাণ করেছিল। আজ ইনিংস শেষ হয় ২২৩ রাণে।

এর মধ্যে বহুদিন মনে থাকবে মাঁকড়ের দুর্ভাগ্যের কথা। তিনি মাত্র ৩ রাণের জন্য শতরাণ পূর্ণ করতে পারলেন না। ৯৭ রাণের মাথায় তিনি স্ট্যাকপোলের বলে ওয়াল্টার্সের হাতে আউট হন।

ষোড়শ জয়

ভারত—ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

দ্বিতীয় টেস্ট ঃ পোর্ট অব স্পেন, ত্রিদিনাদ

ভারত	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ
অজিত ওয়াড়েকর (অধিনায়ক)	গ্যারি সোবার্স (অধিনায়ক)
অশোক মাঁকড়	আর ফ্রেডারিকস
সুনীল গাভাসকার	এস ক্যামাচো
সেলিম ডুরানী	আর কানহাই
দিলীপ সরদেশাই	সি লয়েড
একনাথ সোলকার	সি ডেভিস
আবিদ আলী	এ ব্যারেট
বেঙ্কটরাঘবন	ফিণ্ডলে (উইকেটরক্ষক)
কৃষ্ণমূর্তি (উইকেটরক্ষক)	শিলিংফোর্ড
ই প্রসন্ন	জে নরিজা
বিষেণ সিং বেদী	ভি হোলডার

প্রথম দিন

ভারতের শুভ সূচনা

প্রথম বলেই একটি উইকেট

পোর্ট অব স্পেন, ৬ মার্চ—ভারত ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মধ্যে এ পর্যায়ের দ্বিতীয় টেস্টম্যাচ আজ শুরু হল। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ অধিনায়ক সোবার্স টসে জয়ী হয়ে ব্যাটিং-এর সিদ্ধান্ত নেন। দুই ওপেনিং ব্যাটসম্যান রয় ফ্রেডারিকস ও এস ক্যামাচো ব্যাট করতে আসেন।

ভারতের পক্ষে দিনের প্রথম বলটি করেন আবিদ আলী। এবং এই প্রথম বলেই তিনি ফ্রেডারিকসকে ফিরিয়ে দেন। ফ্রেডারিকস লেগ বিফোর আউট হন। ভারত প্রথম বলেই একটি উইকেট পায়।

রোহন কানহাই খেলতে নামেন। দ্বিতীয় বলটিতে তিনি ৩ রাণ করেন। এর পরে ক্যামাচো আবিদের বলে লেগ স্লিপে ক্যাচ তোলেন। কিন্তু সোলকার ।ধরতে পারেন না। এ বলে ক্যামাচো ৪টি রাণ পান। প্রথম ৩০ মিনিটের খেলায় ২৪ রাণ ওঠে।

কিন্তু ৬১ রাণের মধ্যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের তিন ব্যাটিং-স্তম্ভ কানহাই, লয়েড ও ক্যামাচো প্যাভিলিয়নে ফিরে যান। মধ্যাহ্ন-ভোজ পর্যন্ত দলনায়ক সোবার্স ও ডেভিস কিছুটা দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে রাণ তুলতে থাকেন। ভারতের বোলিং—বিশেষ করে বেদী ও প্রসন্নর বল ওয়েস্ট ইণ্ডিজের নামকরা ব্যাটসম্যানদের বেশ অসুবিধার মধ্যে ফেলে। ফিল্ডিংও বেশ তৎপর। সোলকার ইতিমধ্যে বেশ নিপুণতার সঙ্গে ক্যামাচো ও কানহাইকে ক্যাচ আউট করেন।

মধ্যাহ্ন-ভোজের ঠিক আগেই অধিনায়ক সোবার্স ফিরে যান। মাত্র ২৯ রাণের মাথায় তিনি বেঙ্কটরাঘবনের বলে সরাসরি বোল্ড হন।

মধ্যাহ্ন-ভোজের পরেও সি ডেভিস বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে খেলতে থাকেন। কিন্তু অন্য কোন ব্যাটসম্যান তেমন সুবিধা করতে পারেন না। চা-পানের সময় পর্যন্ত আরও তিনটি উইকেট পড়ে যায়। ৮ উইকেটের বিনিময়ে রাণ ওঠে ১৬৬।

চা-পানের পরে শিলিংফোর্ড কিছুটা দৃঢ়তার সঙ্গে খেলবার চেষ্টা করেন। ধীরে ধীরে রাণও উঠতে থাকে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর উইকেটটি পান প্রসন্ন। এবারও সোলকার বেশ কৃতিত্বের সঙ্গে শিলিংফোর্ডের ক্যাচটি ধরেন। সোলকার আজ মোট ৪টি ক্যাচ ধরেন বেশ দক্ষতার সঙ্গে। যদিও প্রথম দিকে তিনি একটি ক্যাচ ফেলে দেন।

অবশিষ্ট উইকেটটিও পান প্রসন্ন, নরিজা কোন রাণ করার আগেই বোল্ড। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংস শেষ হয় মাত্র ২১৪ রাণে।

উল্লেখযোগ্য, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ভারতের বিরুদ্ধে এর আগে এত কম রাণ কোন ইনিংসে করেনি। ২৫টি টেস্টে এর আগে কম রাণের রেকড ছিল ২২২ ; কানপুরে ১৯৫৮-তে ভারতের বিরুদ্ধে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এই রাণ করে।

আজকের বোলিং-এ বেদী ও প্রসন্ন কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। বেদী আজ ৪৬ রাণে ৩টি ও প্রসন্ন ৫৪ রাণে ৪টি উইকেট পান।

ভারতের ইনিংস

ভারত আজ দিনের শেষে খেলা শুরু করে ২২ রাণ সংগ্রহ করেছে। মাঁকড় ১৪ ও গাভাসকার ৮ রাণে অপরাজিত আছেন।

তাঁর সৌভাগ্যের আরও একটি নিদর্শন, ওই ১২ রাণের মাথায় তিনি রাণ-আউট হতে হতেও বেঁচে যান।

মধ্যাহ্ন-ভোজের আগেই অশোক আউট হন। শিলিংফোর্ড তাঁকে বোল্ড করেন ৪৪ রাণের মাথায়। দলের রাণসংখ্যা তখন ৬৮। ডুরানী খেলতে এসে বেশিক্ষণ টিকতে পারেন না। প্রথমে তিনি ব্যারেটের বল খেলতে গিয়ে ক্যামাচোর হাতে ক্যাচ দিয়েও রেহাই পান। কিন্তু ৯ রাণের মাথায় যে ক্যাচটি তিনি তোলেন, নরিজা দূর থেকে ছুটে এসে তা ধরে ফেলেন। বোলার নরিজা নিজেই। মধ্যাহ্ন-ভোজের আগেই ভারতের দুটি উইকেট পড়ে যায়। দলের শতরাণ পূর্ণ হতে তখনও ১০টি রাণ প্রয়োজন।

সরদেশাই খেলতে আসেন। তিনি কোন রাণ সংগ্রহ করবার আগেই মধ্যাহ্ন-ভোজের বিরতি। অপরদিকে গাভাসকার ৩৪ রাণে অপরাজিত। দলের রাণ ৯১।

মধ্যাহ্ন-ভোজের বিরতির পর খেলতে এসে সরদেশাই ও গাভাসকার দুজনেই সতর্কভাবে ব্যাট চালাতে থাকেন। রাণও উঠতে থাকে। ১৮৬ মিনিটে সুনীল তাঁর নিজস্ব ৫০ রাণ পূর্ণ করেন। তাঁর ও সরদেশাই-এর জুটিতে তৃতীয় উইকেটে ১০০ রাণ পূর্ণ হতে চলেছে—এই সময় ভারতের তৃতীয় বিপর্যয়। নরিজা পর-পর দুই বলে গাভাসকার ও অধিনায়ক ওয় ড়েকরের উইকেট দুটি দখল করেন। ১৮৬ রাণে ৪টি উইকেটের পতন।

৬৫ রাণের মাথায় গাভাসকার বেশ কিছুক্ষণ রাণ করতে পারেন না। রাণ নেবার জন্য বেশ কিছুটা চঞ্চল তিনি। উত্তেজিত সুনীল এই পরিস্থিতিতে হুক করতে গিয়ে ল...ডের হাতে ক্যাচ দেন। সহজ ক্যাচ। সুনীল দর্শকদের অভিনন্দনের মধ্যে ফিরে যান।

তিনি মোট ২৬২ মিনিট খেলে ৭টি বাউণ্ডারি সহ এই রাণ করেন।

চা-পানের বিরতির পর সরদেশাই ও সোলকার খেলতে থাকেন।

নির্ভুলভাবে, কোন ঝুঁকি না নিয়ে। সোবার্স প্রথম থেকেই নতুন বল নেন। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও এই জুটিকে ভাঙতে পারেন না। শেষ পর্যন্ত দলের রাণসংখ্যা দাঁড়ায় ২৪৭, ৪ উইকেটের বিনিময়ে। সরদেশাই (৮৩) ও সোলকার (২৪) অপরাজিত অবস্থায় দিনের শেষে প্যাভিলিয়নে ফিরে যান।

তৃতীয় দিন

প্রথম ইনিংসে ভারত ১৩৮ রাণে এগিয়ে

সরদেশাইয়ের আবার সেঞ্চুরি

পোর্ট অব স্পেন, ৯ মার্চ—ভারতের দিলীপ সরদেশাই এই টেস্টেও শতরাণ করলেন। প্রথম টেস্টে তিনি ২১২ রাণ করেছিলেন। অর্থাৎ উপর্যুপরি দুটি ইনিংসে তিনি শতরাণ করলেন।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের নরিজা নবাগত বোলার। তাঁর কৃতিত্বও স্মরণীয়। এ ইনিংসে তিনি একাই ভারতের ৯টি উইকেট পান ৯৫ রাণের বিনিময়ে।

ভারত-ওয়েস্ট ইণ্ডিজের টেস্ট খেলায় এর আগে ১৯৫৮ সালে সুভাষ গুপ্তে ১০২ রাণে ৯টি উইকেট পেয়েছিলেন কানপুর টেস্টে। ১৯৬০ সালে বারবাডোজে গিবস মাত্র ৩৮ রাণের বিনিময়ে ভারতের ৮টি উইকেট পেয়েছিলেন।

আজ খেলার শুরুতে ভারতের সরদেশাই ও সোলকার বেশ আস্থা নিয়ে খেলতে থাকেন। ধীরে ধীরে রাণ উঠতে থাকে। ভারতের ৩০০ রাণ পূর্ণ হয়। সরদেশাই ২৫২ মিনিট খেলে তাঁর উপর্যুপরি দ্বিতীয় শতরাণও পূর্ণ করেন। এর মধ্যে বাউণ্ডারি ৯টি। ওদিকে সোলকারও তাঁর ৫০ রাণ পূর্ণ করেন।

কিন্তু দলের ঐ ৩০০ রাণের মাথায় সরদেশাই ও ৩৩০ রাণে সোলকার আউট হন।

দুই উকেটটিই পান নরিজা।

সরদেশাই ২৭১ মিনিট ও সোলকার ১৫৪ মিনিট উইকেটে ছিলেন। সরদেশাই ৯টি ও সোলকার ৭টি বাউণ্ডারি মারেন। দুজনের জুটিতে যোগ হয় মোট ১১৪ রাণ।

এর পরেই বিপর্যয় শুরু। বাকি ৫টি উইকেটে যোগ হয় মাত্র ৫২ রাণ। একমাত্র আবিদ (২০) ও বেদী (১০) দুই অঙ্কে পৌঁছান।

ভারতের প্রথম ইনিংস শেষ হয় ৩৫২ রাণে। ১৩৮ রাণে পিছিয়ে থেকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ তাদের দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করে।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ফ্রেডারিকস এ ইনিংসে খেলতে এসেই বেপরোয়া ব্যাটিং শুরু করেন। আজ খেলার শেষ পর্যন্ত তাঁর ব্যক্তিগত রাণ দাঁড়ায় ৮০। এর মধ্যে ১০টি বাউণ্ডারি। আজ তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া ভারতীয় বোলারদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

অপর ওপেনিং ব্যাটসম্যান হিসাবে খেলতে এসে কানহাই আজ সুবিধা করতে পারেননি। কিন্তু ডেভিসও ফেডারিকসের মত বেপরোয়া ব্যাটিং করেন। তার সংগ্রহে ৩৩ রাণ। ফলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ভারতের প্রথম ইনিংস থেকে ১২ রাণে এগিয়ে আছে।

দিনের শেষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সংগ্রহ ১ উইকেটে ১৫০ রাণ।

গতকাল ছিল বিরতি। আজ খেলা শুরুর কিছু পরে মনে হয পিচের অবস্থা খুব খারাপ। নরিজার সাফল্য এ ধারণাকে বদ্ধমূল করে। কিন্তু এই অবস্থায় ফ্রেডারিকস ও ডেভিস যেভাবে ব্যাট চালিয়েছেন তা আশ্চর্য হবার মতই ঘটনা।

৭ উইকেটে ভারত জিতলেও এ জয় অনায়াস নয়। বার বার দুই দলের ভাগ্য পরিবর্তন হয়েছে। কখনও ভারত, কখনও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ জয়ের আশা করার মত অবস্থায় এসে পড়েছে। শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছে ভারত।

আজ খেলা শুরুর প্রথমেই আউট হন গতদিনকার দৃঢ়চেতা ব্যাটসম্যান ফ্রেডারিকস। আজ তিনি কোন রাণ করার আগেই ওই ৮০ রাণের মাথায় রাণ-আউট হন।

এর পরে লয়েড ও অধিনায়ক সোবার্স। দুজনেই আউট হন ডুরানীর বলে। লয়েড ১৫ রাণের মাথায় ওয়াড়েকরের হাতে ধরা পড়েন। সোবার্স কোন রাণ করার আগেই ডুরানী তাঁর উইকেট ভেঙে দেন।

সোবার্সের উইকেট ভাঙার পর থেকে সমস্ত দলই যেন ভেংে পড়ে। মধ্যাহ্ন-ভোজের বিরতি পর্যন্ত মোট ৬টি উইকেট পড়ে যায়। প্রতিষ্ঠিত ব্যাটসম্যানরা সকলেই বিদায় নিয়েছেন। একমাত্র ডেভিস তখনও টিকে আছেন। দলের সংগ্রহ ২১৮ রাণ।

দলের অবস্থা তখন বিপর্যয়কর। হাতে মাত্র ৪টি উইকেট। ভারত থেকে তারা এগিয়ে আছে ৮০ রাণে। ওই ৪ উইকেটে কত রাণে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব্. খেলার বাকি দেড়দিন!

এই অবস্থায় বেশ শঙ্কিতভাবেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ব্যাট করতে থাকে। সতর্কভাবে, দেখেশুনে খেলেও ওই বাকি ৪টি উইকেটে ৪৩ রাণের বেশি সংগ্রহ করা শেষ পর্যন্ত সম্ভব হল না। দলের শেষ উইকেটটি যখন পড়ে, তখন রাণ ২৭১। কিন্তু ডেভিস তখনও ৭৪ রাণে অপরাজিত। প্রথম ইনিংসেও তিনি ৭১ রাণে অপরাজিত ছিলেন।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ইনিংস হয় শেষ চা-পানের আগেই। ভারতের জয়ের জন্য প্রয়োজন ১২৪ রাণ। ভাঙা পিচ। মারাত্মক এই পিচে কি সম্ভব ওই রাণ সংগ্রহ করা?

দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতের স্পিনাররা আবার কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। একা বেঙ্কটরাঘবনই পেয়েছেন ৫টি উইকেট ৯৫ রাণে। বেদী ও ডুরানী—এঁরাও পেয়েছেন দুটি করে উইকেট। জয়ের মূলে এঁদের ও প্রসন্নর অবদান কম নয়।

যাই হোক, আজ চা-পানের কিছু আগেই ভারতের দুই ব্যাটস-ম্যান অশোক মাঁকড় ও সুনীল গাভাসকার খেলতে নামেন। প্রথম জুটি প্রথমে সতর্কভাবে, পরে হাত খুলে মেরে রাণ তুলতে থাকেন। দলের যখন ৭৪ রাণ, অশোক ব্যারেটের বলে ক্যাচ আউট হন। খেলতে এলেন ডুরানী, কিন্তু তিনিও ব্যারেটের বলে ফিরে গেলেন কোন রাণ করবার আগেই। ওই ব্যারেটই পেলেন সরদেশাই-এর উইকেটটি। ৩ রাণে, দলের ৮৪ রাণের মাথায় সরদেশাই ফিণ্ডলের হাতে ধরা পড়েন।

জয়ের জন্য তখনও ৪০ রাণের প্রয়োজন। গাভাসকার এর আগেই তাঁর ৫০ রাণ পূর্ণ করেছেন। তার সঙ্গে খেলতে এলেন আবিদ। দিনের খেলা শেষ হতে সময় যত নিকটবর্তী হয়, রাণের সংখ্যাও তত কমতে থাকে। আবিদ গাভাসকারের যোগ্য সহযোগী। দুজনে রাণকে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন। জেতার জন্য তখনও ৩ রাণের প্রয়োজন। বোলার ব্যারটে, যে ব্যারেট আজকের তিনটি উইকেটই নিজের দখলে রেখেছেন। দিনের খেলার মাত্র ৫ মিনিট বাকি। ওভারের চতুর্থ বল। গাভাসকার এই বলেই বাউণ্ডারি মেরে খেলার উপরে যবনিকা টেনে দিলেন। ভারত প্রয়োজনীয় রাণ সংগ্রহ করল মাত্র ৩টি উইকেট খুইয়ে।

অতএব শেষ পর্যন্ত ভারতের প্রথম জয় হল ৭ উইকেটে

॥ অভিনন্দন ॥

প্রধানমন্ত্রী ঃ নয়াদিল্লীর খবর (১১ই মার্চ) ঃ ত্রিদিনাদে পোর্ট অব স্পেনে দ্বিতীয় টেস্টে ভারত ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে জয়ী হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী ভারতীয় খেলোয়াড়দের অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি এক বার্তায় বলেছেন—"আমরা সকলেই খুশি। খেলোয়াড়রা ভারতের মর্যাদা বাড়িয়েছেন।" প্রধান-মন্ত্রী ত্রিদিনাদে ভারতীয় হাইকমিশনার মারফৎ এই বার্তা পাঠান।

বোর্ড সভাপতি ঃ ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ ঘোষ আজ ভারতীয় দলের জয়ের খবর শোনামাত্র ভারতের ক্রিকেট অধিনায়ক ও অন্যান্য খেলোয়াড়দের অভিনন্দন জানিয়ে এক তারবার্তা পাঠান। তাঁর মতে—ভারত ও ওয়েস্ট ইণ্ডেজের এই পঁচিশতম টেস্ট খেলায় ভারত শক্তিশালী ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে হারিয়ে এক স্মরণীয় কীর্তির অধিকারী হয়েছে।

শ্রীএম দত্তরায় ঃ ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের নির্বাচক কমিটির সদস্য শ্রীএম দত্তরায়ও ভারতীয় দলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি বলেন, তরুণ ও অভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের সমন্বয়ে গঠিত ভারতীয় দল অসাধারণ গৌরব অর্জন করেছে।

লালা অমরনাথ ঃ ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়ক লালা অমরনাথ ভারতের জয়ের সংবাদে বলেন—ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখবার মত নতুন এক অধ্যায়। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলে সোবার্স, কানহাই ও লয়েডের মত খেলোয়াড় থাকা সত্ত্বেও ভারত জিতেছে এটা খুবই কৃতিত্বের কথা।

বিজয় মার্চেণ্ট ঃ ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের খেলোয়াড় নির্বাচক কমিটির সভাপতি শ্রীবিজয় মার্চেণ্টের অভিমত—এই জয়ে

ভারতের খেলোয়াড়রা নতুন প্রেরণা ও উদ্দীপনায় প্রাণবন্ত হয়ে উঠবেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে এই জয়কে তিনি শ্রেষ্ঠ জয় বলে অভিহিত করেন।

গোলাম আমেদঃ ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়কের আশা, ভারত ওয়েস্ট ইণ্ডিজ থেকে এবার রাবার জয় করে ফিরবে। তাঁর মতে এই জয় এক বিরাট সাফল্যের ইঙ্গিত। অধিনায়ক অজিত ওয়াড়েকর ও অন্যান্য খেলোয়াড়দের তিনি জয়ের জন্য অভিনন্দন জানান।

ভারতের জয়ে অফিস ছুটি

ভারত ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে হারিয়েছে এ খবর শোনার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা সহ রাজ্যের বহু স্থানে সরকারী, বেসরকারী অফিস ও স্কুল-কলেজ ছুটি হয়ে যায়।

'নতুন করে দল গড়তে হবে'—ওয়েস্ট ইণ্ডিজ পত্রিকার দাবী

জর্জ টাউন, ১৩ই মার্চ—ভারত দ্বিতীয় টেস্টম্যাচে ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে হারিয়েছে ৭ উইকেটে। স্বভাবতই স্থানীয় সব সংবাদ-পত্রে সমালোচনার ঝড় উঠেছে। উল্লেখ্য, এর আগের টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ভারতের কাছে ফলো-অন করে। সমালোচনায় এ বিষয়টিকেও বেশ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

পত্রিকাগুলি নানা ভাষায় নানা দৃষ্টিকোণ থেকে সমালোচনা করেছে। তবে একবাক্যে সকলেই দাবী তুলেছে খেলোয়াড় নির্বাচক কমিটির কাছেঃ বাকি তিনটি টেস্টের জন্য নতুন করে দল গঠন কর। তাঁদের অভিমত—ভারত এর আগে ১৩ বছর টেস্ট খেলে কোনদিন কোন টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে হারাতে পারেনি। আজ বিদেশে এসে তারা শোচনীয়ভাবে ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে হারিয়েছে। এ ক্ষেত্রে

অবশ্যই কিছু গলতি আছে। সুতরাং আগামী তিনটি টেস্টের জন্য নতুনভাবে দল গড়া হোক।

নতুন দল গড়ার ক্ষেত্রে তাদের পরামর্শও আছে :

ইভনিং স্টারে প্রবীণ ক্রিকেট সমালোচক জ্যাক এভারসন বলেছেন— গ্যারি সোবার্স ও অন্যান্য পড়তি প্রতিভার খেলোয়াড়দের অবসর নিতে বলা হোক। দ্বিতীয় টেস্টে হেরে যাবার পরেও যদি খেলোয়াড় নির্বাচকরা সচেতন না হন তা হলে ক্রিকেট-প্রেমিক জনগণ, বিশেষ করে জামাইকার ক্রিকেট দর্শকরা সোচ্চারে প্রতিবাদ তুলবে বলেও তাঁর অভিমত।

জনসাধারণের কাছে তাঁর অনুরোধ,—সোবার্স ও তাঁর দলবলের চাপে যদি খেলোয়াড় নির্বাচকেরা নতুন খেলোয়াড় দলে না নেন তবে পরবর্তী টেস্টগুলিতে আপনারা কেউ মাঠে যাবেন না।"

সুনীল গাভাসকারের আর্থিক পুরস্কার লাভ

ত্রিনিদাদ, ১১ মার্চ—ভারত ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মধ্যে দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় বিশেষ কৃতিত্বের জন্য ভারতের ব্যাটসম্যান সুনীল গাভাসকার ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বোলার জ্যাকি নরিজা প্রত্যেকে ২৫০ ডলার (৯০০ টাকা) করে আর্থিক পুরস্কার পেয়েছেন।

গাভাসকার এই টেস্টের দুটি ইনিংসে করেছেন যথাক্রমে ৬৫ ও ৬৭ (অপরাজিত)। গাভাসকারের বয়স ২১, এই তাঁর প্রথম টেস্ট খেলা। শেষ দিনের জয়সূচক রাণও আসে তাঁর ব্যাট থেকে।

নরিজা প্রথম ইনিংসে একাই ভারতের ৯টি উইকেট দখল করেন। ৯৫ রাণের বিনিময়ে তিনি এই উইকেটগুলি পান।

ভারতের অধিনায়ক পুরস্কৃত

বিজয়ী অধিনায়ক অজিত ওয়াড়েকর পেয়েছেন ৫০০ ডলার

(১,৮০০ টাকা) আর্থিক পুরস্কার। ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে ৭ উইকেটে হারিয়ে দেবার জন্যই এই পুরস্কার।

গাভাসকারের কৃতিত্ব

ভারতের ২১ বছর বয়স্ক ওপেনিং ব্যাটসম্যান গাভাসকার এই সফরে ৭০০ রাণ পূর্ণ করেছেন। ৪টি টেস্টে ৮ ইনিংসে তাঁর মোট রাণ সংখ্যা ৭৭৪ গড়, ১৫৪-৮০।

গাভাসকারের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব—একই টেস্টে (৫ম) সেঞ্চুরি (১২৪) ও ডবল সেঞ্চুরি (২২০)। এর আগে সিডনীতে (স্বদেশে) অস্ট্রেলিয়ার ডগ ওয়াল্টার্স ২৪২ ও ১০৩ রাণ করে বিশ্ব রেকর্ড করেছিলেন। গাভাসকার হলেন দ্বিতীয় খেলোয়াড়। তবুও গাভাসকারের কৃতিত্ব বেশ কিছুটা বেশি, কারণ তিনি এই রেকর্ড করেছেন বিদেশের মাটিতে।

সপ্তদশ জয়

ভারত-ইংল্যাণ্ড

তৃতীয় টেস্ট : ওভাল

ভারত	ইংল্যাণ্ড
অজিত ওয়াড়েকর (অধিনায়ক)	রে ইলিংওয়ার্থ (অধিনায়ক)
অশোক মাঁকড়	বি লাকহার্স্ট
সুনীল গাভাসকার	জে জেমসন
জি আর বিশ্বনাথ	জে এডরিচ
একনাথ সোলকার	কে ফ্লেচার
বেঙ্কটরাঘবন	বি ডলিভেরা
ফারুক এঞ্জিনিয়ার (উইকেটরক্ষক)	এ্যালান নট (উইকেটরক্ষক)
আবিদ আলী	আর হাটন
চন্দ্রশেখর	জে স্নো
দিলীপ সরদেশাই	ডি আণ্ডারউড
বিষেণ সিং বেদী	জন প্রাইস

প্রথম দিন

সারা দিনে ইংল্যাণ্ডের ৩৫৫ রাণ

লণ্ডন, ১৯ আগস্ট—আজ ওভালে ভারত ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে শেষ টেস্টম্যাচ শুরু হয়েছে। এই তৃতীয় টেস্টের আগের দুটি টেস্ট অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে।

আজ দিনের খেলা শেষ হবার মাত্র ৫ মিনিট আগে ইংল্যাণ্ডের ইনিংস শেষ হয়। এরপরে ভারত আর ব্যাট করার সুযোগ পায়নি। মোট ৩৯৫ মিনিট খেলে ইংল্যাণ্ড দল ৩৫৫ রাণ সংগ্রহ করেছে। এর মধ্যে জেমসন (ইংল্যাণ্ডের ভারতীয় ব্যাটসম্যান, বোম্বাইয়ে জন্ম) করেছেন ৮১, নট ৯০ ও রিচার্ড হাটন ৮১ রাণ।

ওভাল মাঠ থেকে ব্যাটসম্যানরাই বেশি সাহায্য পেয়েছেন। তবুও ইংল্যাণ্ড ব্যাটসম্যানদের সমীহ আদায় করে নিয়েছেন ভারতীয় বোলাররা।

আজ খেলার শুরুতেই মাত্র ৫ রাণে ইংল্যাণ্ডের প্রথম উইকেট পড়ে। সোলকারের বলে গাভাসকারের হাতে লাকহার্স্ট ধরা পড়েন।

ইংল্যাণ্ড অধিনায়ক ইলিংওয়ার্থ আজ টসে জেতেন। পর পর তিনটি টেস্টেই টসে তাঁর জয় হল। টসে জিতে তিনি জেমসন ও লাকহার্স্টকে ব্যাট করতে পাঠান।

ভারতের দুই সীম বোলার সোলকার ও আবিদ আলী বল করতে থাকেন। ৫ রাণের মাথায় মাত্র ১ রাণ করে লাকহার্স্ট বিদায় নেন।

এডরিচ ও জেমসন খেলতে থাকেন। সোলকারের সুন্দরভাবে স্যুইং করা বল খেলতে এডরিচের বেশ অসুবিধা হয়। কিন্তু অপরদিকে জেমসন আস্তে আস্তে মেরে খেলতে থাকেন।

একঘণ্টা খেলায় মোট রাণ ওঠে ৩৭। এর পরে বেদী বল করতে আসেন। প্রথম ওভারেই মেডেন। দ্বিতীয় ওভারে জেমসন লং অনের উপর দিয়ে ওভার বাউণ্ডারি মারেন।

অপরদিকে কিন্তু এডরিচ তখনও স্বচ্ছন্দভাবে খেলতে পারেন না। শেষপর্যন্ত সোলকারের বলে ৩ রাণ করে দলের ৫০ রাণ পূর্ণ করেন জেমসন। বেদীর বলে তিনি আরও একটি ওভার বাউণ্ডারি মারেন। তাঁর নিজস্ব ৫০ রাণ পূর্ণ হয়।

মধ্যাহ্ন-ভোজের বিরতি। জেমসন ৫৪ ও এডরিচ ৩৩ রাণে অপরাজিত থাকেন। দলের রাণ ওঠে ১ উইকেটে ৯৭। ৮৮ মিনিট খেলে জেমসন তাঁর ৫০ রাণ পূর্ণ করেন।

মধ্যাহ্ন-ভোজের পর ১২৩ মিনিট খেলা চলে বেঙ্কটরাঘবনের বল অনে ড্রাইভ করে বাউণ্ডারি মারেন। দলের ১০০ রাণ পূর্ণ হয়। দ্বিতীয় উইকেটের জুটিতেও শতরাণ পূর্ণ হয় ১২০ মিনিটে। এর পরে আরও ৩ রাণ যোগ হবার পরে বেদীর বল ড্রাইভ করতে গিয়ে এডরিচ ক্যাচ তোলেন। উইকেটরক্ষক ফারুক এঞ্জিনিয়ার ক্যাচটি ধরেন সহজেই। ১১১ রাণের মাথায় দ্বিতীয় উইকেট পড়ে।

এডরিচ কিছুটা অসন্তুষ্ট হয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরে যান। তিনি মোট ৪ ঘণ্টা উইকেটে ছিলেন।

ফ্লেচার খেলতে এসে মাত্র ১ রাণ করেই বিদায় নেন। বেদীর বলে স্লিপে তাঁর ক্যাচটি ধরেন গাভাসকার।

ডলিভেরা খেলতে আসেন। এদিকে নির্ভরতার প্রতীক জেমসন রাণ-আউট হন। দলের তখন ১৩৯ রাণ। ১৬৩ মিনিট খেলে ৮১ রাণ করে তিনি আউট হন। এই সময় আরও একটি রাণ নেবার সময় কভার থেকে ছোঁড়া ওয়াড়েকরের বলে তাঁর উইকেট ভেঙে যায়।

দ্বিতীয় দিন

লণ্ডন, ২০ আগস্ট—বৃষ্টির জন্য আজ আর খেলা শুরু হতে পারেনি। মনে হয়েছিল মধ্যাহ্ন-ভোজের পর হয়ত খেলা শুরু হবে। কিন্তু আম্পায়াররা তখনও পীচ ও মাঠ দেখে খেলার অনুপযুক্ত বলে মত দেন।

তৃতীয় দিন

ভারতের ৭ উইকেটে ২৩৪ রাণ

লণ্ডন, ২১ আগস্ট—একদিন খেলা বন্ধ ছিল, বৃষ্টির জন্য। আজ ভারত প্রথম ইনিংস শুরু করে। প্রাথমিক বিপর্যয় কাটিয়ে ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা শেষ পর্যন্ত সংগ্রহ করেছেন ১৩৪ রাণ, ৭ উইকেটে।

ভারত ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস থেকে এখনও ১২১ রাণে পিছিয়ে। হাতে মাত্র ৩টি উইকেট।

আজ মাত্র ২১ রাণে মাঁকড় ও গাভাসকার আউট হন। এর পর সরদেশাই ও ওয়াড়েকর দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন ঘটান। কিন্তু ১১৪ রাণের মাথায় আবার বিপর্যয়। সরদেশাই, বিশ্বনাথ ও ওয়াড়েকর আউট হন মাত্র ১১ রাণে। এর পরে সোলকার ও এঞ্জিনিয়ার কিছুটা অবস্থার পরিবর্তন ঘটান। উইকেটে এখন আবিদ (১) ও বেঙ্কটরাঘবন (৩)।

ইলিংওয়ার্থ একসময় একটিও রাণ না দিয়ে ২৩টি বল করে সরদেশাই, বিশ্বনাথ ও ওয়াড়েকরের উইকেট তিনটি পান।

কাল বৃষ্টির জন্য আদৌ খেলা হয়নি। আজও খেলা আরম্ভ হয় ১৫ মিনিট পরে। কারণ ওই বৃষ্টি

গাভাসকার ও মাঁকড়ের বিরুদ্ধে বল করতে আসেন স্নো ও প্রাইস। দুজনেই ফাস্ট বোলার। স্নো প্রথম ওভারেই দুটি বাউন্সার দেন। গাভাসকার কোনরকমে নিজেকে বাঁচান। স্নো মাঁকড়ের বিরুদ্ধেও বাউন্সার দেন। তবে স্নোর বলেই মাঁকড় প্রথম বাউণ্ডারি

মারেন। কিন্তু নিজস্ব ১০ রাণ করে মাঁকড় প্রাইসের বলে সরাসরি বোল্ড হন। এর কিছু পরে গাভাসকারও প্রাইসের বলে বোল্ড। ২১ রাণে দুটি উইকেটের পতন।

খেলতে থাকেন ওয়াড়েকর ও সরদেশাই। ভারতের প্রথম ঘণ্টায় রাণ ওঠে ৪০।

মাঠের উপরে কিছুটা কুয়াশার ভাব। সরদেশাই দেখে দেখে খেলতে থাকেন, ওয়াড়েকরও তাই। তিনি বেশির ভাগ বল মারেন লেগের দিকে।

এদিকে বলের আকৃতির কিছুটা বিকৃতি ঘটে। অতঃপর প্রায় ওইরকম আর একটি বল নিয়ে খেলা শুরু হয়।

মধ্যাহ্ন-ভোজের বিরতি হয়। স্কোর বোর্ডে তখন ৫৮ রাণ। ওয়াড়েকর ২১, সরদেশাই ১৯—দুজনেই অপরাজিত।

মধ্যাহ্ন-ভোজের পর খেলা শুরু হলে সরদেশাই ও ওয়াড়েকরের জুটি ভাঙবার জন্য ইলিংওয়ার্থ বার বার বোলার পরিবর্তন করতে থাকেন। ৫ জন পেস বোলারের পর তিনি নিজেই আসেন বল করতে। অন্যদিকে তাঁর সহযোগী আণ্ডারউড। ইলিংওয়ার্থ সরদেশাইকে কিছুটা বেকায়দায় ফেলেন শেষ পর্যন্ত সরদেশাই-এর উইকেটটি তিনিই পান। বলটি হঠাৎই বাঁক নিয়ে সরদেশাই-এর স্টাম্পে লাগে।

বিশ্বনাথ খেলতে এসে কোন রাণ করার আগেই আউট। এবারও বোল্ড। বোলার ইলিংওয়ার্থ। সাধারণ বল। বিশ্বনাথ কিছুটা দ্বিধা নিয়ে খেলতে গিয়ে নিজের ও দলের বিপদ ডেকে আনেন।

এর পরে অধিনায়ক ওয়াড়েকর আউট। ইংল্যাণ্ড-অধিনায়ক ইলিংওয়ার্থের খাটো লেংথের বল। ওয়াড়েকর মারতে গিয়ে স্লিপে হাটনের হাতে ধরা পড়েন। ১১৪ রাণ ছিল ২ উইকেটে। ১২৫ রাণে হল ৫ উইকেটে।

চা-পানের বিরতি পর্যন্ত অবশ্য আর কোন উইকেট পড়েনি। সোলকার ৫ ও এঞ্জিনিয়ার ৮ রাণে তখন অপরাজিত।

সোলকার ও এঞ্জিনিয়ার দুজনেই দলের দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নেন। ১০৭ মিনিট খেলে এঞ্জিনিয়ার ৫০ রাণ করেন। ৯৭ রাণ যোগ হবার পর সোলকার ৪৪ রাণে ডলিভেরার বলে ফ্লেচারের হাতে ধরা পড়েন। এর পরে এঞ্জিনিয়ারও আউট হন ৫৯ রাণে। স্নোর বলে ক্যাচ ধরেন ইলিংওয়ার্থ। ২৩০ রাণে ভারতের প্রথম ৭টি উইকেট পড়ে যায়।

খেলতে থাকেন আবিদ ও বেঙ্কটরাঘবন। যথাক্রমে ২ ও ৩ রাণে তাঁরা অপরাজিত তৃতীয় দিনের খেলা শেষে।

চতুর্থ দিন

৯৭ রাণ করলে ভারত জিতবে

লণ্ডন, ১৩ আগস্ট—ক্রিকেট যে ভীষণ অনিশ্চিতের খেলা ওভালে আজ তার প্রমাণ মিলেছে। দুদলের আজ মোট ১৫টি উইকেট পড়ল। ইংল্যাণ্ড দ্বিতীয় ইনিংসে ১০১-এর গণ্ডী ছাড়াতে পারেনি। তারপর ভারত ২ উইকেটে করেছে ৭৬ রাণ। ওয়াড়েকর ও সরদেশাই এখনও ক্রিজে। তাছাড়া রয়েছে আরও ৬টি উইকেট।

ভারতের এখন প্রয়োজন মাত্র ৯৭ রাণ। হাতে একদিন।

চন্দ্রশেখর আজ ১৮·১ ওভার বল করে ৩৩ রাণের বিনিময়ে ৬টি উইকেট পেয়েছেন।

তাঁর ও বেঙ্কটরাঘবনের মারাত্মক বোলিং-এর জন্য ইংল্যাণ্ড আজ মাত্র ১০১ রাণে ইনিংস শেষ করতে বাধ্য হয়। দুই দেশের ৩৯টি টেস্টের মধ্যে এটাই ইংল্যাণ্ডের সবচেয়ে কম রাণ। এর আগে ছিল ১৩৪ (লর্ডসে—১৯৩৬)।

তৃতীয় দিনের শেষে ভারতের উঠেছিল ২৩৪ রাণ, ৭ উইকেটে। আজ চতুর্থ দিনের খেলার শুরুতে আবার ব্যাট করতে আসেন আবিদ ও বেঙ্কটরাঘবন। দুজনেই বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে খেলতে থাকেন। এর মধ্যে আবিদ কিছুটা বেপরোয়া। প্রাইস ও স্নো-কে সরিয়ে ইলিংওয়ার্থ ও আণ্ডারউড দুদিক থেকে বল করতে থাকেন।

ইলিংওয়ার্থ এক ওভারে ১৩ রাণ দেন। এর পরে অবশ্য ইলিংওয়ার্থ পর-পর ৩ ওভার মেডেন পান। শেষ পর্যন্ত এই

ইলিংওয়ার্থেরই একটা ঝোলান বলে আবিদ আলী ঠকে যান। ২৬ রাণের মাথায় বোল্ড হলেন।

আবিদ ও বেঙ্কটরাঘবন ৪৮ মিনিট একসঙ্গে খেলে অষ্টম উইকেটে ৪৮ রাণ যোগ করেন। বিপদের মুখে সাহস ভরা খেলা।

কিন্তু এর পরেই বেঙ্কটরাঘবন এল বি ডবলিউ হন আণ্ডারউডের বলে। শেষ খেলোয়াড় চন্দ্রশেখর খেলতে আসেন, অপরদিকে বেদী। স্কোর ২৮৪। পরের ওভার, ইলিংওয়ার্থের বল, ডিপ লেগে ক্যাচ দিলেন বেদী। ডলিভেরা বেশ সহজেই তা ধরলেন। ওই ২৮৪ রাণের মাথাতেই শেষ হল ভারতের প্রথম ইনিংস।

আজ ৬৫ মিনিট খেলায় ভারত ৫০ রাণ যোগ করে, তিনটি উইকেটের বিনিময়ে।

পঞ্চম দিন

ওয়াড়েকর-বাহিনী বিজয়ী

ইংল্যাণ্ডের মাটিতে প্রথম রাবার লাভ

লণ্ডন, ২৪ আগস্ট—ভারত ইংল্যাণ্ডকে হারিয়েছে ৪ উইকেটে। ইংল্যাণ্ডের মাটিতে ভারতের এই প্রথম জয়। প্রথম রাবার লাভও।

তার চেয়েও বড় কথা ভারতের কাছে আজ হার স্বীকার করেছে পর-পর ২৮টি টেস্টে অপরাজেয় ইংল্যাণ্ড দল।

আজ মধ্যাহ্ন-ভোজের বিরতির পর আধঘণ্টার মধ্যেই খেলার মীমাংসা হয়। লাকহার্স্টের বলে আবিদ ৪ রাণ করেন। জয়ের জন্য তখন প্রয়োজন ছিল ৩ রাণ।

জয়ের জন্য প্রয়োজন ৯৭ রাণ। ওয়াড়েকর তাঁর গতদিনের ৪৫ রাণের মাথাতেই রাণ আউট। বিশ্বনাথ খেলতে আসেন। সরদেশাই ও তিনি সতর্কভাবে রাণ তুলতে থাকেন। ওদিকে দর্শকরা উত্তেজিত, হাতে হাতে তেরঙা পতাকা। ১৭৬ মিনিট খেলায় দলের শতরাণ পূর্ণ হয়। ভারতের জয়ের আশা ক্রমশঃ উজ্জ্বল হতে থাকে।

বিশ্বনাথ ও সরদেশাই ৪৮ রাণ যোগ করে আণ্ডারউডের বলে ক্যাচ তোলেন নটের হাতে। ১২৪ রাণে ৪ উইকেটের পতন। সরদেশাই আউট। ১৫৯ মিনিটে ৪টি বাউণ্ডারিসহ ৪০ রাণ।

সোলকার খেলতে আসেন। কিন্তু মাত্র ১ রাণ করে তিনিও আউট। সজোরে তিনি আণ্ডারউডের বল ড্রাইভ করতে গিয়ে

বিপদ ডেকে আনেন। বাঁদিকে ড্রাইভ দিয়ে বোলার নিজেই ক্যাচটি ধরেন।

জয়ের জন্য ৩৯ রাণ বাকি। এঞ্জিনিয়ার খেলতে আসেন। উত্তেজনাও বাড়তে থাকে। ইলিংওয়ার্থ ও আণ্ডারউড আপ্রাণ বল করে চলেন। এর মধ্যে বিশ্বনাথ একবার আউট হতে হতে রেহাই পান।

মধ্যাহ্ন-ভোজের বিরতি। তখনও প্রয়োজন ২৭ রাণের। বিশ্বনাথ ১৯, এঞ্জিনিয়ার ৮ রাণে অপরাজিত। এর পর বিশ্বনাথও ফিরে গেলেন। আবিদ এলেন। তিনি যেন শেষ মারটিই মারতে এসেছিলেন। অপরদিকে এঞ্জিনিয়ার ২৮ রাণে অপরাজিত। হাতে তখনও ৪টি উইকেট (৬ উইঃ ১৭৪ রাণ)। অবশেষে ভারত জয়ী হল ৪ উইকেটে।

ভারত ক্রিকেট খেলায় অনেক এগিয়েছে

—ব্রাডম্যান

জয়ের খবর শুনে স্যার ডোনাল্ড ব্রাডম্যান বলেন : ক্রিকেট খেলায় ভারত অনেক এগিয়েছে। ভারতীয় খেলোয়াড়দের ইংল্যাণ্ডের পীচে মানিয়ে নেওয়া কঠিন। তারা বিজয়ী হয়ে প্রমাণ করেছে, এই বিষয়ে তারা অনেকখানি এগিয়েছে। তিনি জয়ের জন্য ভারতীয় দলকে অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানান।

রাষ্ট্রপতি শ্রীভি ভি গিরি : "আমার আন্তরিক অভিনন্দন ভারতীয় ক্রিকেট দলকে পৌছে দিন।" রাষ্ট্রপতি শ্রী গিরি লণ্ডনের হাইকামশনারের কাছে পাঠানো এক তারবার্তায় বিজয়ী ভারতীয় দলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তাঁর মন্তব্য : ওয়াড়েকরের চমকপ্রদ অধিনায়কত্বে বিজয়ী ভারত তার তরুণ খেলোয়াড়দের জন্য গর্বিত।

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বলেছেন : আপনাদের এই চাঞ্চল্যকর জয়ের খবর শুনে দেশ রোমাঞ্চিত। দলের অন্য সকলের প্রতিও আমার অভিনন্দন। যেভাবে খেলা উচিত সেইভাবেই আপনারা ক্রিকেট খেলেছেন। শ্রীমতী গান্ধী এই অভিনন্দন-বার্তাটি পাঠিয়েছেন দলের ম্যানেজার হেমু অধিকারী ও দলনায়ক ওয়াড়েকরের কাছে।

ভারত গর্বিত, আপনার ও আপনার দলের জন্য বিপুল সংবর্ধনা অপেক্ষা করছে। ওয়াড়েকরকে এই বার্তাটি পাঠিয়েছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী **শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়**।

নির্বাচক-মণ্ডলীর চেয়ারম্যান **বিজয় মার্চেন্টের** উক্তি : ভারতীয় ক্রিকেট এর থেকে উদার দাক্ষিণ্য আর কি দেখাতে পারে! সারা সিরিজে ভারত প্রতিটি ইঞ্চির জন্য লড়েছে। ওয়াড়েকর ও তাঁর

সাহসী ক্রিকেটারদের জন্য আমরা গর্বিত। সত্যি করে বলতে গেলে আজই আমি সবচেয়ে খুশি। আমার সেরা আনন্দের দিন আজ।

'পৃথিবীতে আমি সব থেকে সুখী': **গোলাম আমেদও** তাঁর অভিব্যক্তি এই ভাষায় প্রকাশ করেছেন।

পতৌদির নবাব মনসুর আলী বলেছেন: অপূর্ব কৃতিত্ব। আমরা নিশ্চিত, এম সি সি এখানে এলে ওদের হারাব। অজিত ওয়াড়েকর ও তাঁর দলকে অভিনন্দন।

পঙ্কজ রায়: এঁদের জয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখের সামনে ওভালের ছবি ভেসে উঠল। এই জয় ক্রিকেটের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে, আমি ওয়াড়েকর ও তাঁর সতীর্থদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। অভিনন্দন হেমু অধিকারীকেও।

বোরড সভাপতি শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ ঘোষ: ভারতীয় ক্রিকেট দলের কৃতিত্ব নিশ্চয়ই ভারতকে বিশ্বের শীষ ক্রিকেট খেলার দেশরূপে চিহ্নিত করবে।

লালা অমরনাথ জয়ের খবর শুনে বলেন: কোন সন্দেহ নেই, এই জয় তরুণ খেলোয়াড়দের চমকপ্রদ দলগত প্রয়াসের ফল।

দাত্তু ফাড়করের মন্তব্য: পীচ যখন প্রায় গুঁড়িয়ে গেছে, চতুর্থ ইনিংসে তখন আমাদের ছেলেরা খেলেছে। এই জয়ের সব কৃতিত্ব ওয়াড়েকর ও তাঁর সহ খেলোয়াড়দের।

মুস্তাক আলী: সরকার যদি প্রত্যেক বিজয়ী ক্রিকেটারকে ৫ একর করে জমি দান করেন তাহলে খুব ভাল হয়। ক্রিকেটারদের উপযুক্ত সম্মান দেওয়া হোক, এটাও প্রয়োজন।

হকি যাদুকর ধ্যানচাঁদ: এ জয় বিরাট কৃতিত্বের। দল নির্বাচনে যদি রাজনৈতিক বিবেচনা বা পক্ষপাত কাজ না করে তাহলে ক্রিকেট শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার জন্য এদেশে প্রতিভার অভাব হবে না।

সুঁটে ব্যানার্জী: প্রথম ইনিংসে ৭১ রাণে এগিয়ে থাকা

ইংল্যাণ্ডকে পরাজয়ে বাধ্য করা বিরাট কৃতিত্ব অবশ্যই। আমাদের ছেলেরা শ্রেষ্ঠ তোড়া উপহার পাবার যোগ্য।

বিজয় হাজারের অভিমত ঃ হেমু অধিকারীর দক্ষ ও চটপটে ম্যানেজারিও সাফল্যের অন্যতম উপাদান ছিল।

দুই অধিনায়ক

বিজয়ী ওয়াড়েকর ঃ চন্দ্রশেখরের বোলিং ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। সে একটাও বাজে বল করেনি। আমাদের জয়ের সুযোগ সে-ই করে দিয়েছে।

বিজিত ইলিংওয়ার্থ ঃ আমরা দ্বিতীয় ইনিংসে অত্যন্ত খারাপ ব্যাট করেছি, তাতেই খেলার মোড় ঘোরে। চন্দ্রশেখর খুব সুন্দর বল করে আমাদের আউট করেছেন মাত্র ১০১ রাণে। আমরাও তাঁকে সাহায্য করেছি, খারাপ ব্যাট করে ; পীচ মোটেই মাত্র ১০১ রাণে ইনিংস শেষ হবার মত ছিল না।

বোম্বাইয়ে

বোম্বাইয়ের খবর—সেখানে ১১ দিনব্যাপী গণেশপূজা শেষ ও ভারতের রাবার জয়ের আনন্দ মিলেমিশে একাকার। গণেশের কাছে ক্রিকেট-পাগল বোম্বাইয়ের এবারকার অন্যতম প্রার্থনা ছিল বোধহয় ভারতের জয়।

দিল্লীতে জয়ের খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের বন্যা। কোলাকুলি, চুম্বন। বিনা পয়সায় চা-মিষ্টি বিতরণ পর্বের মাধ্যমে এ আনন্দের বহিঃপ্রকাশ।

কলকাতাও তার ব্যতিক্রম নয়ঃ চাঁদা তুলে মিষ্টি বিতরণ, আবির ছড়ানো, কোলাকুলি, বোমা-পটকার শব্দ। এমনকি মধ্য কলকাতায় এক মশাল-মিছিলও বের হয়, সঙ্গে অনবরত বোমার শব্দ। পুলিস ছুটে আসে। কিছুক্ষণ পরে হাসতে হাসতে মিষ্টিমুখ করে তারা বিদায় নেয়। কোথাও কোথাও এত 'আনন্দ-বোমা' ফাটে যে, জনগণ প্রথমে হকচকিয়ে যান। পরে অবশ্য সব ব্যাপারটা বোঝা যায়। এ-দৃশ্য কলকাতার সর্বত্র, এখানে ওখানে পাড়ায় পাড়ায় অলিতে গলিতে।

কলকাতা বেতার আজ ভারতের জয়ের খবর দেয় সোয়া সাতটায়, নির্দিষ্ট অনুষ্ঠান বন্ধ করে।

পুরস্কার

ইংল্যাণ্ডে প্রথম জয়। খেলার শেষেই আজ বিজয়ী অধিনায়ক ওয়াড়েকরকে দেওয়া হল ১,৫০০ পাউণ্ডের একখানি চেক।

এ ছাড়াও বিশেষ পুরস্কার পাবেন চন্দ্রশেখর ও নট। তাঁরা পাবেন প্রত্যেকে ১৫০ পাউণ্ড করে।

অষ্টাদশ জয়

ভারত—ইংল্যাণ্ড : দ্বিতীয় টেস্ট

ভারত	ইংল্যাণ্ড
অজিত ওয়াড়েকর (অধিনায়ক)	টনি লইস (অধিনায়ক)
ফারুক এঞ্জিনিয়ার (উইকেটরক্ষক)	এলান নট (উইকেটরক্ষক)
সুনীল গাভাসকার	ডেরেক আণ্ডারউড
রামনাথ পারকার	ডেনিস অ্যামিস
গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথ	কিথ ফ্লেচার
সেলিম ডুরানী	ব্যারি উড
একনাথ সোলকার	মাইক ডেনেস
আবিদ আলী	টনি গ্রীগ
এরাপল্লী প্রসন্ন	ক্রিশ ওল্ড
বিষেণ সিং বেদী	প্যাট পোকক
ভাগবৎ চন্দ্রশেখর	বব কট্রাম

ইডেনে আহত বাঘের সঙ্গে উত্থিত সিংহের লড়াই

কলকাতা, ২৯শে ডিসেম্বর—মাথা নামিয়ে, চোয়াল শক্ত করে ভারতীয় দল আজ ইডেনে দ্বিতীয় টেস্ট খেলতে নামবে। সাতদিন আগেও এই দল বেসরকারী বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরূপে আমাদের গর্বের উপকরণ ছিল। এই ইংল্যাণ্ড দলকে সাতদিন আগেও দ্বিতীয় শ্রেণীরূপে গণ্য করা হয়েছিল। রূপান্তরিত দুটি দলকে প্রত্যক্ষ করার আকর্ষণ অমোঘ। আহত ব্যাঘ্রের সঙ্গে উত্থিত সিংহের সংগ্রাম দেখার কৌতূহল প্রাকৃতিক নিয়মেই স্বাভাবিক। রঞ্জি স্টেডিয়ামে প্রবেশাধিকার চায় ৬৫ লক্ষ মানুষ, কিন্তু দর্শকাসনে স্থান পাবে ৬৫ হাজার। ভাগ্যহীনদের সমবেত দীর্ঘশ্বাসের চাপে ঝড় উঠবে কিনা আবহাওয়া অফিসই একমাত্র তা জানে।

ভারত এই মুহূর্তে সিরিজে ১—০ ম্যাচে পিছিয়ে। অকল্পনীয় খেলোয়াড় ধরে বিচার করলে অজিত ওয়াড়েকরের দল নিশ্চয়ই টনি লুইসের ইংল্যাণ্ড দলের থেকে শক্তিশালী। বিদেশে পর-পর দুটি সিরিজ জয়ের প্রধান নায়করাই দিল্লীতে প্রথম টেস্টে খেলেছিলেন। উইকেটেও কোন বদমায়েসী ছিল না। ট্রুম্যান বা ওয়েস হল দুই প্রান্ত থেকে বল করেনি, তবু বেসরকারী বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা স্বচ্ছন্দে হেরে গেল। ক্রিকেটের মহান অনিশ্চয়তার দোহাই অচল। কোটলা উইকেটে ১৭৩ ও ২৩৩—এই দুটি ইনিংসের মত রাণ সরদেশাই বা গাভাসকার একাই তুলে দিতে পারতেন। দুবার ব্যাট করার সুযোগ পেয়েও সহজ উইকেটে সাধারণ বোলিংয়ের বিরুদ্ধে তাঁরা পারেননি। জয়ের জন্য ভারত নির্ভর করেছে বোলারদের উপর।

মাত্র দুজন, চন্দ্রশেখর ও বেদীর উপর নির্ভর করে বার বার সফল হওয়া যায় না। চন্দ্রশেখর দুই ইনিংসের শক বা স্টক বোলার নন। চন্দ্রের সেই শারীরিক শক্তি নেই, প্রথম ইনিংসে অত্যধিক বল করে

দ্বিতীয় ইনিংসেও আবার একই কাজ ওঁকে দিয়ে করাতে পারার। বেদী হয়তো পারেন। চন্দ্রকে মাঝে মাঝে বিশ্রাম দেওয়া দরকার। সেই সময় বোলিংয়ের বোঝা বহন করার দায়িত্ব অপরকে নিতে হবে, বিশেষত সীমারদের। দিল্লীতে ওয়াড়েকর সেই অপর লোকগুলিকে খুঁজে পাননি। কলকাতা টেস্টে অবশ্যই তাঁকে পেতে হবে।

বেঙ্কটরাঘবন দিল্লীতে ব্যাটে বলে ফিল্ডিংয়ে হতাশ করেছেন। যদি তাঁকে কলকাতায় বাদ দেওয়া হয় তাহলে তাঁর জায়গায় ডুরানী অথবা প্রসন্নকে নেওয়া হবে। আমার নিবাচন ডুরানী। অফ স্পিন বোলিং খেলায় ইংল্যাণ্ড ব্যাটসম্যানরা যথেষ্টই দড়। উপরন্তু ডুরানীর কাছ থেকে শুধু রাণই প্রত্যাশা করা যায় না, তাঁর বাঁ হাতের বল যে কোন সময় খেলার গতিও বদলে দিতে পারে। সে নজীরও আছে। দিল্লীতে সরদেশাইয়ের ব্যর্থতার পর কথা উঠেছে তাঁকে বাদ দেওয়ার। গত বছর ওয়েস্ট ইণ্ডিজে ছয়শোর বেশি রাণ যিনি করে এসেছেন, শুধুমাত্র একটি ম্যাচে ব্যর্থতার উপর তাঁকে বাদ দেওয়ার অর্থ আমরা সন্ত্রস্ত হয়েছি ঘোষণা করা, সত্যিই কি তার দরকার আছে সিরিজের শুরুতেই?

উইকেট মস্ত বড় ব্যাপার বোলিং সাফল্যের জন্য। আর ম্যাচ জেতার জন্য বরাবরই তো আমরা বোলারদেরই মুখ চেয়ে এসেছি। এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ সদ্য-পরাজিত-হওয়া দিল্লী টেস্ট। এই খেলার চতুর্থ দিন সকালে বিজয় মার্চেন্টকে মাঠে টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে বলতে শুনলাম—আর ১০০ রাণ করলে ভারতের জয় অসম্ভব নয় এবং লালা অমরনাথ বললেন, ১০০ কেন আর ৫০ রাণ করলেই এই ম্যাচে অবধারিত জয়। এঞ্জিনিয়ার—সোলকার এবং অন্যান্যরা মিলে ১১০ রাণ তুললেন, কিন্তু দুই ঝানু ক্রিকেট-যোদ্ধাকে ভুল প্রমাণ করে ইংল্যাণ্ড ৬ উইকেটে ম্যাচ জিতল। মার্চেন্ট ও অমরনাথ অনেকের মতই আশা করেছিলেন চতুর্থ ইনিংসে খেলতে আসা ইংল্যাণ্ডকে বিপন্ন করবে ভগ্ন বিক্ষত উইকেট, কিন্তু তা করেনি।

অজিত ওয়াড়েকর তাঁর সদ্য প্রকাশিত বইয়ে চাঁদু বোড়ে সম্পর্কে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে গিয়ে লিখেছেন, উইকেটের চরিত্র অধ্যয়নে বোড়ের তুলনা মেলা ভার। গত মরশুমে ইডেনে রঞ্জি খেলায় বাংলার কাছে মহারাষ্ট্রের পরাজয় ঘটার অন্যতম কারণ উইকেটের ছদ্মবেশ ভেদ করে আসল রূপ নির্ণয়ে বোড়ের ব্যর্থতা—যে জন্য টসে জিতেই হেভি রোলার চালিয়ে তিনি ব্যাট করতে নামেন।

গত মরশুমে প্রতিরক্ষা তহবিলের জন্য ম্যাচটির কথা মনে পড়ে। প্রথম দুদিন ব্যাটসম্যানদের আসা-যাওয়ার শোভাযাত্রা ঘটাল স্পিনাররা। তারপরই চরিত্র বদল করে উইকেট বোলারদের সাহায্য দিতে নারাজ হয়। ইডেনের আজকের উইকেটে ঘাস নেই এবং অনুমান করা হচ্ছে শুরু থেকেই স্পিন কামড় দেবে। যদি দেয়, তাহলে আমাদের উল্লসিত হওয়ার কি কারণ? আণ্ডারউড এবং পোকক নামে দুজন স্পিন বোলার ইংল্যাণ্ড দলে আছে এ তথ্য বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়।

ইংল্যাণ্ড সুষম পূর্ণাঙ্গ দল। তাদের দুজন ভাল দ্রুত বোলার আছে—কট্রাম এবং ওল্ড। ইডেনের আবহাওয়ায় ওঁদের নিয়ন্ত্রিত সুইং, লেংথ ও লক্ষ্য ভারতীয় ব্যাটধারীদের যে অসুবিধায় ফেলতে পারবে, আবিদ বা সোলকারের পক্ষে ততটা সম্ভব হবে না। এই একটি ব্যাপারেই ভারত আজও পূর্ণাঙ্গ দল হতে পারেনি।

এই ঘাটতি অতিক্রম করেও ভারত টেস্ট জিতেছে এবং এই টেস্টও জিততে পারে যদি মর্যাদার পুনরুদ্ধারে আহত বাঘের মত ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। এজন্য চরিত্রের রূপান্তরও দরকার। বাস্তব ইডেনের এই টেস্টে প্রমাণ হবে ভারতীয় ক্রিকেটের চরিত্রে একগুঁয়ে রোখা ব্যক্তিত্ব এনেছে কিনা। জয়ের স্বাদ পেয়ে ইংল্যাণ্ডের সিংহও কেশর ফুলিয়ে প্রস্তুত। সুতরাং কঠিন সংগ্রাম দেখার আশা আমরা করতে পারি।

—মতি নন্দী

ইডেনে ব্যাট-বলের মহাসংগ্রামের প্রস্তুতি শেষ

গত পাঁচদিন সারা ভারতের লক্ষ্য ছিল বিধাননগরে। আজ থেকে পাঁচদিন সকলের দৃষ্টি ইডেনে। কলকাতায় এটি ষোড়শ টেস্ট-ম্যাচ। ভারত-ইংল্যাণ্ড মুখোমুখি হচ্ছে পঞ্চমবার। এর আগের চারটি খেলার তিনটি ড্র হয়েছিল, একটিতে ভারত জেতে টেড ডেকস্টারের দলের বিরুদ্ধে।

ইডেনে 'ক্রিকেট-মেলা'র সব প্রস্তুতি শেষ। গ্যালারির উপরে, স্কোর বোর্ডের মাথায় বিজ্ঞাপনের বড় বড় হোরডিং পড়েছে। বসেছে খাবার, পানীয়, চা-কফির স্টল।

রাত্রেই গেটে গেটে পুলিশ পোস্টিং হয়েছে।

রাত দশটায় দেখে এলাম, ইডেনের ভিতরে বাউণ্ডারি লাইনের চতুর্দিকেও পুলিশ প্রহরা। পুলিশ এদিক-ওদিক সর্বত্র। সন্ধ্যা থেকে কান-মাথা ঢেকে মাঝে মাঝে পীচের কাছে গিয়ে চক্কর দিয়ে আসছে প্রবীণ বংশী মালী। সে বলল, "এই পীচ ব্যাটসম্যানদের সাহায্য করিব।"

এন সি সি প্যাভিলিয়নে দুদলের ড্রেসিং রুমে ঢুকে দেখি সকলের পোশাক প্রস্তুত। প্যাড ও জুতোয় সাদা রঙ হচ্ছে। দক্ষিণ কলকাতার এক পরিচিত ক্যাটারার 'বিজলী গ্রিল' দুদলের লাঞ্চের মেনুও তৈরি করে ফেলেছে। আজ ওদের দেওয়া হবেঃ চিকেন, কর্ণ স্যুপ, রোস্ট চিকেন, ফিস মেমারিস, ব্রেড বাটার, বয়েলড ভেজিটেবল, আইসক্রীম, স্যালাড এবং আপেল, কলা ও লেবু।

কিন্তু আসল সমস্যার সমাধান হয়নি। রাত সাড়ে এগারোটার খবরঃ তখনও অনেকে সি এ বি-তে অপেক্ষা করছেন টিকিটের

আশায়। তার আগে ময়দানের চত্বরে ছোট-বড় জটলা। প্রসঙ্গ—টিকিট। আমার সামনেই একজন ৬০ টাকার টিকিট ৩০০ টাকায় কিনে মোটর হাঁকিয়ে হর্ণ বাজাতে বাজাতে বেরিয়ে গেলেন 'মিল গিয়া' বলতে বলতে।

টিকিট এদিক-ওদিকে আরও দেখলাম। সবই চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে।

কালোবাজারীর অভিযোগ এদিন চারজনকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ চারটি টিকিটও আটক করে। বৃহস্পতিবার এক পরিবহণ সংস্থা একটি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল, তাদের মারফত কারবার করলে একখানি টেস্ট টিকিট উপহার দেবেন। গোয়েন্দা পুলিশ এই সূত্র ধরে হানা দেয়। সেখানে ৪৫ টাকার টিকিট ১৭৫ টাকায় বিক্রি করা হচ্ছিল।

বৃহস্পতিবার সি এ বি-র একজন কর্মীকেও টিকিট কালো-বাজারির অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়।

অতিরিক্ত দশ হাজার আসন হলেও টিকিটের হাহাকার কিন্তু মেটেনি ; বরং অন্যান্য বারের চাইতে চাহিদাটা একটু বেশিই যেন। বিভিন্ন মহলের অভিযোগ ঃ এবারও টিকিট কয়েকটি গোষ্ঠী ও ব্যক্তির হাতে চলে গিয়েছে। সুষ্ঠুভাবে বিলি-বণ্টন হয়নি। শুক্রবার সন্ধ্যায় দেখা যায় মধ্য কলকাতার একটি এলাকার বিভিন্ন বয়সের ছেলেরা বেশ কিছু টিকিট নিয়ে হৈ-চৈ করতে করতে সি এ বি থেকে বেরুচ্ছে। একজন জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কোথা থেকে এসেছ? ওরা সি এ বি-র জনৈক কর্মকর্তার নাম করে বললেন ঃ ওঁর এলাকা থেকে।

মহাকরণ থেকে জানা গেল, যে পাঁচ হাজার টিকিট লটারি করা হয়েছিল, তার মধ্যে ৪৯৭ জন লটারিতে নাম উঠলেও টিকিট নিতে আসেননি। কিন্তু সে টিকিটের কি গতি হয়েছে, সদুত্তর মেলেনি।

স্টলের সংখ্যা কত ?

পর্বতপ্রমাণ অভিযোগ সি এ বি-র বিরুদ্ধে। পুলিশ ইডেনে ১১০টির বেশি স্টল খোলার অনুমতি দেয়নি। কিন্তু তাদের কাছে অভিযোগ যায় স্টল দ্বিগুণেরও বেশি হয়েছে, গোয়েন্দা বিভাগ থেকে অতঃপর খোঁজ নেওয়া হয়। তারা ইডেনের চক্রাকার অর্ধেক এলাকায় অন্ধকারের মধ্যেই গুনে দেখেন স্টলের সংখ্যা ১২৬। অধিক রাত্রি পর্যন্ত বাকি অর্ধেকের হিসাব হচ্ছে।

এ-ব্যাপার নিয়ে পুলিশের ঊর্ধ্বতন মহল অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। তারা বললেন, এই বে-আইনী কাজ কোনমতেই চলতে দেওয়া হবে না।

এদিকে হোটেলেও অব্যবস্থা। গ্রেট ইস্টান হোটেলে ভারতীয় খেলোয়াড়দের যে খাবার দেওয়া হচ্ছে তাতে ওঁরা ক্ষুব্ধ। ওঁরা ওই হোটেলের মধ্যে একটা চীনা রেস্তোরাঁর খাবার চেয়ে পাঠান। কিন্তু জানানো হয়, দলের কোন খেলোয়াড়, এমনকি অধিনায়ক ওয়াড়েকরের সইয়েও ওই খাবার আনা চলবে না। ওই স্লিপে ম্যানেজার কর্নেল হেমু অধিকারীরও সম্মতি-স্বাক্ষর চাই। এই স্বাক্ষর অন্য ব্যাপারে প্রযোজ্য হচ্ছে। সি এ বি-ই নাকি ওই রকম নির্দেশ দিয়ে রেখেছে।

অভিযোগ, চিকিৎসার ব্যাপারেও। সরদেশাইয়ের পেশীতে টান ধরায় সি এ বি নিযুক্ত চিকিৎসক ম্যাসাজের পরামর্শ দিলে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন, পৃথিবীর কোথাও এমন ব্যবস্থা দেখিনি। কি অসুখ, আর কি তার চিকিৎসা! পরে আর একজন চিকিৎসক ওষুধের ব্যবস্থা দিলে তিনি বলেন, থেরাপিস্ট আনুন। এক শুভানুধ্যায়ী সে ব্যবস্থা করে দেন।

ওদিকে গ্র্যাণ্ড হোটেলে সন্ধ্যায় গিয়ে দেখি, ইংল্যাণ্ডের খেলোয়াড়রা হাসিখুশি। গান ধরেছেনঃ "কার কার, ডোনাল্ড কার।" ডোনাল্ড ওঁদের ম্যানেজার।

ব্যাপক পুলিশী ব্যবস্থা

এন সি সি প্যাভিলিয়নের সামনে পুলিশের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীসুব্রত মুখার্জির অস্থায়ী অফিস বসেছে, তার পাশেই থাকছেন পুলিশ কমিশনার। লালবাজারের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ তো আছেই।

আজ সকাল থেকে অফিসার সমেত আড়াই হাজার পুলিশ পোস্টিং হচ্ছে। উদ্দেশ্য নির্বিঘ্নে টেস্ট সম্পন্ন করা। পুলিশ কমিশনার শ্রীসুনীল চৌধরী জানালেন, প্রতিটি ফটকের সামনে সাহায্য-বুথ থাকবে। দর্শকরা সর্বদা তাদের সহযোগিতা পাবেন। শ্রীচৌধুরী এক আবেদনে বলেছেন, দর্শকরা যেন নির্দিষ্ট দিনের টিকিট নিয়েই মাঠে আসেন। তা না হলে বেহাত হওয়ার সম্ভাবনা।

—চিরঞ্জীব

প্রথম দিন

শুধু ওয়াড়েকর লড়তে চেয়েছিলেন

আহত বাঘটি গর্জন করেনি। সিংহ এখন কেশর ফুলিয়ে ইডেনের মৃত পীচের উপর দাঁড়িয়ে। দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম দিনের শেষে ভারত ৭৮ ওভার খেলে পাঁচ ব্যাটধারীর বিনিময়ে ১৪৮ রাণ সংগ্রহ করতে পেরেছে। যাঁরা দিল্লীতে প্রথম টেস্টম্যাচের প্রথম দিনটি দেখেননি, তাঁরা আজ প্রায় সেটি দেখে নিলেন। দিল্লীতে টসে জিতে ভারতের প্রথম দিনে ৭৩ ওভার খেলে হয়েছিল ৭—১৫৬।

পীচ মন্থর। বল পীচে পড়ে কিছু ঘুরেছে এবং অপ্রত্যাশিত লাফিয়েছেও দু-তিনটি। ভারতীয় দলে স্বীকৃত স্পিনার ৪ জন—বেদী, চন্দ্রশেখর, ডুরানী, প্রসন্ন। পরবর্তী দিনগুলিতে পীচ কি দাঁড়াবে কেউ জানে না। সুতরাং দ্বিতীয় টেস্টের ভবিষ্যৎ নিয়ে এখন জল্পনার অবকাশ নেই। প্রথম দিনে কর্তৃত্বের রাশ ইংল্যাণ্ডের হাতে ছিল। একমাত্র ওয়াড়েকর ছাড়া আর কাউকেই মুক্ত দেখা যায়নি। প্রথম শ্রেণীর ফিল্ডিং দ্বারা সমর্থিত ইংল্যাণ্ডের চতুর ও মিতব্যয়ী আক্রমণ পরিচালিত হয়েছে কূট মস্তিষ্কের দ্বারা। ফিল্ডিং সমাবেশে ও বোলার পরিবর্তনে টনি লুইস-এর কল্পনা-শক্তির পরিচয় পাওয়া গেছে। মুহূর্তের জন্যও তিনি ভারতীয় ব্যাটধারীদের উপর থেকে চাপ সরিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলার অবকাশ দেননি।

আজ ভারত প্রথম ঘণ্টায় ১৫ ওভার খেলে ১৫ রাণ তোলে। তার মধ্যে ১ রাণ এগারোটি। চারের মারটি গাভাসকারের। খেলার আধঘণ্টা পর ওল্ডের পঞ্চম ওভারে একটি ওভারপীচ হওয়া আউট-

স্যুইংগারকে স্কোয়ার লেগ বাউণ্ডারিতে পাঠিয়ে চারটি আসে। ওল্ড এর আগের ওভারেই গাভাসকারকে বিস্মিত করেছিলেন একটি আউট-স্যুইংগারে, যেটি অফ স্টাম্পে পড়ে বেরিয়ে যাওয়ার বদলে ছিটকে ঢুকে এসে প্যাডে লেগে অফ স্টাম্প ঘেঁষে বেরিয়ে যায়। কট্রাম মনে মনে রেখেছেন পারকারের হুক করার প্রবণতা ও দুর্বলতাটিকে। একটি বল তিনি বাম্প করান এবং পারকার সেটি হুক করে পীচের উপরই ফেলেন।

কট্রাম পাঁচ এবং ওল্ড ছয় ওভার বল করার পরই লুইস আণ্ডারউড ও পোককে আনেন। দুই ব্যাটধারীকে কোণঠাসা করে ইংল্যাণ্ড ফিল্ডাররা শবের গন্ধ পাওয়া শকুনির মত একে একে যখন উড়ে এসে ওঁদের ঘিরে বসছেন তখন গাভাসকার মরীয়া হয়ে আণ্ডার-উডকে দু ওভারে দুটি চার মারেন, মিড অন ও পয়েণ্টে। পারকারকে তখনও বিপন্ন মনে হচ্ছে। গ্রীগের নিশ্বাস তাঁর মুখে পড়ছে।

২৩ ওভারে ভারতের ২৫ রাণ। যেন বিন্নু মাঁকড় বা বেদীর বোলিং হিসাব। কিছু হাততালি পড়ল এবং সম্ভবত তাতেই চাঙ্গা হয়ে পারকার তাঁর প্রথম চার মারলেন পোককের বলে। পরের ওভারেই আণ্ডারউডের দ্বিতীয় বল আচমকা লাফিয়ে গাভাসকারের অপ্রতিভ ব্যাটের কাণায় লেগে উঠতেই সর্ট স্কোয়ার লেগ থেকে ওল্ড বাম দিকে বিদ্যুৎবেগে ঝাঁপিয়ে একহাতে ইংল্যাণ্ডকে প্রথম শিকার ধরে দেন।

ওয়াড়েকর এসেই এক রাণ নেন এবং পরের ওভারে পোককে তাঁর রাজসিক স্কোয়ার কাট দ্বারা শাসন করে চার রাণ নেবার পরই দরিদ্রের মত একটি রাণ কুড়োতে গিয়ে অত্যন্ত অমর্যাদাকরভাবে রাণ-আউট হতে হতে বেঁচে যান। মিড অন থেকে ওল্ড বলটি বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, স্টাম্পে লাগেনি। ইতিমধ্যে পারকারের উইকেটের চার কোণে চারজন ফিল্ডার রেখে আণ্ডারউড বল করতে শুরু করেছেন। পারকারের ক্রিজে থাকার এক শো মিনিট উত্তীর্ণ হয়েছে এবং কিঞ্চিৎ সাহসও ইতিমধ্যে অর্জন করে ফেলেছেন। দুবার বাউণ্ডারিতে বল পাঠান। লাঞ্চের সময় তাঁর রাণ ২২-এ ওঠে। ভারতের ১—৫৩।

মধ্যাহ্ন-ভোজ সেরে ওয়াড়েকর রাণ সংগ্রহের দিকে মন দেন। পারকার দুটি বাম্পার পান এবং জ্ঞানীর মত বিনীত হয়ে সেগুলিকে আর বিরক্ত করার চেষ্টা করেননি। কিন্তু যখন তিনি গাভাসকারের সঙ্গে প্রথম উইকেটের স্থায়ী অংশীদার হবার দাবি প্রায় পেশ করে ফেলেছেন তখনই ওল্ড-এর একটি বল দ্বিধাভরে পেতে দেওয়া তাঁর ব্যাটের কাণা ছুঁয়ে নটের হাতের গ্লাভসের মধ্যে আশ্রয় নেয়।

বিশ্বনাথ, তিনি টেস্ট-আবির্ভাবে শতরাণ ও পদ্মশ্রী লাভের বিস্ময় এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেননি, কোন রাণ করার আগেই ওল্ড-এর বলে দুবার ব্যাট পেতে আমাদের রোমাঞ্চিত করেন। বল কেন ব্যাট ছুঁয়ে তিনজন স্লিপ-ফিল্ডারের কারুর হাতে পৌঁছল না, অতঃপর গবেষণার বিষয় সেটিই হয়। অপরদিকে ওয়াড়েকর আর দুবার রাণ-আউট হবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন।

খেলার ৪৩তম ওভারে ওল্ড একটি বল বাম্প করার চেষ্টা করেন। উইকেটের সামনে ওয়াড়েকর বলটি ছেড়ে দেবার জন্য বসে পড়েন। বলটি না লাফিয়ে তাঁর পাঁজরে লাগে। ওল্ড এল বি ডব্লিউ আবেদন জানানোর সঙ্গে সঙ্গে ওয়াড়েকর উপুড় হয়ে মাঠে শুয়ে পড়েন। মাঠের মধ্যে শুশ্রূষার পর ওয়াড়েকর যখন আবার ব্যাট হাতে দাঁড়ালেন তখন কল্পনার পটে ভেসে-ওঠা আর এক ন্যাটা অধিনায়কের বেদনাদায়ক স্মৃতি থেকে আমরা রেহাই পাই।

ওয়াড়েকরকে পরের বলেই আবার বাম্পার দিলেন ওল্ড। আহত অধিনায়ক প্রচণ্ড ক্রোধে সেটিকে হুক করে চার রাণ সংগ্রহ করতে পাঠিয়ে দেন। এক ওভার পরেই কট্রামের বল বিশ্বনাথ প্রচণ্ড স্কোয়ার কাট করতেই গালিতে উড দুহাত তুললেন। বাউণ্ডারিতে বলটি পৌঁছেছে কিনা দেখার জন্য সকলের চোখ যখন থার্ডম্যান অঞ্চলে নিবদ্ধ, বিশ্বনাথ তখন প্যাভিলিয়ন পথের যাত্রী। উডের ক্যাচটি বহু বছর আলোচিত হবে।

খেলার তৃতীয় ঘণ্টা শেষে ভারত ৩—৮২। এরপরই ওয়াড়েকর,

আজ যেভাবে ভারতীয় ব্যাটধারীদের খেলার কথা ছিল, সেইভাবে খেললেন। আণ্ডারউডের পঞ্চদশ ওভারের দ্বিতীয় বল এক্সট্রা কভার, চতুর্থটি স্কোয়ার লেগ, পঞ্চমটি পয়েন্ট ও ষষ্ঠটি লং অন বাউণ্ডারিতে পাঠালেন অচঞ্চল কর্তৃত্বে ড্রাইভ, স্যুইপ ও কাট করে অর্ধবৃত্ত মাঠটিকে চারভাগে চিরে দিয়ে। এক ওভারে ১৬ রাণ। অতঃপর আণ্ডারউডের স্থানে পোকক এলেন। ওয়াডেকর আর তিন ওভার ক্রিজে ছিলেন। অযথা একটি রাণ নিতে গিয়ে মিড অন থেকে টনি লুইস নিক্ষিপ্ত বল তাঁকে রাণ-আউট করে দেয়। দু ঘণ্টা মাঠে থেকে আটটি চার মেরে ওয়াড়েকরই আজ একমাত্র বুঝিয়ে দেন তাঁর আহত মর্যাদা থেকে রক্ত ঝরছে।

খেলোয়াড় জীবনের সন্ধ্যায় পৌছনো অপ্রতিরোধ্য ডুরানীর উপর এবার লড়াই চালাবার ভার পড়ল। ১১১ মিনিট খেলে ভারতের ৪—১০০। স্কোর বোর্ড-এ লেখা ১০০, ডুরানী হয়তো ভুল করে ভাবেন সংখ্যাটি তাঁর নামের পাশে। হয়তো শতরাণের স্বপ্নে তিনি আচ্ছন্ন ছিলেন। গ্রীগের বলে যখন তাঁর ভুল ভাঙল তখন পিছিয়ে গেলেও সকল ঘটনাটিকে তিনি উৎখাত হওয়া থেকে বাঁচাতে পারলেন না। ভারত চা-পান করল ৫—১১০ রাণ নিয়ে।

এরপর সোলকার-এঞ্জিনিয়ার ষষ্ঠ উইকেটের প্রতিরোধ। সংযম ও বিচক্ষণতা তাঁদের পরিত্যাগ করেছে, এমন লক্ষণ তাঁরা দেখাননি। ১০৭ মিনিটে তাঁরা ৪৮ রাণ তুলছেন। খেলা আট মিনিট আগে স্থগিত হয়ে যায় আলোকাভাবের আবেদনে। ৭৮ ওভার খেলা হয়েছে। অতএব লুইসের নতুন বল প্রাপ্য। কাল সকালে অবশ্যই তিনি তা নেবেন। দ্বিতীয় দিনে বর্ষশেষের সকালেই হয়তো ভারতের প্রথম ইনিংসের অধ্যায়টিও শেষ হবে।

—মতি নন্দী

ইডেনে : প্রথম দিনে

সকাল আটটায় গেট খোলার কথা। সব আসন সংরক্ষিত, তবুও ভোর ছ'টায় শ'য়ে শ'য়ে দর্শক ইডেনের দুয়ারে গিয়ে কিউ দিয়ে দাঁড়িয়েছেন, প্রথম দিন আসন খুঁজতে সময় লাগতে পারে, তাই। কিন্তু আসন পেতে কারুর অসুবিধা হয়েছে—এমন অভিযোগ শুনিনি। পুলিশ এবং সাহায্য-বুথের কর্মীরা নকশা দেখে সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের নির্দিষ্ট আসন বার করে দিয়েছেন।

সাধারণ আসন নিয়ে প্রতিটি টেস্টে যে গণ্ডগোল হয় এবার তা দেখিনি, অন্তত প্রথম দিন দেখলাম না। পুলিশের কাছে, সি এ বি-র দপ্তরে তেমন অভিযোগ আসেনি।

তবে জাল টিকিট নিয়ে প্রবেশের অভিযোগে দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ওরা সি এ বি-র লাইফ মেম্বারশিপের টিকিট নিয়ে এসেছিলেন। দুজনকে ধরার পর ওই বিষয়ে সি এ বি কর্তৃপক্ষকে জিজ্ঞাসা করা হলে তাঁরা জানান, ওই টিকিট তাঁরা ইস্যু করেননি। কালেক্টারের পক্ষ থেকেও বলা হয় তাঁরা ওই সম্পর্কে কিছুই জানেন না। এ নিয়ে তদন্ত হচ্ছে। এ খবর দেন ক্রীড়ামন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লকান্তি ঘোষ।

আসন নিয়ে গণ্ডগোল হয়েছিল প্রেস-ফটোগ্রাফারদের গ্যালারিতে। ২০০ টাকার সিজন টিকিটধারীরা ওখানে গিয়ে দেখেন তাঁদের টিকিটে নম্বর রয়েছে। তাই বসার দাবিও জানান। কিন্তু একই আসনে ফটোগ্রাফারদেরও প্রবেশপত্র দিয়েছে সি এ বি। ওঁরাও উঠতে রাজি হননি। এরপর বচসা ও সংঘর্ষ। একই জায়গায় ওইভাবে আসন বণ্টনে অনেকেই ক্ষুব্ধ। পরে এ নিয়ে পুলিশের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীসুব্রত মুখার্জি, পুলিশ কমিশনার শ্রীসুনীল চৌধুরী,

সি এ বি কর্তৃপক্ষ এবং প্রেস ফটোগ্রাফারদের সঙ্গে বৈঠক হয়। সুব্রতবাবু নির্দেশ দিয়েছেন, রবিবার সকালে ফটোগ্রাফাররা যাতে নির্বিঘ্নে কাজ করতে পারেন, সি এ বি যেন সেই রকম ব্যবস্থা নেয়।

ইতিমধ্যে প্যাভিলিয়নে ও মাঠে নানা ঘটনা ঘটে গিয়েছে। ন'টার একটু পরে বোরড সভাপতি শ্রী পি এম রুংতার কাছে ভারতীয় দলের নাম জানতে চাইলে তিনি বললেন, খুব সমস্যা দেখা দিয়েছে। নির্বাচকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য পঙ্কজ রায় জানালেন, একটু পরেই বলছি। এদিকে প্যাভিলিয়নে ও মাঠে সব খেলোয়াড়ই পোশাক পরে প্রস্তুত। কেবল সরদেশাই অপ্রস্তুত। বোঝা গেল তিনি দলে আসছেন না। কিছু পরে বোরড সম্পাদক অধ্যাপক চাদগাদকর বললেন : প্রসন্ন, ডুরানী আসছে ; বাদ পড়ল বেঙ্কট ও সরদেশাই। বেঙ্কটকে তখন মাঠে হেমু অধিকারী ফিল্ডিং প্র্যাকটিস করাচ্ছেন। বেঙ্কট শিস দিতে দিতে প্যাভিলিয়নে ফিরে এলেন। মুখে বিষণ্ণতা। কারুর দিকে তাকালেন না। তারপর ঘুমিয়ে পড়েন ড্রেসিং রুমে।

ইংল্যাণ্ডের ম্যানেজার ডোনাল্ড কার পীচ দেখে বললেন : খুব ভাল। মনে হচ্ছে শিশিরে একটু ভিজেছে।

টস করছেন দুই অধিনায়ক। প্যাভিলিয়নে তখন চন্দ্রশেখর খিদে পেয়েছে বলে এক লোকাল ম্যানেজারকে জানান। কিন্তু কোনো ফল হল না। সেই লোকাল ম্যানেজার আর একজনকে তা রিলে করলেন, তারপর দ্বিতীয়জন তৃতীয়জনকে, আর প্রথমজন চলে গেলেন মাঠে—যেখানে ফটোগ্রাফাররা প্রস্তুত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীফকরুদ্দীন আলী আহমেদের সঙ্গে খেলোয়াড়দের ছবি তুলতে।

বোরড নির্বাচকমণ্ডলীর কয়েকজনকে গেটে এদিন আটকে দেওয়া হয়। সি এ বি তাঁদের যে গোলাকার প্রবেশপত্র দিয়েছিল, স্বেচ্ছাসেবকরা তা মেনে নিতে পারেননি। অনেক বুঝিয়ে পরে তাঁরা ভিতরে এলেন। ভিতরে এসে বসার জায়গা পাননি স্পিকার শ্রীঅপূর্বলাল মজুমদার। তিনি মাটিতেই বসে পড়েন। জায়গার

অভাব দেখেই সম্ভবত কেন্দ্রের দুই মন্ত্রী শ্রী সি সুব্রহ্মনিয়ম ও শ্রীফকরুদ্দীন আলী আহমেদ মুখ্যমন্ত্রীর বক্সে গিয়ে বসেন। পশ্চিমবঙ্গের অন্তত পনেরজন মন্ত্রী এদিন মাঠে ছিলেন। কিন্তু খেলা দেখে ওঁদের খুশি মনে হল না। বলাবলি করছিলেন ঃ কংগ্রেস অধিবেশনের পরিশ্রমের পর ভেবেছিলাম আজ রিল্যাক্স করব, তা হল না।

তবে আনন্দ করেছেন, যাঁরা ক্রিকেটকে উৎসব ভেবেই ইডেনে এসেছিলেন: সাজগোজের বাহারের সঙ্গে খাওয়ার বহর যাঁদের ছিল। লাঞ্চের আধঘণ্টা আগে বাইরে গিয়ে পাশের মাঠে বসে তাঁরা চড়ুইভাতি করেছেন, ফিরেছেন অনেক পরে। তাঁদেরও মাঝে মাঝে একটু অসুবিধায় পড়তে হয়—কোনো কোনো গ্যালারিতে পানীয় জলের অভাবে এবং ল্যাট্রিন কম থাকায়। এর উপর আবার ওঁদেরই কেউ কেউ যখন ট্রানজিস্টর খুলে ইডেনের খেলাটা বোঝার চেষ্টা করেছেন, পুলিশ তখনই সতর্ক করে দিয়েছে। কয়েকজনের কাছ থেকে ট্রানজিস্টর সাময়িকভাবে কেড়েও নেওয়া হয়।

—চিরঞ্জীব

দ্বিতীয় দিন

ইংল্যাণ্ড বিব্রত

দ্বিতীয় টেস্টের দ্বিতীয় দিনও বোলারদের দ্বারা প্রভাবিত ছিল, শুধু প্রথম ১০৫ মিনিট বাদে, যতক্ষণ ফারুক এঞ্জিনিয়ার ক্রীজে ছিলেন। রবিবার সারাদিনে ১১ উইকেটের বিনিময়ে ১৮৮ রাণ উঠেছে। পীচ গতকাল যেমন ছিল, আজও তাই। ভারতের ২১০ রাণের উত্তরে ইংল্যাণ্ডের ৬ উইকেটে ১২৬ রাণ তোলা দেখে মনে হয় ইংল্যাণ্ড ব্যাটধারীরাও যেন ভয়ের কোন গর্তের মধ্যে আটকা পড়েছেন। মৃত পীচটিকে তাদের ব্যাটধারীরা এসে সন্দেহভরে শুঁকেছেন আর ভারতীয় স্পিনাররা বল ছুঁড়ে ছুঁড়ে তাঁদের তাড়িয়ে দিয়েছেন।

এঞ্জিনিয়ার আজ কিছুটা ভাগ্যের নেকনজরে থেকে সুনিয়ন্ত্রিত আসুরিকতার সঙ্গে বিচক্ষণতার মিশ্রণ ঘটিযে শেষ পর্যন্ত ৭৫ রাণে আউট হন। তাঁর অপর প্রান্তের সাথীরা যদি নিঃশেষিত হয়ে না আসত তাহলে এঞ্জিনিয়ার হয়তো এমন আক্রমণাত্মক হতে পারতেন না। গতকাল ১০৭ মিনিটে ২৮ করেছিলেন, আজ ১০৫ মিনিটে ৪৯। আজ প্রথম ওভারেই নতুন বল দ্বারা সজ্জিত ওল্ডের চতুর্থ বলটি তিনি এমনভাবে পুল করেন যেটি প্রথম লেগ স্লিপ থাকলে সহজ ক্যাচে পরিণত হত। দ্বিতীয় লেগ স্লিপ অ্যামিসের প্রসারিত হাত প্রায় স্পর্শ করে বলটি ফাইন লেগ বাউণ্ডারিতে যায়। ষষ্ঠ ওভারে কট্টামের বল এঞ্জিনিয়ারের ব্যাট থেকে দ্বিতীয স্লিপ গ্রীগের সামনে পড়ে। এই প্রথম গ্রীগের অনিচ্ছা দেখা গেল ঝাঁপিয়ে পড়ার।

ফারুক এঞ্জিনিয়ার আজ পেস বোলিং তৃপ্তি সহকারে আস্বাদন

করেছেন। ওল্ডের দ্বিতীয় ওভার ১১ রাণ দিয়েছে, তা থেকে ফারুক নিয়েছেন ১০। পঞ্চম ওভার দিয়েছে ১৩ রাণ, ফারুক ৮ ও আবিদ ৫ রাণ নিয়েছেন। কট্রামের তৃতীয় ওভার থেকে ফারুক নিয়েছেন ৯ ও আবিদ ১ রাণ। বিধিদত্ত তীক্ষ্ণ চোখে ও লঘু পায়ের সাহায্যে আজ তিনি ইংল্যাণ্ড ফিল্ডিংকে বিচলিত করতে পেরেছেন। ১৪১ মিনিটে তাঁর অর্ধশত রাণ পূর্ণ হয়, তাঁর মধ্যে আটটি ৪ ছিল। ৭৫ রাণে ৪ আছে দশটি।

বিশ্বস্ত সোলকার আজ বাইশ মিনিট ক্রীজে থেকে কোন রাণ না করে ফিরে যান। অফ স্টাম্পের বাইরে ওভারপীচ বল ড্রাইভ করতে গিয়ে তিনি অফ স্টাম্পে বলটি টেনে আনেন। ষষ্ঠ উইকেটের ৬৩ রাণ ভারতীয় ব্যাটিংকে মেরুদণ্ড দিয়েছে। এজন্য সোলকার ১৩৫ মিনিট সাধনা করে গেছেন।

কট্রামের বলে ১ রাণ নিয়ে ফারুক অর্ধশত রাণে পৌছুতেই পরের বলে নিখুঁতভাবে আবিদের অফ স্টাম্পের বেলটি তুলে নিয়ে যায় একটি আউট-সুইংগার। ঘটনাটা আবিদ জানতে পারেন কিছুক্ষণ পর। প্রসন্ন ২০ মাস পর টেস্ট খেলতে নেমেছেন সেটা তার ব্যাটিং দেখে বোঝা যাচ্ছিল না। স্বচ্ছন্দ ও পরিচ্ছন্ন ব্যাট চালনা, কিন্তু পুল করার জন্য সোজা বল নির্বাচন করে ফসকে গিয়ে এল বি ডব্ল্যু হলেন।

বেদী আসামাত্র ইঞ্জিনিয়ার বোলিং-এর সম্মুখীন হবার জন্য এক রাণ নিতে অনিচ্ছুক হয়ে কিছু রাণ ছাড়লেন। ওভারের শেষ বলে রাণ নেবার চেষ্টা করে বেদী রাণ-আউট হন। চন্দ্রশেখর প্রায় ৪৫ মিনিট ফারুককে সঙ্গ দিয়েছেন। তার স্টাম্পের গা ঘেঁষে ভনভন করে বল গেছে বহুবার এবং তার মধ্যেই ভারতের ২০০ রাণ পূর্ণ হয়েছে ৪০৩ মিনিটে। অবশেষে ফারুক যখন বুঝল ইনিংস সমাপ্তি যে-কোন মুহূর্তে ঘটবে, তখন কিছু রাণ লুঠ করে নেবার উদ্দেশ্যে বড় মার দিতে গিয়ে বোল্ড হয়ে যান। ২১০ রাণ তুলতে ভারত ৪২৬ মিনিট সময় নিয়েছে ৯৭·৪ ওভার খেলে।

ওয়াড়েকরের গতকালের আঘাত তাঁকে বিশ্রাম নিতে বাধ্য করেছে। ফারুক তাঁর বদলে অধিনায়কের দায়িত্ব পান। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সে দায়িত্ব পালন করেছেন তাঁর ক্যাবিনেট সদস্য প্রসন্ন, বেদী, গাভাসকারের সঙ্গে পরামর্শ করে। ডুরানী দশম ওভার শেষেই সম্ভবত আঙুলে আঘাত পেয়ে মাঠ ত্যাগ করে আর আসেননি। তার আগে নবম ওভারে চন্দ্রশেখরের বল অ্যামিস (তখন ২ রাণ) কাট করতেই বলটি একমাত্র স্লিপ ডুরানীর মুঠোর মধ্যে পড়ে কই মাছের মত ছিট্‌কে লাফিয়ে উঠে পালায়।

ডুরানীর বদলে বেঙ্কটরাঘবন ফিল্ডিং করতে আসেন। উড তাঁকে উইকেটের কাছে ফিল্ডিং করানোয় আপত্তি জানান। আইনসঙ্গত আপত্তি। কিন্তু বেদীর সেটা পছন্দ হয়নি বোধহয়। তাই মোক্ষম আরমার বলে পরের ওভারেই কাট করায় ক্ষিপ্ত উডকে বোল্ড করে দেন। চন্দ্রের বদলে প্রসন্ন এক ওভার উইকেট থেকে নিয়ে আবার চন্দ্রকেই বল দিলেন এবং সর্ট স্কোয়ার লেগে সোলকার চন্দ্রের সেই ওভার থেকেই ক্যাচ পেল অ্যামিসের। মিনিট ১০ পর, প্রসন্ন তাঁর দ্বিতীয় ওভারে অফ স্টাম্পের উপর ফুলটস বল দিয়ে উইকেট পেলেন ফ্লেচারের। বলটি ঘুরিয়ে মারতেই সর্ট মিড অনে গাভাসকার চমৎকারভাবে ক্যাচটিকে ধরে ফেলেন।

টনি গ্রেইগ এল বি ডব্লু হলেন। বেদীর সোজা আরমার বুঝতে না পেরে। ভেবেছিলেন বেরিয়ে যাবে স্পিন করে, তাই পা দিয়ে উইকেট আগলে রেখে বলটি ছাড়তে চেয়েছিলেন। বল সোজা এসে প্যাডে লাগে। ইংল্যাণ্ড ৫৬ রাণে চারটি উইকেট হারানোয় গ্রীগ ও ডেনেস সাবধান হয়ে যান। কিন্তু এই সাবধানতা লাভজনক হয়নি। চা-পানের পর ডেনেস পিছিয়ে গিয়ে চন্দ্রের গুগলি বল লেগব্রেক ভেবে ছাড়তে গিয়ে তাড়াতাড়ি ভ্রম-সংশোধন করতে গিয়ে সোলকারকে তাঁর দ্বিতীয় ক্যাচ লুফতে দেনে।

প্রথম টেস্টের দুই ইনিংসে অপরাজিত গ্রীগকে আজও মনে

হচ্ছিল অপরাজেয়। তাঁর তন্ময়তা ভঙ্গের জন্য রঞ্জি-স্ট্যাণ্ডে কাঁসরা বেজে উঠতে গ্রীগ নতজানু হয়ে করজোড়ে কাঁসর না বাজানোর প্রার্থনা জানাতেই তা মঞ্জুর হয় এবং কৃতজ্ঞ গ্রীগ চন্দ্রকে একস্ট্রা কভার ও কভারে পর-পর দুটি ড্রাইভ মেরে ক্রিকেটের মহিমান্বিত রূপটি আমাদের দেখিয়ে দেন। কিন্তু গ্রীগ আর বেশিক্ষণ থাকেননি। ব্যাটের কাণায় লাগা অন ড্রাইভ করতে যাওয়া বলটি সহজেই বেঙ্কট লুফে নেন সর্ট একস্ট্রা কভারে।

নট তাঁর অব্যর্থ স্যুইপ সট ও দ্রুত পদচালনার সাহায্যে প্রায় এক ঘণ্টায় ২৩ রাণ করে নববষে আবার খেলতে নামবেন ওল্ডকে নিয়ে। তৃতীয় দিনে ইংল্যাণ্ড ভারতের রাণ অতিক্রম করতে পারে কিনা এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতীয় ব্যাটধারীরা মানসিক বৈকল্য কাটিয়ে দৃপ্ত হয়েছে কিনা এই দুটি কৌতূহলই ইডেনকে আন্দোলিত করবে। দ্বিতীয় দিন শেষে আমাদের উদ্বেগ বাহুল্যাংশে অবসিত এইটুকুই বলা যায়।

—মতি নন্দী

ইডেনে : দ্বিতীয় দিনে

অধিনায়ক ওয়াড়েকর রবিবার মাঠে নামেননি, প্যাভিলিয়নেও আসেননি। শনিবার বুকে বল লাগায় তিনি ব্যথা অনুভব করতে থাকেন। জ্বরও হয়। আঘাতটা বড় রকমের কিনা—সন্দেহ দূর করার জন্য রবিবার সকালে এক্স-রে করা হয়। প্লেটে কিছুই পাওয়া যায়নি। তবে এদিন রাত্রেও তাঁর জ্বর ছিল। ভাল থাকলে সোমবার খেলতে পারেন।

ডুরানীর কুঁচকিতে ব্যথা ছিল শনিবারই ; রবিবার সকালে খেলতে নামার আগে বলতে থাকেন ব্যথা বেড়েছে। ছুটোছুটি করব কি করে ভাবছি।

ভারতীয় দলে আহতের সংখ্যা বাড়তে থাকায় নির্বাচকমণ্ডলী খুবই চিন্তিত। চৌহান, বেঙ্কট তো নেমেছিলেন। আর কেউ অসুস্থ হলে কি হবে? কৃষ্ণমূর্তি থাকলেও নির্বাচকমণ্ডলী নিশ্চিন্ত নন। রবিবার তাঁরা বাংলার খেলোয়াড়দের খুঁজতে থাকেন। লাউড-স্পীকারে প্রথমে গোপাল বসুকে ডাকা হয়। সে সাড়া না দেওয়ায় শ্রীমণীন্দ্র দত্তরায় গ্যালারিতে এসে 'গোপাল-গোপাল' বলে ডাকতে থাকেন। বাংলার খেলোয়াড়দের মধ্যে চুনী গোস্বামীকে দেখে দত্তরায় মশাই তাকেও ডাকেন। ডাক পড়ে রবি ব্যানার্জীর। অবশেষে কেবল গোপাল ও রবিই সাড়া দেয়। কিন্তু গোপাল 'বদলী' হতে রাজি হয়নি। রবির সঙ্গে সোমবার থেকে ড্রেস পরে প্রস্তুত থাকবে বাংলা স্কুল দলের অধিনায়ক উদয়ভানু ব্যানার্জী।

৫০ রাণ পূর্ণ করেই এঞ্জিনিয়ার ব্যাটটি মাথায় ঠেকান। তারপর আরও রাণ করেছেন এবং মাঝে মাঝে সেই ব্যাটে চুমু খেয়েছেন। প্যাভিলিয়নে ফিরতে জিজ্ঞাসা করলাম—ব্যাপার কি? ওঁর উত্তর—অমন পয়মন্ত ব্যাটকে নমস্কার করছিলাম। তারপর আরো রাণ হতে ভাবলাম সে আমার খুব প্রিয়। প্রিয়জনকেই তো আমরা চুমু খাই।

টনি গ্রীগ করজোড়ে রঞ্জি-স্ট্যাণ্ডের দর্শকদের সামনে নতজানু হয়েছিলেন কেন? গ্রীগের উত্তর: প্রথমে ওঁদের দিকে ব্যাট উঁচু করে বুঝলাম ভুল হয়েছে। ওঁরা রাগ করতে পারেন। তাই ওইভাবেই বসি। আগের ভুলের জন্য ক্ষমাও চাইলাম আবার। বাজনা থামাবার অনুরোধও জানানো হল। ওঁরা আমার অনুরোধ রেখেছেন, আমি কৃতজ্ঞ।

—চিরঞ্জীব

তৃতীয় দিন

ভারতীয় ব্যাটিং-এ ভরসা মেলেনি

তৃতীয় দিনের শেষে দ্বিতীয় টেস্টম্যাচ আকর্ষণীয় পর্যায়ে পৌঁছল। এখনো নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না জয়-পরাজয়ের পাল্লা কোন্‌দিকে ঝুঁকছে। ভারত ১৫৭ রানে এগিয়ে, হাতে ছয়টি উইকেট। কত রানে এগিয়ে থাকলে ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের সম্মুখীন নির্ভয়ে ও নিরাপদে হওয়া যায় তাই নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। ঠিক এই জিনিসই প্রথম টেস্টেও হয়েছিল তৃতীয় দিনের শেষে। দিল্লীতে ভারত ছিল ৫—১২৩। আর সোমবার ইডেনে ভারত ৪—১১১। দিল্লীর তৃতীয় দিনের শেষের মত কলকাতায়ও সোলকার-এঞ্জিনিয়ার ক্রীজে রয়েছেন। দিল্লীর ফলের পুনরাবৃত্তি কলকাতায় হবে একথা না ভাবারও খুব বেশি কারণ নেই।

খেলার চতুর্থ দিনে অর্থাৎ বুধবার ইডেনের পীচ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে না। প্রচুর রাণ পড়ে আছে, ভারতীয় ব্যাটধারীরা সাহস করে সেগুলি কুড়িয়ে নিতে পারলে আরো দেড়শো রাণ জমা করে ফেলা শক্ত নয়। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, তা সম্ভব কিনা? এই সিরিজে ভারতীয় ব্যাটধারীদের তিনটি ইনিংস দেখে সে ভরসা পাচ্ছি না। তাদের মেরুদণ্ডহীন ব্যাটিং-এর সঙ্গে অবোধের মত ভুল করে আউট হওয়া যুক্ত হয়ে আমাদের আস্থা যতটা না টলিয়েছে, তার চেয়েও ইংল্যাণ্ডের বোলিং-এর বাঁধুনির সঙ্গে বজ্রকঠিন ফিল্ডিং বেশি উদ্বেগের কারণ হয়েছে। আজকের চারটি ভারতীয় উইকেট পতন লক্ষ্য করেই নির্দ্বিধায় বলতে পারছি না ভারতের হাঁফ ছাড়ার সময় এসেছে।

বিশ্বের সেরা স্পিন বোলারদের তিনজন বেদী-প্রসন্ন-চন্দ্রশেখর আজ সকালে ৮৫ মিনিট চেষ্টা করেও ইংল্যাণ্ডের অষ্টম ব্যাটধারী ক্রিশ ওল্ডকে পরাজিত করতে পারেননি। ওল্ড মোট ১০৬ মিনিট ব্যাট করে ৩৩ রাণ করেন। তার মধ্যে লং অফে অনায়াসে চন্দ্রকে একটি ছয়ের মারও আছে। ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসে দশজন ব্যাটধারীকে আউট করার কাজ যে সহজ হবে না, সে ইঙ্গিত ওল্ডই দিয়ে গেছেন।

ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস ১৭৪ রাণে অর্থাৎ ভারতের থেকে ৩৬ রাণে পিছিয়ে শেষ হওয়াটা ইডেনের মৃত পীচে প্রাণহীন ব্যাটিং মন্থরতায় সঞ্জীবক অগ্রগমন নয়। অবোধ্যতা প্রথম আজ দেখালেন বিশ্ববিখ্যাত গাভাসকার। ওল্ডের প্রথম ওভারেই স্টাম্পের উপরের ঈষৎ সর্ট পীচ চতুর্থ বলটি পুল করতে গেলেন, নতুন বলের সঙ্গে ধাতস্থ হবার চেষ্টা না করেই। বলটি ওঠেনি, ওঁর প্যাড ছুঁয়ে ভারতের প্রথম উইকেট ফেলে দিয়ে যায়।

ডুরানী নামেন এবং তার দৌড়নোর ভঙ্গিতে বোঝা যায় কুঁচকির ব্যথা রয়েছে। লাঞ্চ হয় ৬ ওভার খেলার পর। ভারত তখন ১—১১। এর পর গাভাসকারকে রাণার নিয়ে ডুরানী ব্যাট করেন এবং এই পীচ ও বোলিং-এর সঙ্গে যেভাবে মোকাবিলা করা উচিত সেইভাবে খেলতে থাকেন।

পারকারের টেস্ট-ভবিষ্যৎ অনেকাংশে এই ইনিংসটির উপর নির্ভর করা সত্ত্বেও তিনি হাত গুটিয়ে খেলার চেষ্টা করেননি। কিন্তু বলের লাইনে না এসে ব্যাট পেতে দেবার মাশুল তাঁকে দিতে হল। দ্বিতীয় স্লিপে ফেচার তাঁর আজকের তিনটি ক্যাচের প্রথমটি সংগ্রহ করলেন পারকারের দাক্ষিণ্যে। পারকার ৫২ মিনিট ক্রীজে থেকে ১৬ রাণ করেন। ওল্ডের তখন ৩১ বলে ২ উইকেট। এজন্য তিনি পীচ থেকে বিশেষ সাহায্য পাননি।

ডুরানী-বিশ্বনাথ তৃতীয় উইকেট জুড়ি ১২৬ মিনিটে ৭১ রাণ সংগ্রহ

করেছে। তৃতীয় দিনের এই দুটি ঘণ্টাই চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠে। বিশ্বনাথ প্রয়োজনে ক্রীজ থেকে বেরিয়ে এসে বলের স্পিনকে অকেজো করতে দ্বিধা করেননি। ডুরানী যা কিছু ওভার পীচ বা সর্ট পীচ বল যথোপযুক্ত প্রহারে ক্লেশ দেখাননি। তাঁর আণ্ডারউডকে অনায়াস পুল দ্বারা ৬ রাণ পাওয়া কিংবা একস্ট্রা কভার ড্রাইভগুলি দেখে ক্ষণিকের জন্য এই ইংল্যাণ্ড দলকে দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রতিভাত হয়েছিল। কিন্তু তা যে মরীচিকা সেটা ফ্লেচারের ক্যাচ ধরা থেকেই প্রমাণ হয়ে গেল।

বিশ্বনাথ কাট করতে গিয়ে স্লিপে ফ্লেচারকে সহজ ক্যাচ দিয়ে ফিরে যান। ডুরানী বল থেকে দূরে পা রেখে গ্রীগকে ড্রাইভ করতেই ব্যাটের কাণায় লেগে, একমাত্র স্লিপ ফিল্ডার ফ্লেচারের বাঁ দিক দিয়ে বলটি যখন চলে যাচ্ছে, তখন ফ্লেচার হাত বাড়িয়ে চিত হয়ে অলৌকি ভাবে বলটি লুফে নেন প্রায় জমির উপর থেকেই।

চা-পানের সময় ভারত ১৪৫ মিনিট খেলে ২—১১০। ডুরানী ৪৬, বিশ্বনাথ ৩২। দুজনেই তখন অবাধ ও স্বচ্ছন্দ। কিন্তু চা খেয়ে এসে দুজনেই ঝিমিয়ে পড়লেন এবং আধঘণ্টায় উঠল মাত্র ৪ রাণ। হঠাৎ এই সতকতার কারণ বোঝা গেল না। এঞ্জিনিয়ার আসার পরও ঝিমুনি কাটল না। ৫৫ মিনিটে উঠল ১৭ রাণ। আশ্চর্য, ডুরানী তাঁর ৪৬ থেকে পঞ্চাশ অতিক্রম করতে ৫০ মিনিট সময় নেন! এবং এই ধীরগতি নীতির পরিণতি ইংল্যাণ্ড ফিল্ডার ও বোলারদের আবার দাপট দেখবার সুযোগ করে দেওয়া। চা-পানের পরই বিশ্বনাথ ও ডুরানী আউট হন।

এই ইনিংসে ডুরানী তাঁর টেস্ট খেলায় সহস্র রাণ সম্পূর্ণ করলেন, যখন ৩৬ রাণের মাথায় পোককে একস্ট্রা কভারে ভয়ঙ্করভাবে ড্রাইভ করে ৪০-এ পৌঁছলেন। তখন টেস্টে তাঁর রাণ দাঁড়ায় ১,০০৩। টেস্ট 'ডবল' করতে হলে তাঁকে এখন ২৬টি উইকেট পেতে হবে। সে সম্ভাবনা বোধহয় আর নেই।

ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসে ৫০ ওভার খেলা হয়েছে। নতুন বলে ইডেনের শিশিরভেজা পীচে ভারী আবহাওয়ায় স্যুইং বল খেলার কথা চতুর্থ দিনে ভাবতে হবে না।

এঞ্জিনিয়ার ও সোলকার যদি কর্তৃত্বের রাশ নিজেদের হাতে নিতে না পারেন তাহলে শেষ দুই স্বীকৃত ব্যাটধারী ওয়াড়েকর বা আবিদ খুব সুখকর অবস্থায় পড়বেন না।

—মতি নন্দী

ইডেনেঃ তৃতীয় দিনে

দুই অধিনায়ক—অজিত লক্ষ্মণ ওয়াড়েকর ও টনি লুইস ইডেনের দর্শকদের নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। পয়লা জানুয়ারি সকালে ইংল্যাণ্ডের অধিনায়ক লুইসকে শুভেচ্ছা জানাতেই বললেন—"সেম টু ইউ।" তারপর দর্শকপূর্ণ গ্যালারিগুলোর দিকে তাকিয়ে বললেনঃ শুভেচ্ছা ওঁদের সকলকেও, অনুগ্রহ করে আপনার কাগজে লিখে দেবেন।

আমাদের ওয়াড়েকরের সঙ্গে দেখা অনেক পরে। তিনি বললেন: আমি খেলব। ভাল আছি। নববর্ষের কথা উঠল তারপর। বললেনঃ আমি নতুন বছরে সকলের সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করছি।

এদিন প্যাভিলিয়নে গ্যালারিতে অনেককেই বলতে শুনেছি, আজ দিনটা ভালোয় ভালোয় কাটলে হয়। ওঁরা পয়লা জানুয়ারি ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলায় দিনে "লঙ্কাকাণ্ডের" কথা বলছিলেন। কেউ কেউ আরও পরোন স্মৃতিতে চলে গিয়েছেনঃ দশ বছর আগে এই ইডেনে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে আমাদের জয় হয়েছিল।

ওই সব ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবেই—এমন কথা বলা যায় না। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। যথাঃ এর আগে ইংল্যাণ্ডের

খেলোয়াড়রা কলকাতায় এসে পেটের অসুখে ভুগেছিলেন, এবার একই ভয়ে ওঁরা কলকাতার জল পানীয় হিসাবে ব্যবহার করছেন না। দেশ থেকে "মিনারেল ওয়াটার" এসেছে। তবুও দু-একজনের "স্টমাক" খারাপ হয়েছে। এঁদের এতই ভয় যে, আমাদের কেউ ওঁদের রুটিতে মাখন লাগিয়ে দেবেন—এও মানতে পারছেন না। তবে টনি গ্রীগের অগাধ আস্থা দর্শকদের উপর। গ্রীগ কমলালেবু ভালবাসেন এবং বাউণ্ডারি লাইনের কাছে গেলেই তা উপহার পাচ্ছেন। বিনা দ্বিধায় গ্রীগ ওই লেবু নিজে খাচ্ছেন, সতীর্থদের দিচ্ছেন। টনি বললেন: লেবুতে তো ভেজাল থাকতে পারে না। কিন্তু ওঁরা খোসাগুলো ছুঁড়ছেন কেন?

আমাদের খেলোয়াড়দের কয়েকজনের গলার হারগুলোর খবর অনেকেরই জানা। কাউকে দিয়েছেন স্ত্রী, কাউকে বাবা। কিন্তু দুজনের হিপ পকেটে মনিব্যাগ দেখে জিজ্ঞাসা করতেই বললেন: ওতে মা, বাবা, বৌ ও ছেলের ছবি আছে। আর একজন ছবি দেখাননি, ফাঁস হয়ে যেতে পারে ভেবে। তাঁর ব্যাগে বাগদত্তার ছবি। পয়মন্ত, তাই ওসব ওদের সব সময়ের সঙ্গী। কয়েকজন আবার জামা বদলাতে রাজি নন, পাঁচটা দিনই একই জামা পরবেন, ঘামের গন্ধ ময়লা ওদের বিরক্ত করছে না।

কিন্তু সোমবার বিরক্ত করেছে খেলা চলার সময় লাউড-স্পীকারের গম্ভীর ঘোষণা। আম্পায়াররাও ওই ঘোষণা স্থগিত রাখার অনুরোধ জানান। আরও বিরক্ত পুলিশ, তাদের আদেশ অমান্য করে সি এ বি অনেক অতিরিক্ত স্টল বসতে দিয়েছে। রাতে রাতে তা বেড়েই চলেছে।

এই প্রথম একটি নতুন রাষ্ট্রের কয়েকজন টেস্ট খেলা দেখেছেন। তাঁদের জন্য আলাদা আসন ছিল না। ওদের ঘড়িতে সময় আধঘণ্টা এগিয়ে। বুঝলাম ওঁরা বাংলাদেশ থেকে এসেছেন।

—চিরঞ্জীব

বিরতির দিন

মঙ্গলবারও ওয়াড়েকরের জর ছিল, তবুও বুধবার ব্যাট করবেন

মঙ্গলবার টেস্টের বিরতির দিনে সকলেই বিশ্রাম নিয়েছেন। দুপুরে ইডেনে গিয়ে দেখি গ্যালারিগুলো অতন্দ্র প্রহরীর মত স্টলগুলো বন্ধ। কিছু স্টলে যে সব কর্মী আছে, তাদেরও অধিকাংশই অঘোরে ঘুমোচ্ছে। সি এ বি অফিসটাও কোনরকমে জেগে আছে পুলিশ আছে, তাও ফটকে ফটকে মাত্র দু-চারজন।

তবে এই বিশ্রামের দিনে আগুন লেগে যায় ১৯ নম্বর গেটের কাছের কয়েকটি স্টলে। দমকল বাহিনী তাড়াতাড়ি এসে পড়ায় আগুন বেশি ছড়াতে পারেনি।

খেলা না থাকলেও ক্রীড়ামন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লকান্তি ঘোষ ও পুলিশ কমিশনার শ্রীসুনীল চৌধুরী ইডেন ঘুরে দেখেন। তাঁরা যাতায়াতের পথগুলো পরিষ্কারের নির্দেশ দেন। সন্ধ্যায় গিয়ে দেখি প্যাভিলিয়নের দিকটা ধূলিময়। ঝাট দেওয়া হচ্ছে ওই এলাকাটা।

ইডেনের ভিতরে বিভিন্ন দিক থেকে সার্চ-লাইট এসে পড়েছে। স্কোর বোর্ডে ইংল্যাণ্ড দলের প্রত্যেকের নামের পাশে লাল আলো। আলো সোলকার ও এঞ্জিনিয়ারের নামের গায়েও। অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল প্যাভিলিয়নের দিক থেকে ভারত প্রথম ইনিংসে—২১০ ও ইংল্যাণ্ড (বোরডে এম সি সি)—১৭৪। গাভাসকার, পারকার, ডুরানী ও বিশ্বনাথ কত রাণ করেছেন ইত্যাদি।

ফেরার পথে দেখলাম, রাজভবনের সামনে বেশ ভীড়। একট

পরেই দুই দলের খেলোয়াড়রা এলেন সংবর্ধনা-সভায়। দুই হোটেলে খবর নিয়েছিলাম আগেই। আগের দিন কথা ছিল বিদেশী খেলোয়াড়রা মঙ্গলবার চিড়িয়াখানা দেখতে বের হবেন। কিন্তু 'মুড' ছিল না, তাই যাননি। হোটেলে বসে বসে ম্যানেজার ডোনাল্ড কার, অধিনায়ক লুইস ও সহ-অধিনায়ক মাইক ডেনেস ফন্দী এঁটেছেন—আজ চতুর্থ দিনে তাঁরা ভারতকে প্যাভিলিয়নে ফেরৎ পাঠাতে ডেরেক আণ্ডারউড, টনি গ্রীগ ও ক্রিশ ওল্ড প্রমুখকে দিয়ে কোন্ কোন্ অস্ত্র প্রয়োগ করবেন।

এদিকে ভারতীয় দলের ম্যানেজার কর্ণেল হেমু অধিকারী, অধিনায়ক অজিত ওয়াড়েকর ও বদলী অধিনায়ক ফারুক এঞ্জিনিয়ার বৈঠকে বসে চতুর্থ দিনের ছক তৈরী করেছেন। ওয়াড়েকর নাকি ফারুককে বলে দিয়েছেন: ওরা সোমবারের মত সময় নষ্ট করতে থাকলে আম্পায়ারের কাছে 'কমপ্লেন' করবে।

বিরতির দিনে আমাদের খেলোয়াড়রা খুব বেশি ঘোরাফেরা করেননি। সকালে ওয়াড়েকরের জ্বর ছিল ১০২ ডিগ্রী। সন্ধ্যায় অবশ্য তা ৯৯-য়ে নেমে যায়। ডাক্তার বলেছেন: ওঁর খেলার ব্যাঘাত ঘটবে না। অধিনায়কও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ: শরীর যত খারাপই থাকুক, আমি খেলবই। সেলিম দুরানীর কুঁচকির ব্যথা এখনও উপশম হয়নি।

এদিকে চতুর্থ ও পঞ্চম দিনের জন্যও টিকিটের চাহিদা কমেনি। পঞ্চাশ টাকার বিনিময়েও কেউ কেউ একদিনের টিকিট কিনতে রাজি। ঢাকার ধানমণ্ডি গভর্ণমেন্ট হাই স্কুলের চার ছাত্র—সৈয়দ সাফিউর রসিদ, সাবির মুস্তাফা, শামস্ মুস্তাফা ও তানজির আহমদ ট্রেনে, হেঁটে, বাসে কলকাতায় এসেছে টেস্ট দেখতে। হাওড়ায় একজন ওদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু মঙ্গলবার সারাদিন ওই চার কিশোর টিকিটের জন্য হা-পিত্যেশ করেছে। সবশেষে এসেছিল আনন্দবাজারে। যোগাযোগের চেষ্টা হল সি এ বি

সম্পাদক শ্রীশম্ভু পান, পুলিশের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীসুব্রত মুখার্জী ও ক্রীড়ামন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লকান্তি ঘোষের সঙ্গে। কাউকে পাওয়া যায়নি।

হাওড়ায় ফিরে যাওয়ার সময় শুকনো মুখে ধরা গলায় বলে গেল : বসার জায়গাও চাই না। শুধু একটু দেখার সুযোগ করে দিন।

আমরা প্রতিশ্রুতি দিতে পারিনি।

চিরঞ্জীব

চতুর্থ দিন

সারাদিন ইডেন আচ্ছন্ন ছিল গ্রীগে

বুধবার ইডেনে সারাদিন এক দুর্বার শক্তি ছয় ফুট সাড়ে সাত ইঞ্চি কাঠামোয় টনি গ্রীগ নাম ধারণ করে ভারতের পতন ও ইংল্যাণ্ডের উত্থান ঘটান তাঁর বল ও ব্যাটের দক্ষতায়। গ্রীগ আজ প্রথমে আটটি বলে তিনটি উইকেট দখল করে ভারতের পিঠ বেঁকিয়ে দিয়ে সেটিকে ভেঙে দেন অপরাজিত ৬০ রাণের দ্বারা। গ্রীগ আজ [illegible]৭ মিনিট মাঠে ছিলেন না, শুধু সেই সময়টুকু ভারত মাথা তুলেছিল।

ভারত আজ ৯৩ মিনিটে ছয়টি উইকেট হারিয়ে ৩৫ রাণ তুলে ১৫৫ রাণে দ্বিতীয় ইনিংস শেষ করে এগিয়ে থাকে ১৯১ রাণে। ১৭ রাণে চারটি উইকেট হারাবার পর আর কোন ক্ষতি না হয়ে ইংল্যাণ্ডের ১০৫ রাণ উঠেছে। পঞ্চম দিনে ইংল্যাণ্ড ৮৭ রাণ করলে এই সিরিজে ২-০ খেলায় অগ্রগামী হবে। দিল্লীর প্রথম টেস্ট চতুর্থ দিন শেষে ইংল্যাণ্ডের রাণ ছিল ৩—১০৬। দ্বিতীয় টেস্টে চারদিন এবং প্রথম টেস্টকে নকল করে এসেছে। পঞ্চম দিনে অন্যরূপ পরিণামের কোন সম্ভাবনা নেই।

আরো ১৫০ বা ২০০ রাণ আমরা চেয়েছি ছ'জন ব্যাটধারীর কাছে। আকাশচুম্বী চাওয়া নয়। বিনিময়ে তারা অতলস্পর্শী হতাশায় আমাদের নিক্ষেপ করলেন। এই সকল ব্যাটধারী ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও ইংল্যাণ্ডে 'রাবার' জয়ে প্রকৃতই অংশগ্রহণ করেছিলেন কিনা তদন্তের জন্য ভারত সরকারের একটি অনুসন্ধানী দল ওই দুটি দেশে পাঠানো উচিত। একটি জাতির চারিত্রিক গঠন তার খেলার মধ্য

দিয়ে প্রকাশিত হয় যদি, তাহলে ভারতীয় ব্যাটধারীরা আমাদের মেষ-শাবকে রূপান্তরিত করছেন।

সিরিজে ১৫, ৬৩ ও ৭৫ রাণকারী যোদ্ধা এঞ্জিনিয়ার আধঘণ্টা খেলার পরই আণ্ডারউডের আজকের একমাত্র ওভারের প্রথম বলটিকে কাট করে নটের হাতে নিক্ষেপ করলেন। সোলকার গ্রীগের আজকের ২১তম বলটি খেলার জন্য ঝুঁকে পড়ে, বহির্গামী বলটিকে বিরক্ত না করার জন্য ব্যাট তুলতে পলকের দেরী করার খেসারত দিলেন নটের হাতে। গ্রীগের ২৭তম বলটি পিছনে চেয়ে কাট করায় উদ্যত ওয়াড়েকরের বাম পায়ে আঘাত করে ভারতকে পঙ্গু করে এবং পরের বলটি প্রসন্নর স্টাম্প উপড়ে দেয়। বেদী রোধ করেন গ্রীগের হ্যাটট্রিক সম্ভাবনা। ৫০ মিনিটের মধ্যে ভারতের চারটি উইকেট পড়ে গেল মাত্র ১৯ রাণ যুক্ত করে। অতঃপর বেদীর ফ্রি-স্টাইল ব্যাট চালনায় কিছু রাণ অকল্পনীয় স্থান থেকে সংগৃহীত হলেও ভারতের ইনিংস ত্বরান্বিত করতে আবেদ এগিয়ে এসে ওল্ডের বলে তার উইকেটটি তুলে দেন আমিসের হাতে। গ্রীগ ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস মুড়িয়ে দেন চন্দ্রশেখরকে একটি ওভারপীচ বল দিয়ে। আজ গ্রীগ বল করেছেন ৮.৫-৫-৫-৪।

বিরাট প্রত্যাশার বেলুনটি চুপসে যাওয়ার কয়েক মিনিট পরেই আবার হঠাৎ ফলে উঠল ব্যারি উডের আউট হওয়ায়। লাঞ্চের আগে ইংল্যাণ্ড ১৭ মিনিট ব্যাট করে এবং তার মধ্যেই আবিদের এক দুর্দান্ত ইন-স্যুইংগার পীচ থেকে ছিটকে ঢুকে পড়ে উডের স্টাম্প বিপর্যস্ত করে দেয়। তখন ইংল্যাণ্ডের মাত্র তিন রাণ, খেলা হয়েছে তিন ওভার।

লাঞ্চের ১১ মিনিট পর বেদীর তৃতীয় ওভারের তৃতীয় বল ফ্লেচারের অনুমান ব্যর্থ করে ভিতরে এসে তার বাম পায়ে বাধা পেলে উইকেট স্পর্শ করতে না পারায় বেদী আবেদন জানান এল বি ডবলুর। আম্পায়ার মামসা তা গ্রাহ্য করেন। আবিদের পঞ্চম ওভারের

প্রথম বল সম্ভবত এই ম্যাচের ভাগ্য অনেকাংশে নির্ধারিত করে দিতে পারত ভারতের অনুকূলে, যদি এঞ্জিনিয়ার ডেনেসের ক্যাচটি ধরতে পারতেন। তখন ডেনেসের ১ রাণ, ইংল্যাণ্ডের ২ উইকেটে ৯। ক্যাচ ধরতে ওয়াড়েকরও ঝাপিয়েছিলেন বুকের ব্যথা ভুলে: ডেনেসকে এঞ্জিনিয়ার আবার প্রাণ ফিরিয়ে দেন বেদীর বলে স্টাম্পিং সুযোগ নষ্ট করে। তখন তার রাণ ১৫, ইংল্যাণ্ডের ৪ উইকেটে ৬৬। সঙ্কট সময়ে মূল্যবান দুটি সুযোগ খোয়ানোর পরিণতি ডেনেস এখনো অপরাজিত ২৮ রাণ করে।

ডেনেসের ক্যাচ ফস্কাবার পরের ওভারেই এঞ্জিনিয়ার ক্যাচ ধরেন অ্যামিসের ব্যাটের কাণায় লাগা বেদীর ঘুরন্ত বলটিকে। ইংল্যাণ্ড ১০ ওভারের মধ্যে ৩—১১। অপ্রত্যাশিত প্রত্যাবর্তন উত্তেজনায় থরথর করে কাপতে শুরু করল ইডেনের বক্ষ এবং অষ্টাদশ ওভারে ফেটে পড়ল, যখন টনি গ্রেইগ বেদীকে স্যুইপ করতে গিয়ে সর্ট স্কোয়ার লেগে সোলকারের প্রসারিত বাম হাতে আটকে গেলেন। এটা ক্যাচ নয়, সোলকার ক্যাচটি তৈরী করে নেন। বেদী তখন ৭'২-৫-৪-৩।

মাত্র ৭৭ মিনিট খেলে ইংল্যাণ্ড ৫—১৭ এবং তখনই দীর্ঘ একটি ছায়া ভারতীয় আক্রমণকে অন্ধকারে ঢেকে দিতে দুপুরের ইডেনে প্রবেশ করল। অবিচল শান্ততায় টনি গ্রেগ সঙ্কটকে গ্রহণ করে ইংল্যাণ্ডকে ফিরিতে আনতে শুরু করলেন ভারতের কবল থেকে। একই দিনে বলে ও ব্যাটে যে সংগ্রাম গ্রেগ করে গেলেন ইডেনের টেস্ট ইতিহাসে তার তুলনা নেই। কখনো তাকে অবস্থার চাপে সঙ্কুচিত দ্বিধাগ্রস্ত মনে হয়নি। দর্শকদের সঙ্গে যথারীতি তামাশা করেছেন, গাভাসকারের সজোরে ছোড়া বল মাথায় লাগার পর সামলে উঠতে সময় ব্যয় করেননি। অথচ তাঁর বিরুদ্ধে নিযুক্ত ছিল বিশ্বে বর্তমানের শ্রেষ্ঠরূপে আখ্যাত স্পিন-আক্রমণ যন্ত্র।

টনি গ্রোগের আসার পর একমাত্র ঘটনা চা-পানের পর

ওয়াড়েকরের মাঠে না নামা। তাতে খেলার কোন হেরফের ঘটেছে বলে মনে হয় না। গ্রীগ ১৩৩ মিনিটে অর্ধশত রাণ পূর্ণ করেন। ইংল্যাণ্ডের শতরাণ হয় ২১৫ মিনিটে। যেভাবে আজ ভারতের ব্যাটিং-বিপর্যয় ঘটেছে, পঞ্চম দিন সকালে ইংল্যাণ্ডের অবস্থাও তাই হতে পারে না কি?

সম্ভাবনা খুব কম। ৮৭ রাণের মধ্যে জয় দেখতে পাওয়ার পর ওরা সহজে ক্রীজ থেকে ফিরতে চাইবে না।

—মতি নন্দী

ইডেনে : চতুর্থ দিনে

বুধবার চতুর্থ দিনে খেলার শেষে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি শ্রী পি এম রুংতা প্যাভিলিয়নে যেতে যেতে আর মাঠের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন 'এই ম্যাচটাতেও তাহলে হারছি'।

আমাদের নির্বাচকমণ্ডলী, খেলোয়াড় কেউই আশান্বিত নন। কয়েকজন বিশেষজ্ঞ বললেন, ঈশ্বর ছাড়া কেউ জেতাতে পারবে না ভারতকে।

এদিন সারাক্ষণ ফুটফুটে সুন্দর প্রায় আড়াই বছরের একটি ছোট্ট ছেলে আমাদের পিছনে ছুটোছুটি করছিল। আর মাঝে মাঝে ইডেনের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ছিল। বেশ লক্ষ্য করলাম, একজনই যখন বল করছে, তখনই ওর ওই হাতছানি। তারপর এক চেনা বিদেশিনী যখন তাকে কোলে তুলে চুমু খেলেন, বুঝতে বাকি রইল না—সে বিষেণ সিং বেদীর ছেলে। খেলা শেষে ওই ছেলেটির সামনে গিয়ে বাংলায় ও হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করলাম: কি হে, তোমার বাবার টিম

জিতবে তো? সে একটু হেসে মা'র কোলে মুখ লুকিয়ে ফেলল : বুঝতে পারলাম না ওর ভাষা।

ভারত কলকাতায়ও হারবে? নিশ্চয়ই। এখনকার অবস্থা দেখে কেউ বলবে না, ভারত জিতবে। আমি অফিসে ফিরে আমাদের গ্রন্থাগারিক—জ্যোতিষী বন্ধুবর শ্রীনকুল চট্টোপাধ্যায়ের শরণ নিলাম। তিনি ছক কেটে 'জয় মা কালী' বলে হিসাব শুরু করলেন। জানি না তিনি সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বললেন কিনা। বৃহস্পতিবার যদি 'অঘটন ঘটে', মানতেই হবে তার হিসাব নির্ভুল। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন বৃহস্পতিবার চায়ের আগে খেলা শেষ হবে [illegible] ফল ভারতেরই অনুকূলে।

ইংল্যাণ্ডের ম্যানেজার ডোনাল্ড কার এই কথা শুনে বলেছেন : আমি ভবিষ্যদ্বাণীতে বিশ্বাসী নই। ও সব বাজে [illegible] ফল অন্য রকম হলে বুঝবেন অঘটন আজও ঘটে

তেমন বড় কিছু না হলেও বুধবার ইডেনে কয়েকটি ছোট অঘটন ঘটে গিয়েছে। ইডেনের ফটকে পুলিশ সার্জেন্টের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের ক্যাবিনেট মন্ত্রী জয়নাল আবেদীনের বচসা হয় এবং তা অনেকদূর গড়ায়। পুলিশ নাকি তাকে চিনতেই পারেনি। পরে সার্জেন্টের হয়ে এক ডেপুটি কমিশনার [illegible] ক্ষমা চাওয়ায়ও মন্ত্রী মহোদয় খুশি হতে পারেননি। অবশেষে আসেন পুলিশ কমিশনার সুনীল চৌধুরী। তারপর সব মিটল

প্যাভিলিয়নে দুই দলের খেলোয়াড়, ক্রি-কন্ট্রোল বোর্ড, নির্বাচক-মণ্ডলী, মন্ত্রীবর্গসহ দৈনিক মোট [illegible]২৫ জনের লাঞ্চের ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু এদিন ভি আই পি-দের ভিড় এত বেশি হয়েছিল যে, তালিকা-ভুক্ত অন্তত দশজনের লাঞ্চ খাওয়া হয়নি। ক্রি-কন্ট্রোল বোর্ড সভাপতি শ্রীকর্তা ছিলেন তাদের অন্যতম।

—চিরঞ্জীব

পঞ্চম দিন

ভারত জয় ছিনিয়ে নিল ইডেনে

অপমানে আহত ভারতীয় ক্রিকেট ইডেনে গর্জন করে উঠল।

ইডেনের পীচের উপর আজ মানুষ গড়াগড়ি দিয়েছে, নেচেছে, [illegible] নিয়ে কপালে মেখেছে, গান গেয়েছে আর চোখের জল মুছেছে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর তারা প্রত্যক্ষ করেছে ভাগ্যের দ্বারা নির্ধারিত দুটি দলের বার বার পিছিয়ে পড়া আর এগিয়ে যাওয়া; দেখেছে [illegible] ও [illegible] [illegible] ও [illegible] আন্দোলিত হয়েছে [illegible] [illegible] [illegible] ও আশায় [illegible] তারই মধ্য দিয়ে অবশেষে জয় [illegible] [illegible]। এই দ্বিতীয় টেস্ট পাঁচদিন ধরে আমাদের জীবনকে ক্রিকেটের মধ্য দিয়ে উদ্ঘাটিত করে অবশেষে জিতিয়েছে। এই উচ্ছ্বাস কান্না, আশাব্যঞ্জক, জীবনকে ভালবাসার সাক্ষ্য।

শেষ বলটি না [illegible] পর্যন্ত বলা শক্ত ছিল ভারতের জয় হবেই কিনা। লাঞ্চের পাঁচ মিনিট পর মীমাংসা হয়। প্রথম টেস্টে হয়েছিল সাত মিনিট পর ইংল্যাণ্ডের অনুকূলে। অবশ্য ইডেনে বিপরীত ফল ঘটেছে। পঞ্চম দিনের খেলা যখন শুরু হয়, তখনো জোর দিয়ে কেউ বলতে পারছে না কে জিতবে। ইংল্যাণ্ডের দরকার ৮৭ রাণ, হাতে ছয়টি উইকেট। প্রথম টেস্টের নজীর থেকে কেউ ভরসা পাচ্ছে না ভারতের অনুকূলে আস্থা রাখতে। সম্মানচ্যুত আহত বাঘ শেষ গর্জন করে ঝাপিয়ে পড়তে পারবে কিনা, প্রতি অন্তরে সেই জিজ্ঞাসা এবং জিজ্ঞাসায় অস্থির হতে হতে ইডেনেই আজ জয়ী হল ভারতীয় দল।

ইডেন আজ প্রথম গর্জন করে উঠল খেলা শুরুর পনেরো

মিনিটেই। গ্রীগ, দীর্ঘ সাবলীল কঠিন এই যুবা, যাঁর চৌকস দক্ষতাকে আমরা তারিফ জানিয়েছি, আমাদের হতাশার মধ্যেও আজ সহজ ভঙ্গীতে বেদীর প্রথম ওভারের দ্বিতীয় বলটিকে স্কোয়ার লেগে টোকা দিয়ে যখন চার রান পেয়ে গেলেন এবং চতুর্থ বলে এক রান, তখন স্কোর বোর্ডটা আবছাভাবে ইংল্যাণ্ডের মানচিত্রের রূপধারণ করল। পরের ওভারে চন্দ্রশেখর দিলেন তিন রান। তার পরে বেদীর ওভার থেকে এক রান। তিন ওভারে অনায়াসেই ১৯ রান গ্রীগ ও ডেনেস তুলে নিয়ে গেলেন।

আমরা জানতাম না আমাদের বিস্ময় ও ইংল্যাণ্ডের বিপর্যয় এইখান থেকে শুরু হবে একটা চমৎকার রহস্য উপন্যাসের মত। হাইকোর্ট প্রান্ত থেকে চন্দ্রশেখর তাঁর দ্বিতীয় ওভার শুরু করেছেন রক্ষণে নিযুক্ত গ্রীগের পরীক্ষা করলেন গুগলি দিয়ে। [illegible] সর্ট স্কোয়ার লেগ থেকে সোলকার ঝাঁপিয়ে বল ধরবার [illegible] আবেদন উঠল। আম্পায়ার [illegible] করলেন [illegible] বোর্ডে দেখা গেল আউটের কারণ — [illegible]। সারা [illegible] বিস্ময়ের ঘোর থেকে বেরোবার আগে পতন [illegible]। গ্রীগ [illegible] ভারতকে হতাশার মধ্যে [illegible] দিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় পতনের জন্য ১৭ মিনিট অপেক্ষা করতে হল। চন্দ্রশেখরের বল লাফিয়ে [illegible] উঠছে, [illegible] মনে [illegible] অ্যালান নট কিছুক্ষণ অস্বস্তিতে কাটিয়ে শেষে অবস্থাটাকে ছিন্নভিন্ন করে দেবার জন্য চন্দ্রশেখরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাঁর ব্যাট ঝলসানো এবং বলটিকে জুত করে মারতে না পারায় মিড অনে উঁচু ক্যাচ উঠল। ডুরানী মাথা থেকে টুপি খুলে কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে বলটিকে আশ্রয় দিলেন তাঁর দুই হাতের খাঁচায়। প্রথম ইনিংসে এই খাঁচা ভেঙেই ক্যাচ পালিয়েছিল।

আধঘণ্টায় দুটি ভয়াবহ উইকেটের পতন। স্কোর বোর্ডে ইংল্যাণ্ডের মানচিত্রের চিহ্ন নেই। সেখানে তখন ভারত ফুটে উঠেছে।

দিকে ছুটতে হবে এই সিদ্ধান্ত করে বেদী ক্যাচটির প্রতি যত্ন না নেওয়ায়, হাত থেকে বল পড়ে গেল। ইডেনে একটা চাপা আর্তনাদ উঠল। বুকের মধ্যে প্রচুর উল্লাস তখন দাপাদাপি করছে বেরিয়ে আসার জন্য। অথচ দীর্ঘায়িত হচ্ছে তার নিষ্ক্রমণের সময়। ভাগ্য আর একবার রসিকতা করল ভারতকে নিয়ে। কট্টাম তখন ৭, উঁচু ক্যাচ দিলেন কভারে চন্দ্রশেখরের বলে ঠিক তখনই ক্ষীণতনু, দ্রুতগামী এমন কেউ কভারে ছিল না, যে বলটি ভূমিস্পর্শ করার আগেই সেটি ধরে নিতে পারে। প্রসন্ন চেষ্টা করেও যখন পৌঁছতে পারলেন না ঝাঁপিয়ে পড়লেন। বলের উপরে দেহটি পড়ায় আঘাত পেয়ে [illegible] বেরিয়ে যান। ইংল্যাণ্ড ১৫০ রানে পৌঁছল।

লাঞ্চের ৩৫ মিনিট আগেই দ্বিতীয় টেস্টম্যাচ শেষ হওয়ার কথা। কট্টাম দুবার প্রাণ পেয়ে এবং গুন্ডেলেখ্ ও ও আচমকাভাবে ছন্নছাড়া ব্যাটধারীর মত খেলে কিছু উজ্জ্বল হলেন শুধুমাত্র ইডেনের খাবার বিক্রেতাদের এবং ভারতীয় টি বোর্ডের অনবদ্য চা-পানের আর একটি সুযোগ দেওয়ায়, সাংবাদিকদের। লাঞ্চের পর ৬ ওভার মাত্র খেলা হয়, বেদীর কাছ থেকে কট্টাম দুই রান যোগাড় করে পরের ওভারেই চন্দ্রশেখরের শেষ বলে এই ইনিংসে এল বি ডবলিউর চতুর্থ শিকার হয়ে। ইডেনের বুকে সগর্ব এক বাঘের পদচারণার দৃশ্য দেখলেন। বোলাররা এনে দিল বাঘের বিক্রম। ব্যাটধারীরা আমাদের মধ্যে মেষ-শাবকের অনুভব সঞ্চার করেছিল।

দ্বিতীয় টেস্ট সর্বতোভাবে প্রথম টেস্টকে অনুসরণ করে এসে পঞ্চম দিনে হঠাৎ ভিন্ন পথ নেয়। এজন্য যাবতীয় ধন্যবাদ প্রাপ্য আমাদের বোলারদের। কিন্তু শুধু বোলাররা বার বার খেলা জেতাতে পারে না। মাদ্রাজের চাপকে আমাদের ব্যাটধারীরা আবার যদি ব্যর্থ হয় তাহলে আবার অসম্মানের বোঝা বাড়বে। কিন্তু ইডেনে হৃত সম্মান ফিরে পেয়ে যে মনোবল ভারতীয় দল পেল, মনে হয় না আর এই সিরিজে পিছু ফিরে তাকাতে হবে।

—মতি নন্দী

লোকারণ্যে অলৌকিক

তখন বারোটা বেজে ঠিক পঞ্চাশ মিনিট। আম্পায়ারের দীর্ঘকাল [illegible] আঙুল উধ্বে ওঠা মাত্র চারদিকের গ্যালারি মাঠে নেমে এল। নেমে এল মানুষের ঢল, ইডেনের চিরহরিৎ উদ্যান ছেয়ে গেল ঝাঁক ঝাঁক কালো মাথায়। জানুয়ারির রোদে ঝলসানো, বিচিত্র বর্ণের পোশাকে রঙিন গ্যালারিগুলো এতক্ষণ মনে হচ্ছিল ভ্যান গগের আঁকা [illegible] তৈলচিত্র। সেই পটভূমিকায় তৈলচিত্রগুলো গ্যালারি ছেড়ে সবুজ মাঠের সমস্ত এলাকা ঢেকে দিল। চারদিকে জনতা—জয়ের আনন্দে উদ্দাম। বোমা ফাটছে, [illegible] বাজছে। আর শোনা যাচ্ছে সংখ্যাহীন চিৎকারের রেশ—[illegible], তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ, তোমার রানসংখ্যা ১৩ তোমার পক্ষে, তোমার দল ইংল্যাণ্ডের পক্ষে অদ্ভুত হতে পারে, কিন্তু আমাদের কাছে, মাঠে হাজির আশী হাজার দর্শকের কাছে, [illegible] কয়েক লক্ষ শ্রোতার কাছে বড় [illegible]। তোমার ১৩ রান পূর্ণ হতেই চন্দ্রশেখরের বলবান বল তোমাকে এবং তোমার দলের শেষ জুটিকে প্যাভিলিয়নে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে।

তার পরেই আর আম্পায়ার নয়, দুদলের খেলোয়াড় নয়, পুরো মাঠ চলে এল জনতার দখলে। ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ জয়ের পর ঢাকা শহরে কী ঘটেছিল আমি দেখিনি. চেঙ্গিস খানের বিজয়ী সেনাদল কিভাবে রাজধানী দিল্লীতে প্রবেশ করেছিল তাও আমি দেখিনি। তবু অনুমান করতে পারি বৃহস্পতিবারের ইডেনে জনতার এই উল্লাস এবং প্যাভিলিয়নের দিকে প্রবল বেগে ছুটে যাওয়ার সঙ্গে পৃথিবীর বৃহৎ বৃহৎ জয়ের মিল আছে। প্রত্যেকটি লোক তখন ভারত হয়ে গেছে, দিল্লীর পরাজয়ের প্রতিশোধ তাদের

চোখে-মুখে, ওরা হাসছে, গাইছে, পুরো মাঠটা নাচের আসরে রূপান্তরিত করে ফেলেছে এবং যত্নে লালিত পীচ ঊর্ধ্ববাহু তরুণ নৃত্যবিদদের উল্লম্ফনে কম্পমান। মাঝখানে একজন ক্রীজে একটি স্নেহচুম্বনও এঁকে দিল।

বর্ণনার অতীত সেই সব দৃশ্যের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম গত দুদিনের খেলার কথা। বহু ব্যবহৃত 'আশা নিরাশার দোলা' প্রয়োগটি খানিক আগেও আক্ষরিক অর্থে সত্য হয়ে উঠেছিল। বুধবার স্বল্প রানে এবং স্বল্প সময়ে প্রতিপক্ষের কয়েকটি উইকেট যখন বেদা-মূলে বলি হল, ভেবেছিলাম জয় অদূরে। আবার দিনের শেষে যখন পঞ্চম উইকেটে ডেনেস ও গ্রীগ ধৃতরাষ্ট্রের আলিঙ্গনের মত উইকেট আঁকড়ে পড়ে রইলেন, তখন মনে হচ্ছিল জয় দূর-অস্ত। বৃহস্পতিবার সকালবেলা অন্য চেহারা। আধঘণ্টার মধ্যে আরও দুটি উইকেট গেল। লাঞ্চের অনেক আগেই গেল আরও তিনটি। জয়ের আর দেরি নেই। কিন্তু ওল্ড ম্যান কট্রাম? তাদের তো সরানো যাচ্ছে না! ওদিকে রানও বাড়ছে। বৃহস্পতিবারের বারবেলায় লাঞ্চের ডাক যখন পড়ল, ইংল্যাণ্ডের জয়ের জন্য মাত্র বত্রিশ রানের দরকার এবং শেষ জুটির রকম-সকম ওই বত্রিশের বুড়ি ছোঁয়ার। আবার সন্দেহ। জিততে পারবো তো? লাঞ্চের পর দ্বিতীয় ওভারেই 'ঘুচিল সব সন্দেহ।' কট্রাম আউট।

কট্রামের আউটের সঙ্গে সঙ্গে জনতা 'ইন'। মাঠ লোকে লোকারণ্য। প্যাভিলিয়নের কাছাকাছি জনতা একাদশ বীরকে দেখার জন্য পাগল। ওরা বিশেষ করে দেখতে চায় দলপতি ওয়াড়েকর এবং প্রতিপক্ষের দুর্গ ধ্বংসকারী দুই যোদ্ধা—বেদী এবং চন্দ্রশেখরকে। বাধা দিল লাঠি-হাতে পুলিশ। কিন্তু এই 'জনতরঙ্গ রোধিবে কে?' লোহার বেড়া, কাঠের বেঞ্চ, ভি আই পি'র সোফা সব ভেঙে চুরমার। গত পাঁচদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওরা আমাদের খেলোয়াড়দের দেখেছে চোখের সামনে। মুহূর্তের মধ্যে অলৌকিক কাণ্ড। ওই চেনামুখ-

গুলোকে আবার দেখার জন্য জনতা পুলিশের লাঠি উপেক্ষা করে এগিয়ে চলেছে। খেলা শেষে প্যাভিলিয়ন-মুখী ওয়াড়েকর এবং চন্দ্রশেখরকে দু-একজন ভিড় ঠেলে মালা পরিয়েছিল, তবু সাধ মেটেনি। জনতার ডাকে ওয়াড়েকরের মুখ পরে একবার দেখা গেল। কিন্তু আগ্রহে অধীর জনতা উল্লাস-ধ্বনি দিয়ে ক্রমাগত এগিয়ে তাঁর অগ্রসরের পথ বন্ধ করে দিল। ওয়াড়েকর প্যাভিলিয়নে আবার ফিরে গেলেন।

মাইকে তখন হট্টগোলের মধ্যেও শোনা যাচ্ছে, 'আমি সুব্রত মুখার্জি বলছি, আপনারা শান্ত হয়ে সরে বসুন, খেলোয়াড়রা আসবেন।' —কে কার কথা শোনে! জনতা দ্বিগুণ বিক্রমে চিৎকার পেড়ে গলা ফাটিয়ে দিল। কেউ একচুলও পিছু হটল না। পুলিশও প্যাভিলিয়নের সব রাস্তা রুখে দাঁড়িয়ে। কোন খেলোয়াড় সামনে আনবেন না, বিশাল জনতা বলল—'চন্দ্রশেখরকে শুধু একবার দেখতে চাই।' পুলিশ চন্দ্রশেখরকে মুহূর্তের জন্য নিয়ে এল। জনতা ধ্বনি দিল, 'চন্দ্রশেখরের জয়। ভারতের জয়।'

মাঠের অন্য প্রান্তে কিন্তু নৃত্যগীতের আর বোমা ফাটার বিরাম নেই। একটি ছেলে তো নিজের গায়ের জামা খুলে তাতে আগুন ধরিয়ে প্রলয় নাচন শুরু করে দিল। কাছ দিয়ে যা চ্ছিলেন শ্মশ্রুময় এক পাঞ্জাবী যুবক। তাঁকে দেখে বেদা-বেদা বলে কাঁধে তুলে নিল। যুবকটিও অনেকগুলো কাঁধের স্টেজে লাগিয়ে দিল ভাংড়া নাচ। দূরে দাঁড়ানো আমারও মনে হচ্ছিল বয়সটা কমিয়ে ওই নাচের দলে যোগ দিই। দিলামও, মনে মনে

-অমিতাভ চৌধুরী

আমি খুশি, খুব খুশি

আগের দিনে জ্যোতিষী নকুল চট্টোপাধ্যায়ের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী বৃহস্পতিবার ইডেনে সেই চরম মুহূর্তটির জন্য অপেক্ষা করছিলাম। জয়ের সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেলাম মাঠের ভিতরে বিজয়ী অধিনায়ক অজিত ওয়াড়েকরের কাছে। দুহাতে সর্বশক্তি দিয়ে জনতাকে আটকে রেখে দু-একটা কথা বলার চেষ্টা করলাম ওঁর সঙ্গে। অজিতের গায়ে তখন সিংহের শক্তি। তিনি ছুটে চলেছেন প্যাভিলিয়নের দিকে—ড্রেসিং রুমে। আমিও পিছু নিলাম পুলিশ-বেষ্টনী ভেদ করে। বিজয়ী দলের মধ্যে বাইরের লোক বলতে শুধু একা আমি।

দুয়ার বন্ধ। ড্রেসিং রুমে ওঁরা নাচ শুরু করেছেন অধিনায়ককে ঘিরে। উল্লাসে মিনিট পাঁচেক কোন কথা বুঝতে পারলাম না। অধিনায়ককে ছেড়ে এবার পালা করে নাচ শুরু হল বেদী ও চন্দ্রশেখরকে নিয়ে। যন্ত্রণায় কাতর প্রসন্নও উঠে পড়েছেন আনন্দ-যজ্ঞে যোগ দিতে। কেউ কাউকে ছাড়তে চাইছেন না। সবশেষে সকলে মিলে কাঁধে তুললেন ম্যানেজার কর্ণেল হেমু অধিকারীকে। অনেক অনুরোধের পর তিনি রেহাই পেলেন।

ইতিমধ্যে বোর্ড প্রেসিডেন্ট পি এম রুংতা এসে গিয়েছেন। ইংল্যাণ্ডের শেষ উইকেট পতনের মূলে যে, সেই চন্দ্রশেখরকে শেক-হ্যাণ্ড করতে গেলেন। চন্দ্রশেখর হাত বাড়াতে পারলেন না। তিনি জয়ের আনন্দে অভিভূত, ক্লান্তিতে অবসন্ন, ইজি চেয়ারে মাথা এলিয়ে; দরদর ঘাম ঝরছে। পারকার ও চৌহান তাড়াতাড়ি তোয়ালে ও খবরের কাগজ নিয়ে হাওয়া করল। সম্বিৎ ফিরতে চন্দ্রশেখর বললেন অস্ফুট স্বরে—'প্রেসিডেন্ট, আমরা জিতেছি, আমরা জিতেছি!'

প্রেসিডেন্ট সকলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই জয়ের রেশ যেন তোমাদের বাকি তিনটি টেস্টেও জিতিয়ে দেয়।'

—আপনাদের কেমন মনে হচ্ছে? চন্দ্র, বেদী—কেউ কিছু বললেন না। আমার দিকে তাকাবার সময়ও তো নয় তখন। একে অন্যের পিঠ চাপড়াচ্ছেন আর নিজ নিজ ভাষায় নানা কথা বলছেন। পাশে ছোট ঘরে টেবিলে খালিগায়ে শুয়ে পড়েছেন সুনীল গাভাসকার। আর রামনাথ পারকার কুজো থেকে জল ঢালছেন অধিনায়কের জন্য। ওয়াড়েকর পকেট থেকে ট্যাবলেট বের করলেন, পারকারের কাছ থেকে জল নিয়ে সেটি খেলেন।

তারপর ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন: আমি খুশি খুব খুশি। গতকালই জয়ের আশা দেখতে পাই এই ম্যাচে। কিন্তু পরে সে আশা শূন্যে মিলিয়ে যায়। আজ শুরুতে চন্দ্রশেখর যখন টনি গ্রেগকে প্যাভিলিয়নে পাঠিয়ে দিল, বুঝলাম জয় দূরে নয়। তারপর বেদী ও চন্দ্রশেখরই আমাদের শুভ শেষ সাফল্যকে ছিনিয়ে এনে দিল। আজ এই মুহূর্তে আর কী বলব বুঝতে পারছি না। শুধু মনে হচ্ছে দিল্লীতে হেরে আমরা যে শক্তিকে হারিয়েছিলাম, আজ তার দ্বিগুণ ফিরে পেলাম। মাদ্রাজ, কানপুর ও বোম্বাই টেস্টে এই শক্তিই আমাদের পাথেয়। হ্যাঁ, এই মুহূর্তে আর চাই সকলের আশীর্বাদ।

কথা শেষ না হতেই আবার পকেট থেকে একটি ফুল বের করে কপালে ঠেকিয়ে আবার পকেটে রেখে দিলেন।

জিজ্ঞাসা করলাম—কী ওটা?

—পণ্ডিচেরীর শ্রীমায়ের আশীর্বাদ।

এবার অধিনায়কের জিজ্ঞাসা— আর কী বলব বলুন?

—যা বলবেন, লিখব।

—আমাদের জয়ের খবর শুনে বাবা-মা, ভাই আর স্ত্রী রেখা খুব খুশি হবে। রেখার কথা বলেই হাতটা কপালে ঠেকালেন অধিনায়ক।

ওকে খুব অবসন্ন মনে হচ্ছিল। কপালে হাত দিয়ে দেখি বেশ গরম। ডাক্তার পাশ থেকে বললেন, এখনও ১০২ ডিগ্রী জ্বর।

পরক্ষণেই ইংল্যাণ্ডের ম্যানেজার ডোনাল্ড কার এলেন; অভিনন্দন জানালেন প্রত্যেককে। হেমু অধিকারীকে স্যালুট দিলেন। অধিনায়ক টনি লুইস বেদী ও চন্দ্রশেখরকে একসঙ্গে জড়িয়ে ধরেছেন। ছয় ফুট সাড়ে সাত ইঞ্চি টনি গ্রাগ ঢুকেই বললেন: লিটল বয়েজ, ইউ হ্যাভ ডান ওয়েল।

উল্লাস তখনও থামেনি। একটু পরে পাশেই ইংল্যাণ্ডের শিবিরে ঢুকলাম। সেখানে কিন্তু পরাজয়ে বিষাদ নেমে আসেনি। ম্যানেজার অধিনায়ক উভয়েই বলছেন: প্রিপেয়ার কর দ্য নেক্সট ম্যাচ। ইউ মাস্ট রেসপেক্ট বেদী, প্রসন্ন অ্যাণ্ড চন্দ্র। ওদের অধিকাংশই তখন গেঞ্জী ও হাফপ্যাণ্ট পরে।

বাইরে তখনও প্যাভিলিয়নের মুখে বিরাট জনতা, সামনে পুলিশ বাহিনী। অধিনায়ক লুইস ফিরে বললেন: কলকাতায়ও আমরা জিততে পারতাম। গতকাল পর্যন্ত সেই আশাই ছিল। কিন্তু আজ চন্দ্র ও বেদীই আমাদের হারিয়ে দিল। যোগ্য দলই জিতেছে—এ সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই।

ইংল্যাণ্ডের খেলোয়াড়রাও ভারতীয় শিবিরে এলেন। দরজা বন্ধ করে গান শুরু করলেন। তারই মাঝে পুরী থেকে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থ-শঙ্কর রায়ের টেলিগ্রাম পৌছল "ওয়েল ডান, কনগ্রাচুলেশনস।"

বেরিয়ে আসতেই বারান্দায় দেখা প্রাক্তন অধিনায়ক মনসুর আলী খাঁ পতৌদির সঙ্গে। হলুদ পুলওভার পরা। তিনি খুশি। ড্রেসিং রুমে ঢুকে প্রত্যেককে অভিনন্দন জানালেন।

ফেরার আগে ডোনাল্ড কারকে জিজ্ঞাসা করলাম: তা হলে অঘটন আজও ঘটে! তাঁর উত্তর: ঘটে বোধ হয় কেবলমাত্র ক্রিকেটে।

তখন ঘরে-ঘরে, রাজপথে, পাড়ায়-পাড়ায়

ইডেনের উল্লাস বৃহস্পতিবার কলকাতা ও শহরতলীর সর্বত্র। রেডিওয় জয়ের সংবাদ শোনামাত্রই উলুধ্বনি হল, শাঁখ বেজে উঠল। রেডিওর সামনেই নাচ শুরু হয়ে যায়। একটি বাসের মধ্যে যাত্রীরা দোতলায় নাচতে থাকেন।

রাজ্য সরকার ছাড়া অন্য কোথাও ছুটি ঘোষিত না হলেও সর্বত্র ছুটি হয়ে যায়।

তারপর মশাল শোভাযাত্রা, বাজি, বাজনা, নৃত্য, পাড়ায়-পাড়ায়। জাতীয় পতাকা তোলা হল "বন্দেমাতরম" "জয়হিন্দ" শ্লোগান দিয়ে। "ভারত কী জয়", "অজিত ওয়াড়েকর কী জয়" বলে মিছিল বের করা হয় বিভিন্ন অঞ্চলে।

ভারতীয় দল গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে রয়েছে। সেখানে ভিড় ছিল খেলার পর থেকেই। সকলের অধীর অপেক্ষা, বিজয়ী দলকে আবার একটু দেখা। ভিড় ক্রমশ বাড়তে থাকায় ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীটে যানবাহন চলাচল বন্ধের উপক্রম হয়। চারিদিকে পুলিশ প্রহরা. হাজার কণ্ঠে সেই একই শ্লোগান: ভারত কী জয়, ওয়াড়েকর কী জয়। তারা দাবি জানাতে থাকে, খেলোয়াড়দের দেখতে দিতে হবে। হোটেলের সামনে জনতার চাপ আরও বেড়ে গেল। এই সময়ে হুড়াহুড়ি হয়। পরে জনতার পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয় পুলিশ ক্রীড়ানুরাগীদের উপর লাঠি চালিয়েছে। পুলিশ অবশ্য তা অস্বীকার করে।

ওই জনতার পক্ষ থেকে এক সময় দাবি করা হয়: তারা যুব কংগ্রেসের সদস্য। পুলিশ কমিশনার তখন রাজ্য যুব কংগ্রেস সভাপতি শ্রীসুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। সুদীপবাবু ঘটনা-

স্থলে গিয়ে জনতার উদ্দেশে বলতে থাকেন : আজকের জয় সারা ভারতের জয়। পুলিশও আনন্দের অংশীদার। তবে লাঠি চালনার ঘটনা ঘটে থাকলে তিনি সেই পুলিশের শাস্তি দাবি করেন!

জনতা তারপর চলে যায়। এর আগে ব্যালকনীতে এসে কয়েক জন খেলোয়াড় হাত নেড়ে সকলের সামনে অভিনন্দনের উত্তর দিচ্ছিলেন। তখন বেদীর কোলে ছিল তাঁর ছেলে।**

—চিরঞ্জীব

**টেস্টের এই টেস্ট-সম্পর্কিত সব খবর আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত

উনবিংশ জয়

ভারত-ইংল্যাণ্ড

তৃতীয় টেস্ট : মাদ্রাজ

ভারত	ইংল্যাণ্ড
অজিত ওয়াড়েকর (অধিনায়ক)	টনি লুইস (অধিনায়ক)
ফারুক এঞ্জিনিয়ার (উইকেটরক্ষক)	ব্যারি উড
মনস্থুর আলী পতৌদি	ডেনিস অ্যামিস
সুনীল গাভাসকার	অ্যালান নট (উইকেটরক্ষক)
চেতন চৌহান	মাইক ডেনেস
গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথ	কিথ ফ্লেচার
সেলিম ভুরানী	টনি গ্রীগ
একনাথ সোলকার	ক্রিশ ওল্ড
এরাপল্লী প্রসন্ন	জিওফ আরনল্ড
বিষেণ সিং বেদী	নরম্যান গিফোর্ড
ভাগবৎ চন্দ্রশেখর	প্যাট পোকক

প্রথম দিন

স্পিনারদের প্রতিবন্ধক হয়ে ফ্লেচার জীবনের শ্রেষ্ঠ ইনিংস খেলেছেন

মাদ্রাজ, ১২ জানুয়ারি—ইংল্যাণ্ড ৭ উইকেটে ১১০ থেকে ২৪২ পর্যন্ত ইনিংস টেনে নিয়ে গেল, ৮৬.৫ ওভার খেলে। এই সিরিজে তাদের সর্বোচ্চ ইনিংস। শুধু মাত্র আরনল্ড ও গিফোর্ডের সহায়তায় ফ্লেচার একাই ভারতের স্পিন আক্রমণের কামড় থেকে ইংল্যাণ্ডকে টেনে বার করেননি, যখন ভারতীয় স্পিনাররা ইংল্যাণ্ডকে চীপকের সাদামাঠা বোলারদের সাহায্য দিতে অনিচ্ছুক পীচে ৭৭ রাণের ব্যবধানে (৩৩ থেকে ১১০) ৭টি উইকেট ফেলে দিলেন, তখন ফ্লেচার একাই তিন ব্যাটধারীকে নিয়ে যুক্ত করেন আরও ১৩২ রাণ।

ভারতীয় বোলিং ও ফিল্ডিং-এ বিশৃঙ্খলা এনে দেন ফ্লেচার। আজ চারটি ছয় মেরেছেন অপরিচ্ছন্ন বোলিং থেকে। ভারতের কেউ আজ ক্যাচ ফেলেননি। কিন্তু গ্রাউণ্ড ফিল্ডিং, পতৌদি ও পারকার (ডুরানীর বদলে) ছাড়া কারও টেস্ট মানের হয়নি। চন্দ্রশেখরের বল পীচ থেকে মাঝে মাঝে লাফিয়ে উঠেছে। সেই সঙ্গে সোলকারের ফিল্ডিংও আজ অসাধারণ পর্যায়ে পৌঁছয়।

ভারতের নতুন বল আক্রমণ, যার সম্মুখীন হলে কলকাতার দ্বিতীয় ডিভিশনের ওপেনিং ব্যাটসম্যানরা হাসতে হাসতে আউট হয়ে যাবে, আজ চীপকের দুই ওভারে ১৬ রাণ তুলে দিল ইংল্যাণ্ডের। সোলকারের প্রথম ওভারের দ্বিতীয় বলে উড স্ট্রেট ড্রাইভ করে ২, পরের বল কভারে পতৌদিকে ফাঁকি দিয়ে চার ও ষষ্ঠ বল জনশূন্য

একস্ট্রা কভার দিয়ে আর একটি চার, মোট ১০ রাণ হল। প্রতিটি বল বাতাসে সরলরেখা ধরে এসেছে।

গাভাসকারের একমাত্র ওভারটি রীতিমত শিহরণ উদ্রেককারী। তাঁর ছয়টি বলে ছয়বার আমার শিরদাঁড়ায় শীতল স্রোত নেমেছে। কারণ প্যাভিলিয়ন প্রান্তের সাইট স্ক্রীনের ঠিক উপরেই আমরা বসেছি। কিন্তু অ্যামিস এত ঘাবড়ে যাবেন বুঝিনি। গাভাসকারের প্রথম বল হাঁটু-উঁচু ফুলটস, গতিবেগে চন্দ্রশেখরের সমান। দুহাতে মাথা ঢেকে সাংবাদিকরা হাঁফ ছেড়ে দেখলেন অ্যামিস বলটি বোলারকেই ফিরিয়ে দিলেন। দ্বিতীয় বলটি অফ স্টাম্পের বাইরে ফুলটস, অ্যামিস আবার ঘাবড়ে গেলেন। ব্যাটের ভিতরের কাণায় লেগে ওয়াড়েকর ও এঞ্জিনিয়ারের মাঝখান দিয়ে (স্টাম্পেও লাগতে পারত) বাউণ্ডারির দিকে যাচ্ছিল। ডুরানী কোনরকমে দৌড়ে এসে বলটিকে বাধা দেওয়ায় ২ রাণ হল। পরের বলটিও ফুলটস, আমরা হাত দিয়ে ঢেকে মাথা নীচু করলাম এবং সাহসী স্কোরার জানালেন একস্ট্রা কভারে বিশ্বনাথ বলটি বাউণ্ডারির কাছ থেকে উদ্ধার করায় দুটি রাণ হয়েছে। গাভাসকার এরপরে তিনটি বল বাম্প করান। অ্যামিসের বিস্ময়ের ঘোর তখনো কাটেনি, প্রথম দুটি বল এল কোমর সমান উঁচু এবং অ্যামিস কোনক্রমে আটকালেন। তৃতীয়টি গালির পাশ দিয়ে চালান করে আরো দুটি রাণ নিলেন। এই ওভারে ৩৬ রাণ হওয়ার বদলে হল ৬ রাণ।

গাভাসকারের এই একটি ওভারই যে কত ফলদায়ক হল, তা বোঝা গেল ৪০ মিনিট পর, যখন অ্যামিস চন্দ্রশেখরের গুগলি চিনতে ভুল করলেন। সোলকার তাঁর দ্বিতীয় ওভারে তিনটি সিঙ্গল রাণ দেবার পর ভারতের প্রারম্ভিক বোলিং অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয় এবং ভারতের বোলিং বোঝা টানার 'বলদ' বিষেণ সিং বেদীকে ওয়াড়েকর টেনে এনে প্যাভিলিয়ন প্রান্তে জুড়ে দিলেন এবং ওয়ালাজা রোড প্রান্তে চন্দ্রশেখরকে।

ঘটনা শুরু হয় খেলার ত্রয়োদশ ওভার থেকে। চন্দ্রশেখরের পঞ্চম ওভারের প্রথম বল অ্যামিসের পায়ে লাগল। গুগলি ছিল। আম্পায়ার নগেন্দ্র এল বি ডবলিউর আবেদনে কর্ণপাত করলেন না। পরের বল লেগব্রেক। অ্যামিস সেটা চিনতে পারলেন। পরেরটি অফ স্টাম্পে। অ্যামিস ব্যাট এগিয়ে ঝুঁকতেই সর্ট স্কোয়ার লেগে সোলকার জমির চার ইঞ্চি উপর থেকে ঝাঝালো ক্যাচ ধরে নেন।

প্রথম ঘণ্টায় ইংল্যাণ্ড ১—৫০। বেদীর বল নীচে পড়ে ঘুরছে। নট এক্সট্রা কভারে বেদীর একটা পাক-খাওয়া বলকে চমকপ্রদভাবে ড্রাইভ করে চার রাণ পাওয়ায় মনে হল কয়েক দিন আগে বাঙ্গালোরে যেখানে ১৫৬ রাণের ইনিংস শেষ করেছেন সেখান থেকেই নট আবার ব্যাটিং আরম্ভ করেছেন। খেলার বিংশ ওভারে বেদীর বল পিছিয়ে খেলে উড সহজ ক্যাচ দেন ইঞ্জিনিয়ারকে এবং এর পাঁচটি বল পরেই বেদীকে মিড উইকেটে ছক্কা মারতে গিয়ে নট সর্ট এক্সট্রা কভারে গাভাস্করকে সহজ উঁচু ক্যাচ দিয়ে বিদায় নেন। বেদীর দুটি উইকেট হল ছয় বলে।

বেদী ১৩ ওভার বল করার পর তার জায়গায় ওয়াড়েকর প্রসন্নকে আনলেন। প্রসন্নর প্রথম বল বাতাসে ভেসে অফ স্টাম্পের বাইরে বেরিয়ে গিয়ে ঝপ্ করে নেমে ডেনেসের ব্যাটের গোড়ায় পড়ে এবং অফ থেকে ঘুরে এসে স্টাম্পে ধাক্কা দিল। ডেনেস কিছু করার সময়ই পেলেন না।

চার উইকেটে ৭৫ রাণ নিয়ে ইংল্যাণ্ড লাঞ্চ করতে যায় এবং ফিরে এসে আধঘণ্টার মধ্যেই চন্দ্রশেখরের কবলে দুটি উইকেট হারিয়ে ৬—১০৬ হয়। বেদীর মত চন্দ্রশেখরও ছয় বলে দুটি উইকেট নেন। প্রথম দুটি টেস্টে ব্যাটে-বলে ইংল্যাণ্ডের ধরন্ধর টনি গ্রীগ ৩২ মিনিট উইকেটে থাকার পর চন্দ্রশেখরের দ্বারা এল বি ডবলিউ হয়ে ফিরে যাবার সাত মিনিট পরই চন্দ্রশেখরের বলে সোলকার অসাধারণ তৎপরতায় তাঁর নেওয়া স্থান থেকেই লুইসের ক্যাচ ধরে নেন।

ভারতীয় ফিল্ডিংয়ের সর্ট স্কোয়ার লেগে সোলকারের একটি মর্মরমূর্তি স্থাপিত হয়ে গেছে।

ইংল্যাণ্ড ১৪৬ মিনিটে ১০০ রাণে পৌঁছয়। ওয়ালাজা রোড প্রান্তের সাইট স্ক্রীনটি দৈর্ঘ্যে ইডেনের স্ক্রীনের ⅙। ব্যাটসম্যানরা সেটিকে টানাটানি করিয়েছেন দু-তিনবার। ওল্ড স্ক্রীনটিকে তাঁর বাঁ-ধারে কিছুটা সরাবার পর চন্দ্রশেখরের দ্বিতীয় বলটিকে পুল করতেই আকাশচুম্বী ক্যাচ ওঠে মিড অনে। মিড অন থেকে প্রায় ১০ মিটার ছুটে এসে দুরানী অনেক অঙ্ক কষে দাঁড়ান বলটির নীচে এবং হস্তগত করেন।

ফ্লেচার ও আরনল্ড আধঘণ্টা ধরে ভারতীয়দের উইকেট দিতে অস্বীকার করায় ৪৫ হাজার দর্শক বিস্মিত হতে থাকে, এবং ক্রমশ বিরক্ত হয়ে সমবেত হাততালি, কাঁসর-ঘণ্টা, ভেঁপু দ্বারা তা জানাতে শুরু করে, বিশেষ করে ১৫ ও ৩০ টাকার সিজন টিকিটের গ্যালারি থেকে। আজ সকালে এই গ্যালারিরই প্রবেশদ্বারে একজন ভিড়ের চাপে মারা গেছে।

৫০ মিনিট উইকেটে বাস করার পর আরনল্ড প্রসন্নর বলে সেখানেই সহজ ক্যাচ তুললেন, যেখানে ক্যাচ তুলে কেউ বেঁচে থাকে না। এটি সোলকারের আজ তৃতীয় ক্যাচ। ৫১ রাণে নটের উইকেট পতনে ক্রীজে আগত ফ্লেচার অপর প্রান্তে একে একে পাঁচ ব্যাটধারীর পতন দেখার পর আর দুর্গের মধ্য থেকে যুদ্ধ করার যুক্তি নেই ভেবে ক্রীজ থেকে বেরোতে শুরু করলেন। তার ফলে তিনি প্রসন্নর বলে মিড উইকেটে একটি ছয় পান। পরের ওভারে বেদী আসেন এবং তাঁকেও লং অনে পাঠিয়ে ছয় আনেন এবং নিজের অর্ধশত রাণ পূর্ণ করেন ১৬১ মিনিটে। সাতটি ৪ ও দুটি ৬ আছে তার মধ্যে। চা-পানের সময় ইংল্যাণ্ড ৮—১৭৩। ফ্লেচার ৫৩ রাণে অপরাজিত।

চা-পানের পর ফ্লেচার রাণ তোলার জন্য ব্যস্ত হন এবং আধ-ঘণ্ট পর ইংল্যাণ্ড ২০০ রাণে পৌঁছে যায়। ইংল্যাণ্ডের নবম জুটি

৫৩ মিনিটে ৫৩ রাণ তোলার পর ফ্লেচার মিড উইকেটে তাঁর তৃতীয় ছয় মেরে (প্রসন্নকে) ৮০ রাণে পৌছন। পরের ওভারে তিনি টেস্টে তাঁর সর্বোচ্চ ৮৩ রাণ অতিক্রম করে যান। নবম উইকেট পার্টনারশিপে ৮২ মিনিটে ৮৩ রাণ ওঠার পর গিফোর্ড আজ চন্দ্রশেখরের দ্বিতীয় বলে এল বি ডবলিউর শিকার হন।

ফ্লেচারের চতুর্থ ওভার বাউণ্ডারি তাঁকে ৯৭ রাণে নিয়ে যায়। বলটি প্রেস-বক্সের চার হাত বাইরে দিয়ে বেরিয়ে যায়। দুর্ভাগ্য ফ্লেচারের, তাঁর শেষ সঙ্গী পোককে হারান পরের ওভারে। ফ্লেচার যখন ফিরছেন পোকক বিষন্ন মুখে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। ফ্লেচার হাসিমুখে তাঁর পিঠ চাপড়ান।

আরনল্ড আর ওল্ড এক ওভার করে বল করেছেন আজ। আগামীকাল ভারতের অন্তত ৩০০ রাণ এই পীচে তোলা উচিত।

দ্বিতীয় দিন

মনস্থুর স্বমহিমায় ফিরে এসে মন মাতিয়েছেন

মাদ্রাজ, ১৩ জানুয়ারি—তিনশো রাণ আজ তোলা উচিত ছিল, সারাদিনে উঠল ১৭১ রাণ। ভারত দ্বিতীয় দিনের শেষে ৮৮ ওভার খেলে ৪—১৭৫। পীচে প্রাণের স্পন্দন নেই, বোলাররা পীচ থেকে বল ঘোরাতে, তোলাতে বা গতি দিতে পারেননি। বোলিং পরিচ্ছন্ন, ফিল্ডিং চটপটে হলেও ভারতীয় ব্যাটধারীদের এমন অহিংস বৈষ্ণবীয় ব্যাটিংয়ের কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

তিন বছর পর আবার টেস্ট খেলতে নেমে মনস্থুর আলী তাঁর দলভুক্তির যথার্থতা প্রমাণের জন্য আজ নিজের স্বাভাবিক খেলাকে শৃঙ্খলিত করে অসাধারণ সংযমে ১৫৫ মিনিট ব্যাট করেছেন।

যে মাঠে তিন বছর আগে পতৌদির নবাব শেষ টেস্টম্যাচ খেলেছিলেন সগৌরবে, সেখানে তিনি প্রত্যাবর্তন করলেন মনস্থুর আলীরূপে। বাঘের নাম বদলালেও তার ডোরাকাটা দাগ বদলায় না। মনস্থুর আজ মাঝে মাঝে শিকল ছিঁড়ে গর্জন করেছেন, প্রচণ্ড থাবায় চার ও ছয় ভক্ষণ করে, আলস্যে তাঁর দিকে নিক্ষিপ্ত বলগুলিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন।

যথারীতি ভারতের ওপেনিং ব্যাটধারীদ্বয় ৩০ রাণের মধ্যে ফিরে যাবার পর অজিত ওয়াড়েকর যথেষ্ট প্রয়োজনীয় ৪৪ রাণ করেছেন। বল ও ফিল্ড না করে শুধুমাত্র ক্রীজে দাঁড়িয়ে ব্যাট করার জন্য 'ভিজিটিং ব্যাটসম্যান' ডুরানীর ৩৮ রাণ, তিনটি ক্যাচ দিয়ে করা সত্ত্বেও, রাণগুলি চোস্ত মার থেকে সংগৃহীত। পোকর্ক ও গিফোর্ডের

লেংথ এবং লক্ষ্য অবিচল থাকায় রাণ ওঠার গতি মন্থর হয়েছে। কিন্তু ইংল্যাণ্ড-বোলিংকে বিচলিত করতে না পারার ব্যর্থতার জন্য দায়ী আজকের ব্যাটধারীরা।

আজ খেলা শুরুর দশ মিনিটের মধ্যেই ভারতীয় ক্রিকেটের চিরকালীন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে চেতন চৌহান নিজের পতন ডেকে আনলেন আরনল্ডের দশম বলটিকে অযথা বিরক্ত করতে গিয়ে। আরনল্ডের আজকের প্রথম ওভারটিতে ছয়টি আউট-স্যুইংগারকে চেতন বুদ্ধিমানের মত ছেড়ে দেন। পরের ওভারের আগে লুইস দু-চারটি কূট পরামর্শ আরনল্ডকে দিয়ে যান, যার ফলে দুটি আউট-স্যুইংগারের পর একটি ইন-স্যুইংগার ও তার পরেই আবার আউট-স্যুইংগার, যেটিকে ব্যাটের ছোঁয়া দিয়ে তিনি নটের হাতে পাঠিয়ে দেন।

বিষণ্ণ চলৎশক্তিহীন চেতনকে অতিক্রম করে অজিত ওয়াড়েকর মাঠে ঢোকেন এবং আরনল্ডের প্রথম বলটি, যা একদম সোজা ছিল, স্কোয়ার লেগে ঠেলে দিতে গিয়ে ফসকান। এল বি ডবলিউর যুক্তিযুক্ত আবেদনটি মামস্ নাকচ করে দেন।

আরনল্ড ৪০ মিনিট বল করার পর তাঁর কাছ থেকে প্রথম রাণ বার করেন গাভাসকার, এক্সট্রা কভারে দুটি ও গালির পাশ দিয়ে একটি রাণ। তখন আরনল্ডের হিসাব দাঁড়ায় ৬—৫—৩—১।

অজিত সাবধানে বলের গুণ বিচার করে খেলতে শুরু করেন। ৩৫ মিনিটে রাণ তোলেন দুটি। অন্যপ্রান্তে গাভাসকার কিঞ্চিৎ ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। আরনল্ডের (৭—৫ ৬—১) বদলে গিফোর্ড এসে নো-বল দেওয়া মাত্র গাভাসকার লং অফ বাউণ্ডারিতে বল পাঠান। আজ এক ঘণ্টায় ১৯ রাণ ওঠে ১৪ ওভার থেকে। এই সময় তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকরুণানিধি ১৫ মিনিটের জন্য খেলা দেখতে আসেন ও তার মধ্যেই গাভাসকার গিফোর্ডের দ্বিতীয় ওভারের শেষ বলে ব্যাটের উপর ঝুঁকে থাকা গ্রীগের হাতে ক্যাচ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর

সঙ্গেই মাঠ থেকে বেরিয়ে যান। এই সিরিজে পাঁচটি ইনিংস খেলে আজকের ২০ রাণই তাঁর সর্বোচ্চ।

ডুরানী খেলতে আসেন, চৌহান তাঁর রাণার। পোককে স্যুইপ করে অজিত ভারতের ইনিংস ৫০-এ পৌঁছে দেন ১১৭ মিনিট ও ২৬ ওভার খেলায়। লাঞ্চের সময় ভারত ২—৫২। ব্যাট করছেন অজিত ১৮ ও ডুরানী ৯।

লাঞ্চের পর আরনল্ড, পোকক ও গ্রীগের বলে তিনটি বাউণ্ডারি মেরে অজিত পোককে স্যুইপ করতে গিয়ে ফসকান, বল ধরে নট আবেদন জানান। আম্পায়ার মামসা নাকচ করায় নট বিরক্তি সহকারে বলটি ছুঁড়ে দেন বোলারকে। নটের এই আচরণের প্রতি মামসা দৃষ্টি আকষণ করান টনি লুইসের। তৃতীয় উইকেটে ৫০ রাণ ওঠে ৮৪ মিনিটে। এর পরই পোককে কাট করতে গিয়ে স্লিপে ফ্লেচারকে অতি সহজ ক্যাচ দিয়ে ১৫ রাণ করা ডুরানী অব্যাহতি পান। ডুরানীর ব্যাট তোলা দেখে ফ্লেচার আগেই মুখ ঘুরিয়ে ফেলেছিলেন। নির্ভুল ও নির্ভীক ডুরানীর ব্যাটিং এই একটি কারণে আজ নিখুঁত হল না। পোককে দশম ওভারে চতুর্থ বলে অজিত ড্রাইভ করতে গিয়ে জনশূন্য কভারে বল তুলে দেন। লুইস একজনকে সেখানে তখুনি মোতায়েন করেন। অজিত ব্যাপারটিকে মর্যাদা-হানিকর মনে করে পরের বলটি প্রচণ্ড কাট করেন। পয়েণ্টে ব্যারি উড দুই হাত উপরে তুলে দিয়ে একটি বল ধরলেন এবং আম্পায়ার আঙুল তোলায় আমরা জানতে পারলাম অজিত সেই বলটিকেই কাট করেছেন। অজিত ১৪১ মিনিট ক্রীজে থেকে পাঁচটি ৪ মেরে চলে গেলেন। তৃতীয় উইকেটে ১০১ মিনিটে উঠল ৬১ রাণ। তুমুল অভিনন্দনের মধ্যে মনসুর আলী মাঠে নামলেন। তৃতীয় ঘণ্টায় ৪৬ রাণ উঠেছিল।

ক্রিশ ওল্ড মনসুরকে বল করতে এসে একটি বাম্পার দিয়ে পরীক্ষা করলেন। পরের মুহূর্তে স্কোয়ার লেগ বাউণ্ডারির এক দর্শক

বলটি মাঠে ছুঁড়ে দেয়। পরের ওভারে মনসুর লং অফ বাউণ্ডারির এক দর্শককে ফিল্ডিং অনুশীলনের সুযোগ করে দেন ওল্ডের বলে।

২৭ রাণের মাথায় ডুরানী প্রচণ্ড স্যুইপ হাঁকান পোককে এবং গিফোর্ড স্কোয়ার লেগ বাউণ্ডারির উপর ক্যাচটি হাতের মধ্য থেকে গলান। পোককের পরের ওভারে মনসুর থার্ড-ম্যান এলাকা থেকে ১, স্যুইপ করে ৪ ও লং অন থেকে ৬ রাণ এনে ২৭-এ পৌঁছে যান ৫০ মিনিটে। চা-পানের আগের ওভারে পোককের আজকের মন্দভাগ্য ও ৩০ রাণের মধ্যে ডুরানীর তৃতীয় সৌভাগ্য আবার দেখা গেল, যখন সর্ট এক্সট্রা কভারে ডেনেস মোটামুটি এক সহজ ক্যাচ ফেললেন।

ডুরানী-মনসুর জুটিতে ৫০ রাণ ওঠে ৬৭ মিনিটে, যখন মনসুর গিফোর্ডের পর-পর দুটি বল বাউণ্ডারিতে পাঠালেন চা খেয়ে এসেই। মনসুরের ৩৬ রাণের মধ্যে ছয়টি ৪ ও একটি ৬। গিফোর্ড পরের ওভারে তাঁকে বেঁধে রাখলেও তার পরের ওভারে অনবদ্য কাট করে বাঁধন ছিঁড়ে ৪০-এ পৌঁছলেন।

ডুরানী ৩১ রাণে আটকে ছিলেন ৪০ মিনিট। ৩০ টাকার সিজন টিকিট গ্যালারি অধৈর্য হয়ে তাঁকে আওয়াজ দিতে শুরু করায়, ব্যাট তুলে ডুরানী তাঁদের আহ্বান জানান ক্রীজে আসতে। এর পরের ওভারেই ডুরানী লং অনে গিফোর্ডকে ছয় মেরে দর্শকদের উদ্দেশ্যে ব্যাট তুলে জানিয়ে দেন "আমি আছি" এবং পরের বলেই দেখা গেল ডুরানী নেই। আবার দর্শকদের জব্দ করার জন্য ছয় মারতে গিয়ে গিফোর্ডের হাতেই তিনি তাঁর ২০৩ মিনিটের ইনিংসটি তুলে দেন। সৌভাগ্য চতুর্থবার তাঁকে বিমুখ করে। ডুরানী-মনসুর ১০০ মিনিটে ৬০ রাণ যুক্ত করেন।

১৫৫ রাণ চার উইকেটে এবং নতুন বল নিতে ৫ ওভার বাকি, তখন বিশ্বনাথ খেলতে নামলেন।

পোককের ৮৭ ওভারের প্রথম বলে লং অনে বিরাট ছয় মেরে

মনসুর তাঁর অর্ধশত রাণে পৌঁছন ১৮০ মিনিটে। দুটি ৬ ও সাতটি ৪ জ্বলজ্বল করছে চীপক মাঠ জুড়ে বিচিত্র নকশায় আঁকা এই ইনিংসে। টেস্ট ক্রিকেটে মনসুরের গৌরবজনক এই প্রত্যাবর্তনে দর্শকরা উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে।

তাদের উচ্ছ্বাসকে আগামীকালের জন্য জিইয়ে রাখতেই এর পর মনসুর যথেষ্ট সতর্ক হয়ে ব্যাট চালান। দুজনে অসমাপ্ত পঞ্চম উইকেটে ৫৩ মিনিটে ২০ রাণ যোগ করার পর দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ হয়।

তৃতীয় টেস্ট ভারতের কর্তৃত্বে এসেছে

মাদ্রাজ, ১৪ জানুয়ারি—তৃতীয় টেস্টকে ভারত মুঠোয় ধরেছে। তৃতীয় দিনের শেষে খেলা এমন জায়গায় পৌঁছেছে, যেখান থেকে ভরসা করে বলা যায় ভারতের জয়ের সম্ভাবনা আছে। ৭৪ রানে এগিয়ে প্রথম ইনিংস শেষ করে ৩০ রানের মধ্যে ইংল্যাণ্ডের তিনটি উইকেট ফেলে দেওয়ায়, এই ম্যাচ ঝুঁকেছে ভারতের দিকে।

সিরিজে প্রথম ভারতের ব্যাটিং কিছুটা কোমর শক্ত করে দাঁড়িয়ে ৩০০ রানের ইনিংস তৈরি করতে পারল। সন্দেহ নেই এই শক্তি এনে দিয়েছে পতৌদির মনসুর আলীর ব্যাট। আর প্রসন্নর ৩৭ রাণই হয়ত খেলার ভাগ্য নিবারণের অন্যতম কারণ হবে। তিনি ক্রীজে আসার পর ভারতের ইনিংস ফুলে ওঠে আরো ৬৯ রানে।

টেস্টে চন্দ্রশেখর তাঁর শততম উইকেট আজ পেয়েছেন। পোকক এবং গিফোর্ড আজ যতটা বল পীচ থেকে ঘুরিয়েছেন—বেদী, চন্দ্র, প্রসন্ন, ডুরানী তার বেশি পারেননি। তবে হঠাৎ কখনও বল চকিতে ঘুরছে। স্পিনাররা প্রধানত রা হট, লেংথ ও ব্যাটধারীদের অসহিষ্ণুতার উপর ভরসা করে বল করেছেন এবং উইকেট পেয়েছেন। উইকেট ভাঙবে, এমন কোন লক্ষণ এখনও দেখা যায়নি।

লুইস কাল নতুন বল নেননি। আজ আরনল্ডকে দিয়ে বোলিং শুরু করিয়ে প্রথম বলটি হবার পরই নতুন বল নেন। মনসুর ওভারটিকে মেডেন হতে দেন। পরের ওভারে বিশ্বনাথ স্কোয়ার লেগে ওল্ডকে ঠেলে দুটি রাণ নিয়ে আজ স্কোর বোর্ডে প্রথম গতি সঞ্চার করেন।

আরনল্ডকে দুটি মেডেন ওভার দিয়ে আজ মনসুর প্রথম রাণ করেন ওল্ডের বল কভারে পাঠিয়ে। নতুন বল হাতে আরনল্ডের সামনে বিশ্বনাথ যাতে না পড়েন সেইভাবে তিনি খেলতে থাকেন। তৃতীয়বার মনসুর আরনল্ডকে (১৫-১১-১২-১) মেডেন দেন। আজ প্রথম বাউণ্ডারিতে বল পাঠান বিশ্বনাথ ওল্ডের ওভার পীচ আউট-স্যুইংগার পয়েণ্টে ড্রাইভ করে এবং পরের ওভারে আর একটি স্কোয়ার লেগে বল পাঠিয়ে। ৪০ মিনিট খেলা হবার পর বিশ্বনাথ প্রথম আরনল্ডের সামনে আসেন মাত্র দুটি বল খেলার জন্য।

ভারতের ২০০ রাণ ওঠে ৩৮৮ মিনিটে, ৯৯.৫ ওভার খেলায়, যখন বিশ্বনাথ গ্রীগকে স্কোয়ার লেগ বাউণ্ডারিতে পাঠালেন কব্জির মোচড়ে। আরনল্ডের বদলে পোকক আসতেই মনসুর তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন সোজা একটা চারের ড্রাইভ করে, তারপর বিপজ্জনকভাবে মিড উইকেট দুই ফিল্ডারের মাঝে বল ফেলে দুটি রাণ নিয়ে। এতদ্বারা মনসুর-বিশ্বনাথ যৌথ চেষ্টায় ৫১ রাণ যোগ হল ১১০ মিনিটে।

৭৩ রাণ করে মনসুর ফিরে গেলেন। আজ ১৭৫ মিনিট ক্রীজে থেকে ২৭৩ মিনিটে দুটি ৬, দশটি ৪ মেরে মনসুর তৃতীয় ৬ মারতে গেছলেন পোকককে। লং অন বাউণ্ডারির উপর দাঁড়িয়ে লুইসের বদলী ফিল্ডার টলচাড ক্যাচটি ধরেন অবলীলায়। মনসুর চলে যাওয়ায় বিশ্বনাথ নিশ্চয়ই মুষড়ে পড়েছিলেন। পোককের পরের ওভারেই সর্ট স্কোয়ার লেগে ওল্ডের হাতে নিজেকে তিনি বিসর্জন দিলেন একটা ঘুরন্ত অফ স্পিন বলকে ঝুঁকে দম বন্ধ করতে গিয়ে। ১৩৩ মিনিট ক্রীজে থেকে তিনি ৩৭ রাণ করেন, তার মধ্যে আছে ৬টি ৪।

আজ এঞ্জিনিয়ার-সোলকার জয়েণ্ট স্টক কম্পানি রাণ তোলার কারবার খুলে পরস্পরকে টেক্কা দিয়ে নিজেদের মধ্যে রাণ সংগ্রহের পাল্লা দেন। ২০ মিনিটে ওঁরা ২৩ রাণ তোলেন এবং তার মধ্যেই ভারত ইংল্যাণ্ডের ২৪২ রাণ অতিক্রম করে মাত্র ৪৩১ মিনিটে। কিন্তু অচিরেই এঁদের বাজার মন্দা হয়ে আসে গিফোর্ড ও পোককের

দাপটে। সোলকারের কারবার গুটিয়ে যায়, যখন পোককের একটা সোজা বল স্পিন করে বেরিয়ে যাবে ভেবে তিনি সামনের পা বাড়িয়ে ব্যাটটা তুলে ধরে থাকেন, অর্থাৎ 'জাজমেন্ট' দেন। বল তাঁর প্যাডের গা ঘেঁষে এসে স্টাম্পে আঘাত করে। ৩৮ মিনিটে তাঁর আর মাত্র ১০ রাণ। সোলকারের পতনের সঙ্গেই লাঞ্চ হয়। ভারতের তখন সাত উইকেটে ২৬৭। তিন উইকেটের বিনিময়ে ভারত ৭২ রাণ পেল। আর উইকেট তিনটি দখল করতে পোকক আজ দিলেন ৩৪ রাণ, ৮৩ ওভারে।

লাঞ্চের পর এঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে প্রসন্ন খেলতে নামেন এবং খেলা তখন কিছুটা লঘু পর্যায়ে নেমে এলেও মিনিটে এক রাণ উঠতে থাকে। ৫০ মিনিটে ওঠে ৫০ রাণ। অধিকাংশ আসে এক রাণ থেকে।

ভারত ৮ উইকেটে ২৮৮ রাণ। ইনিংসের সমাপ্তি আসন্ন বুঝে প্রসন্ন ব্যাট চালাতে শুরু করলেন। এলোপাথাড়ি নয়, নিখুঁত সুইপ এবং কিছু ভাগ্যবান ড্রাইভ তাকে 'চার' এনে দেয়। বেদীও ক্রীজ আঁকড়ে থাকার কোন যুক্তি না পেয়ে ব্যাট চালাতে গিয়ে বোল্ড হন। ভারতের ৯ উইকেটে ৩০৩ রাণ উঠতে ৫১৩ মিনিট লাগে, ১২৯.১ ওভারে।

শেষ উইকেট জুটির খেলা যথারীতি কৌতুক ও উত্তেজনা এনে দেয়। কৌতুক—চন্দ্রশেখরের নিখুঁত সোজা ব্যাটে খেলায়, উত্তেজনা প্রসন্নর কাট ও সুইপে। বিশেষ ভারতের ইনিংস শেষ হয় আরনল্ডের একটি সোজা বল প্রসন্নর পায়ে লেগে। শেষ জুটি ১৭ মিনিটে ১৩ রাণ যোগ করে। ৮৬ মিনিট খেলে প্রসন্নর ৩৭ রাণ নিশ্চয়ই টেস্ট খেলায় তাঁর সর্বোচ্চ রাণ। ৯ ঘণ্টায় ভারত ৩১৬ রাণ তোলে।

ইংল্যাণ্ড দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করে ৭৪ রাণে পিছিয়ে থেকে। ভারতের বোলিং আক্রমণ শুরু করেন সোলকার এবং মনসুর আলী। যখন মনসুর বল করছেন, তখন দৌড়তে অক্ষম ডুরানী ছিলেন একমাত্র

স্লিপে। বাকিরা ছড়িয়ে ছিলেন এমনভাবে, যেন ২০০ রাণ করা কানহাই বা ডেকস্টার ব্যাট করছেন। কিন্তু চারটি ১ রাণ ছাড়া উড বা অ্যামিস আর কিছু সংগ্রহ করতে পারেননি। এরপরই অধিনায়ক যথারীতি বেদী ও চন্দ্রশেখর নামক বোলিং-যন্ত্র দুটিকে চালাবার জন্য বোতাম টিপলেন। ৩৭ মিনিট খেলার পর বলের কাজ শুরু হল।

বেদীর চতুর্থ ওভারের শেষ বলে ও চন্দ্রশেখরের চতুর্থ ওভারের প্রথম বলে, অর্থাৎ ১৪ রাণের মাথায় পর-পর দুটি বলে উড ও অ্যামিস ফিরে গেলেন। উড সর্ট স্কোয়ার লেগে পারকারকে (মনসুরের বদলী), অ্যামিস চন্দ্রশেখরের শততম টেস্ট শিকারী হবার জন্য এঞ্জিনিয়ারকে ক্যাচ দেন। লুঙ্গির কষি আঁটতে আঁটতে রেলিং ডিঙিয়ে মাঠের মধ্যে এসে এক ভক্ত চন্দ্রশেখরকে চুম্বন করে পুলিশের হাতে সগবে বন্দী হন।

হঠাৎ দুটি উইকেট পড়ে যাওয়ায় নট ও অ্যামিস সাবধানী হয়ে ওঠেন। চঞ্চলতা পরিহার করে কোন ঝুঁকি না নিয়ে নট তাঁর স্বভাব-বিরোধী খেলা খেলতে থাকেন। আধঘণ্টায় এঁরা দুজনে তোলেন ১৫ রাণ। এরপরই নটের পতন ঘটায় তাঁর প্রিয় স্ট্রোক স্যুইপ। বেদীর বলে উডেরই মত নটও যথাসময়ে ব্যাটে বল লাগাতে না পেরে মিড অনে সহজ ক্যাচ তুলে ফিরে আসেন। ইংল্যাণ্ডের তিনটি উইকেট পড়ে ৩০ রাণে এবং সাত উইকেট সহ তখন ৪৪ রাণে পিছিয়ে।

চতুর্থ দিন

ভারত জয় দেখতে পাচ্ছে

মাদ্রাজ, ১৬ জানুয়ারি—তৃতীয় টেস্টম্যাচ জয়ের জন্য ভারত এখন প্রস্তুত। প্রয়োজন ৫৭ রানের, সময় পুরো একদিন।

তৃতীয় দিনের শেষে ইংল্যাণ্ডের পিঠ বেঁকে গেছল ৩০ রানের মধ্যে তিনটি উইকেট পড়ে যেতেই। আজ সাড়ে চার ঘণ্টায় বেদী (৫—৩৮) ও প্রসন্ন (৪—১৮) সেই পিঠকে ভেঙে দিয়ে ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংস ১৫৯ রানে সমাপ্ত করে দেন। পরিশ্রমী ডেনেস ১৪ রানে রণাঙ্গনে প্রবেশ করেন, একা গোঁয়ারের মত প্রতিরোধ দিতে দিতে ১৫৯ রানে প্রস্থান করেন। এর মধ্যে তাঁর নিজের অবদান ৭৬।

খেলার শেষ প্রহর হঠাৎ দপ্ করে জ্বলে ওঠে নাটকীয় উত্তেজনায়, যখন ক্রিশ ওল্ড তাঁর প্রথম ওভারেই এঞ্জিনিয়ার এবং ওয়াড়েকরকে ফিরিয়ে দেন। কিন্তু ডুরানী ও চৌহান উন্মত্ত হবার জন্য আগামী দিনকে নির্দিষ্ট করে দেন টাপকের কাছে। তাঁরা এখন উইকেটে এবং ভারত ২—৩২। ডেকস্টারের ইংল্যাণ্ড দলের পরাজয় দেখার এগারো বছর পরে চাপক আবার জয় উপভোগ করবে।

চতুর্থ দিন সকালে শান্ত ও অবিচলভাবে ইংল্যাণ্ডের ফ্লেচার ও ডেনেস ব্যাটিং শুরু করেন। চন্দ্র ও বেদীকে তুটি মেডেন দেবার পর আজকের প্রথম ভয়াবহ ঘটনা ঘটে বেদীর সপ্তম বলে। ফ্লেচার ঝুঁকে ব্যাট পাততেই ব্যাটের কাণায় লাগা বল এঞ্জিনিয়ার সহজে মুঠোয় পেয়েও রাখতে পারেননি। তখন ফ্লেচার ১৫ রানে। এই ওভারে

ডেনেসও পরাস্ত হয়ে বোল্ড হওয়া থেকে বেঁচে যান। বেদীর বল শিশিরভেজা পীচে চকিতে ঘুরছে। কিন্তু তার পরের দুই ওভারে ডেনেস ও ফ্লেচার একটি করে ৪ আদায় করেন থার্ড-ম্যান ও একস্ট্রা কভার বাউণ্ডারি থেকে। প্রথম আধঘণ্টায় ২১ রাণ ওঠে। অবস্থার চাপে ইংল্যাণ্ডের কুঁকড়ে যাওয়ার লক্ষণ নয়।

চন্দ্র চার ওভার বল করার পর আসেন ডুরানী। ডেনেস তাঁর আটটি বল সাবধানে খেলার পর স্যুইপ করে আজ ইংল্যাণ্ডের চতুর্থ বাউণ্ডারি এনে দিতেই ৭৪ রাণের ঋণও শোধ হয়ে যায়। পরের ওভারেই ফ্লেচার বেদীর পঞ্চম বলটি গ্লান্স করতে গিয়ে বাঁকানো ব্যাটের কাণায় ঘুরন্ত বলটিকে লাগান এবং সিলি পয়েন্টে চৌহান চমৎকারভাবে বলটি ধরতেই ইংল্যাণ্ডের ৪—৭৭ হয়ে তিন রাণে এগিয়ে ছ'টি উইকেট সম্বলে থাকে।

আজ প্রথম ঘণ্টায় ইংল্যাণ্ড ৩৫ রাণ তোলে ১৮ ওভার খেলায়। জলপান করেই ডেনেস চন্দ্রের বলে পর-পর দুটি ৪ ও ১ রাণ নেন। তখন তিনি ছ'টি ৪ মেরে ৩১ রাণ সংগ্রহ করেছেন। পরের ওভারে ডুরানীর বলে ডেনেসের অফ ড্রাইভ উঁচু হয়ে যেতেই ডুরানী ঝাঁপ দিয়ে উড়ন্ত বলের কাছে পৌঁছতে ব্যর্থ হন, ডেনেস ১ রাণ পান। গ্রীগ সম্মুখীন হন ডুরানীর এবং প্রথম বলটি পিছিয়ে খেলে সোলকারকে সহজ ক্যাচ (যেহেতু সোলকার) দেন সর্ট স্কোয়ার লেগে। এই ক্যাচটি ধরে সিরিজে এ পর্যন্ত সোলকারের ১১টি ক্যাচ হল। ইংল্যাণ্ড ৫—৯৭, একশ' রাণের মধ্যে পাঁচটি উইকেট হারিয়ে এখন কোণঠাসা। বেদীর এখন ১৯-৯-১৯-৩।

দুই রাণে দাঁড়িয়ে লুইস চন্দ্রের বলে অকল্পনীয় সহজ ক্যাচ দিলেন একমাত্র স্লিপ ডুরানীকে। ইংল্যাণ্ড ৬—১০৬ হল না। মাটি থেকে বল কুড়েবার আগে ডুরানী কপালে করাঘাত করলেন। ৪৯ রাণে কুড়ি মিনিট অপেক্ষা করে ডেনেস তাঁর অর্ধশত রাণে পৌঁছন। লাঞ্চের ২৪ মিনিট পরই অবশ্য ত্রুটিটা শুধরে দেন চৌহান। বেদীর ২৯তম

ওভারের শেষ বলটি প্রচণ্ডভাবে ঘুরে লুইসের ব্যাট ছুঁয়ে সর্ট পয়েণ্টে চৌহানের হাতে গচ্ছিত হতেই ইংল্যাণ্ড ৬—১২৬ অবশেষে।

প্রচণ্ড রোদে আর ঘামে মাঠের খেলোয়াড়রা নিশ্চয়ই ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন হন, যেজন্য লাঞ্চের পর খেলা ঝিমিয়ে পড়ে। এক ঘণ্টায় ওঠে মাত্র ২২ রাণ, ১৬ ওভারে। ইংল্যাণ্ড এখন খেলা বাঁচাবার খেলায় ব্যস্ত। ডেনেস নিশ্চয়ই বলটিকে চালকুমড়োর আকারে দেখছেন। কিন্তু দেড় ঘণ্টায় ১৫ রাণের বেশি সংগ্রহ করতে চেষ্টা করেননি। সপ্তম উইকেট জুটি গভীর অধ্যবসায়ে সময় ক্ষয় করে ওয়াড়েকরের কপালে কুঞ্চন রেখা তুলতে থাকেন। অবশেষে মিড অফে বেদী ওল্ডের ৮৩ মিনিটব্যাপী প্রাচীনর ধ্বংস করলেন প্রসন্নর বল থেকে ওঠা ক্যাচ ধরে। পরের বলই ওয়াড়েকরের কপালের রেখাগুলি সমান করে দিল, যখন তিনি আরনল্ডের সহজ ক্যাচটি মিড অনে ধরে নিয়ে ইংল্যাণ্ডকে ৮—১৩১ রাণে হাজির করলেন। প্রসন্নর দুটি বল অসহ্যপ্রায় ৯০ বা ১০০ ডিগ্রি গরমকে ঝপ্ করে ২০ ডিগ্রি কমিয়ে দিল। হ্যাটিক অবশ্য হয়নি। গিফোর্ড পরের বলটি স্কোয়ার লেগে ঠেলে দেন। চা-পানে ডেনেস ৭৩ রাণে অপরাজিত। দর্শকদের চোখে চিত্তবিনোদনকারী পন্থার দ্বারা রাণগুলি (৩১২ মিনিটে) গৃহীত নয়, কিন্তু ইংল্যাণ্ডের পক্ষে ইনিংসকে দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য বিশেষ প্রয়োজনের। আজ সকাল থেকে চা-পান পর্যন্ত চার ঘণ্টায় পাঁচটি উইকেট পড়ে ১০১ রাণ তুলে। কিন্তু তৃতীয় টেস্টে ইংল্যাণ্ডের পতন এখন দেখা যেতে শুরু করেছে।

চা-পানের কুড়ি মিনিট পর ডেনেস নামক ৭৬ রাণের শাখা-প্রশাখা ছড়ানো ৩৩৫ মিনিটের ইনিংসটি প্রসন্নর দশম ওভারের প্রথম ঘূর্ণী-বলে উৎপাটিত হল সর্ট স্কোয়ারে লেগে দুটি ভয়ংকর হাতের মধ্যে। সিরিজে সোলকারের এটি দ্বাদশ ক্যাচ। সম্ভবত ভারতীয় রেকর্ড। প্রসন্নর শেষ বলটি গহ্বরের কিনারে দাড়ানো ইংল্যাণ্ডকে ঠেলে দিল পতনে। পোকক যথারীতি একাদশ ব্যক্তির মত ব্যাট চালনা করতেই

সর্ট মিড অনে ভারত-অধিনায়ক ক্যাচটি শূন্য থেকে পেড়ে নিলেন। প্রসন্নর বোলিং-হিসাব দাঁড়ায় ১০-৫-১৬-৪।

ভারত ৮৬ রাণ করলে জিতবে। এজন্য ৫৩ মিনিট এবং আরও একদিন সময় তাদের হাতে। এঞ্জিনিয়ার প্রথম থেকেই যেভাবে ব্যাট চালনা শুরু করেন তাতে মনে হয় আজই তিনি খেলার মীমাংসা করে নিতে চান। চৌহান 'চশমা' পরার দায় থেকে রেহাই পান প্রথম ওভারেই কোনক্রমে একটি রাণ নিয়ে।

দ্বিতীয় ওভারে ওল্ডকে ফাইন-লেগে চার মেরে একটি ফুলটস বল এঞ্জিনিয়ারের ব্যস্ততার অবসান ঘটাল। ৯ বল খেলা হতেই ভারত ১—১১। এই ওভারেই ওয়াড়েকর ফিরে গেলেন তৃতীয় স্লিপে গ্রীগের হাতে ধরা পড়ে। ফিল্ডাররা আবেদন করায় আম্পায়ার মামসা দ্বিধাগ্রস্থ হন। নট বিরক্তি জানাতে গ্লাভস্ ছুঁড়ে দেন আকাশে। স্কোয়ার লেগ আম্পায়ার নগেন্দ্রর সঙ্গে পরামর্শ করে ওয়াড়েকরকে আউট দেন। ১২ বল খেলে ভারত ২—১১। শেষ পর্যন্ত ওই ২ উইকেটেই ৩১ রাণ ওঠে।

পঞ্চম দিন

পর-পর দুটি টেস্টে আমাদের জয়

মাদ্রাজ, ১৭ জানুয়ারি—আমরা এখন ২-১ ম্যাচে টেস্ট সিরিজে এগিয়ে রইলাম। আজ পঞ্চম দিনে ভারত ৯০ মিনিটের মধ্যে চারটি উইকেট নষ্ট করে বাকি ৫৪ রাণ সংগ্রহ করেছে। ছয় উইকেটে ৮৬ রাণ তোলার মধ্যেই ভারতের ব্যাটিং-গলদ দুগদগে হয়ে বেরিয়ে পড়ে বোলারদের যত্নে ও পরিশ্রমে আহরিত এই জয় ভেদ করে। মনসুর আলী ছাড়া একজনও দেখাতে পারলেন না তাঁরা পেস বা স্যুইং বল খেলতে জানেন।

শেষ রাণ না হওয়া পর্যন্ত ইংল্যাণ্ড লড়েছে, কিন্তু ৮৬টি রাণ তুলতে ভারতীয় ব্যাটধারীদের মানসিক কম্পন যদি কোন সিসমোগ্রাফে একত্র করে ধরা যেত তাহলে ভূ-বিজ্ঞানীরা অবাক হয়ে ভাবতেন ভারত ভূখণ্ডের ইমারতগুলি এখনো কিভাবে অটুট রয়েছে। লজ্জাকর ব্যাটিং। জয়ের জন্য ৮৬ না হয়ে লক্ষ্যটা যদি ১১৫ হত, তাহলে অবস্থা কি দাঁড়াত ভাবতে অস্বস্তি হচ্ছে। প্রসন্নর ৩৭টি রাণের দাম এখন বোঝা গেল।

মাদ্রাজ দর্শকদের উচ্ছ্বাস বাদ্যভাণ্ড ও পটকার দ্বারা তখনই প্রকাশিত হয়, যখন ভারতীয়রা রাণ করে। ভারতের আর কোথাও এমন ব্যাপার ঘটতে দেখিনি। ভারতীয় ব্যাটধারীদের মনঃসংযোগে সাহায্য করতেই সাধারণত সেই সময় মাঠে স্তব্ধতা নামিয়ে দেয় দর্শকরা।

তিনটি টেস্টে দেখা গেল ইংল্যাণ্ড-ব্যাটধারীরা বেদী, চন্দ্র, প্রসন্ন প্রভৃতির স্পিন খেলতে অক্ষম। কিন্তু ডেনেস বা ফ্লেচার ক্রমশ যে রপ্ত করে ফেলেছেন সেটা এই টেস্টে বোঝা গেল। কিন্তু বোঝা গেল না ভারতীয় ব্যাটধারীদের আউট হওয়ার বহর থেকে যে, তারা আরনল্ড বা ওল্ডকে কিছুটাও বশ করতে পেরেছেন। বল ঘোরে না এমন পীচে ভারতের স্পিনাররা জয় সংগ্রহ করে দিলেন। মাদ্রাজ টেস্টে তাঁদের সঙ্গে কৃতিত্বের একমাত্র অংশীদার হলেন মনসুর আলী, যাঁর ব্যাটিংয়ে কোনরকম ত্রুটি ছিল না। অন্যরা যেভাবে রাণগুলি করেছেন গড়ের মাঠের দ্বিতীয় ডিভিশন ব্যাটধারীদের পক্ষে তা অগৌরবের নয়। ভারতীয় টেস্ট-ব্যাটিংয়ের এমন দীন রূপ কখনো দেখা যায়নি। ৮৬ রাণ তুলতে এত আর্তনাদ করার কারণ ছিল না।

চীপক মাঠ ঘিরে অবিরাম পটকার শব্দের মধ্যে আজকের খেলা শুরু হয়। গতকাল ওল্ডের তৃতীয় ওভারে ডুরানী জীবন্ত ওয়াড়েকরের মত ক্যাচ দিয়েছিলেন গ্রীগকে, গ্রীগ ফেলে দেন। আজ ওল্ডের প্রথম তিন ওভারে স্টাম্পের বাইরের বলগুলি ডুরানীর ব্যাটকে প্রলুব্ধ করে বহুবার টেনে বার করেছিল এবং সরিয়ে নেওয়া ব্যাটকে অল্পের জন্য স্পর্শ না করে সেগুলি নটের হাতে যায়। পোকক ভালই বল ঘোরাচ্ছেন এবং চৌহান ও ডুরানীকে দুবার পরাস্ত করেছেন। ইংল্যাণ্ড বিনা লড়াইয়ে একটি রাণও দিতে রাজি নয়, এটা তারা ফিল্ডিংয়েও বুঝিয়ে দিচ্ছেন।

পোককের চতুর্থ ওভারের শেষ বল প্রথম মরণ কামড় দিল। চৌহানের ৮৩ মিনিটের ইনিংস শেষ হল অফ স্টাম্পের বাইরের বল খেলতে গিয়ে। নট সহজভাবেই ক্যাচটি ধরেন। জয়ের জন্য ভারতের দরকার তখন ২২ রাণ। গিফোর্ডের প্রথম বলটিকে মিড উইকেট বাউণ্ডারির উপর দিয়ে পাঠিয়ে ডুরানী দরকারটিকে ৩৬-এ নামিয়ে আনলেন এক মিনিটের মধ্যে।

গিফোর্ডের তৃতীয় ওভারের প্রথম বলটি মিড উইকেট বাউণ্ডারি

পেরিয়ে গ্যালারীর মধ্যে ফেললেন ডুরানী। ওখানে একটি ফেস্টুন দর্শকরা টাঙিয়েছে, তাতে লেখা : "এম সি সি! উইন অর লুজ বী স্পোরটিভ।" "ইন ডিফিট ডিফায়ানস্—চারচিল।" ছয় বছর আগে সোবার্সের ছয়ের পর চীপক এত বিরাট হুষ আর দেখেনি। জয়ের জন্য এখন দরকার ১২ রাণ। পোকক অসম্ভব ভাল বল ঘোরাচ্ছেন. মনসুর তাঁর পরের ওভারেই তিনটি বল প্যাড দিয়ে খেললেন। পোককে পরের ওভারে দর্শকরা তাঁকে সাহায্য করল অবিশ্রান্ত পটকা ফাটিয়ে ডুরানীর মনঃসংযোগ হরণ করে। ডুরানী এগিয়ে খেলতে গিয়ে পিছিয়ে গেলেন এবং লেগ-বিফোর হলেন। ৯৮ মিনিট ক্রীজে থেকে দুটি ৬ ও তিনটি ৯ মেরে যখন তিনি চলে গেলেন, ভারতের তখন দরকার ১৯ রাণ। আজ তিন উইকেটের বিনিময়ে এক ঘণ্টায় উঠেছে ৩৫ রাণ। পোককের হিসাব তখন ৭·৩—১—... —৩। স্বচ্ছন্দ জয়ের আনন্দে বিশ্বনাথ পোককে পঞ্চম ওভারের প্রথম বলেই ঝুঁকে ব্যাট পাতলেন এবং বোল্ড হয়ে গেলেন। পোককের দুই বলে দুটি উইকেট। মনসুর আলী পরের বলটি স্কোয়ার লেগে ঠেলে একটি রাণ নেন ও পোককের হ্যাটট্রিকের আশা নষ্ট করেন।

পথে কুচকাওয়াজ করে যাওয়ার বদলে ভারত কাতরাচ্ছে এখন। অর্ধেক ব্যাটধারীদের হারিয়ে ৬৭ রাণে খোঁড়াতে খোঁড়াতে পৌঁছেছে।

পোককের দ্বাদশ ওভারের শেষ বল পতন আনল সোলকারের। সর্ট পীচ বল এক জায়গায় দাঁড়িয়ে কাট করার মাশুল দিলেন তিনি সর্ট একস্ট্রা কভারে ডেনেসের হাতে। বুড়ো আঙুলের আঘাত নিয়ে গাভাসকার বাধ্য হলেন ব্যাট হাতে নামাতে। ভারত ৬—৭৮। জয়ের পথে চলেছে অপমানিতের মত মাথা নামিয়ে। পোককের ত্রয়োদশ ওভারে মনসুরের স্যুইপ ধরার চেষ্টা করলেন না গিফোর্ড। চার রাণ হল। উঠল ৮৩। পরের বল লেট কাট এবং ২ রাণ। এখন এক রাণ দরকার জয়ের জন্য। মাঠে একটি ছেলে ঢুকে মনসুরের মুখচুম্বন,

পুলিশের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে বন্দী এবং প্রহৃত হয়ে দর্শকদের হস্তক্ষেপে ছাড়া পাওয়ার মত ঘটনা ঘটতে থাকায় খেলা পাঁচ মিনিট বন্ধ থাকে।

কিন্তু জয়ের মার দেখার বা মারার ভাগ্য কারও হল না। গাভাসকার গিক্কোর্ডের পাঁচটি বল খেলে ষষ্ঠটি খেলতে গিয়ে খেললেন অপ্রয়োজনে। আম্পায়ার সেটি নো-বল ডেকেছেন। চীপকের মাঠের ফেন্সিং দুই-মানুষ উঁচু। সুতরাং ইডেনের দৃশ্য দেখা গেল না। পাকা গ্যালারীতে কিছু বহ্ন্যুৎসব আর পটকা ফাটিয়ে ধীরে ধীরে চীপক নীরব হয়ে এল।

সিরিজে ২—১ ম্যাচে এগিয়ে ভারত এবার কানপুরে ইংল্যাণ্ডকে মোকাবিলা করবে।

ভারত-ইংল্যাণ্ড সিরিজের পাঁচটি টেস্টের রাণ ও উইকেটের গড়

ভারত—রাণ

	দিল্লী	কলকাতা	মাদ্রাজ	কানপুর	বোম্বাই	মোট	গড়
এঞ্জিনিয়ার	১৩ : ৬৩	৭৩ : ১৭	৩১ : ১০	১৫ : ২	১২১ : ৬৬	৪১৫	৪১.৫০
বিশ্বনাথ	২৭ : ৩	৩ : ৩৪	৩৭ : ০	২২ : ৭৫*	১১৩ : ৪৮	৩৬৫	৪০.৫৫
ডুরানী	খেলেননি	৪ : ৫৩	৩৮ : ৩৮	খেলেননি	৭৩ : ৩৭	২৪৩	৪০.৫০
পতৌদি	খেলেননি	খেলেননি	৭৩ : ১৩*	৫৪ : ২	১ : ৫	১৪৭	৩৬.৭৫
ওয়াড়েকর	৩ : ২৪	৪৪ : ০	৪৪ : ০	৯০ : ৯	৮৭ : ১১*	৩১২	৩৪.৬৬
গাভাসকার	১২ : ৮	১৮ : ২	২০ : ০*	৬৯ : ২৪	৪ : ৬৭	২২৪	২৪.৮৮
আবিদ আলী	৫৮ : ০	৩ : ৩	খেলেননি	৬১ : ৩৬	১৫ : X	১৫৬	২২.২৮
সোলকার	২০ : ৭৫	১৯ : ৬	১০ : ৭	১০ : ২৬	৬ : ৬*	১৮৫	২০.৫০
পারকার	৬ : ৩৫	২৬ : ১৫	খেলেননি	খেলেননি	খেলেননি	৮০	২০.০০
বেঙ্কটরাঘবন	১৭ : ০	খেলেননি	খেলেননি	খেলেননি	১১* : X	২৮	১৪.০০
প্রসন্ন	খেলেননি	৬ : ০	৩৭ : X	০ : ২*	খেলেননি	৪৫	১১.২৫
সরদেশাই	১২ : ১০	খেলেননি	খেলেননি	খেলেননি	খেলেননি	২২	১১.০০
চৌহান	খেলেননি	খেলেননি	০ : ১১	২২ : ১	খেলেননি	৩৪	৯.০০
বেদী	৪* : ২	০ : ৯*	৫ : X	৪* : X	০ : X	২৪	৬.০০
চন্দ্রশেখর	০ : ১*	১* : ১	৩* : X	০ : X	৩ : X	৯	২.২৫

ইংল্যাণ্ড—রাণ

	দিল্লী	কলকাতা	মাদ্রাজ	কানপুর	বোম্বাই	মোট	গড়
গ্রীগ	৬৯* : ৪০*	২৯ : ৬৭	১৭ : ৫	৮ : X	১৪৮ : X	৩৮৩	৬৩·৮৩
ফ্লেচার	২ : ০	১৬ : ৫	৯৭* : ২১	৫৮ : X	১১৩ : X	৩১২	৪৪·৫৭
বারকেনশ	খেলেননি	খেলেননি	খেলেননি	৩৪ : X	৬৬ : ১২	১১২	৩৭·৩৩
লুইস	০ : ৭০*	৪ : ৩	৪ : ১১	১২৫ : X	০ : ১৭*	২৩৪	৩৩·৪২
ডেনেস	১৬ : ৩৫	২১ : ৩২	১৭ : ৭৬	৩১ : X	২৯ : X	২৫৭	৩২·১২
ওল্ড	খেলেননি	৩৩* : ১৭*	৪ : ৯	৪ : X	২৮ : X	৯৫	২৩·৭৫
রুগ	খেলেননি	খেলেননি	খেলেননি	১১ : X	১০ : ২৬*	৪৭	২৩·৫০
গিফোর্ড	খেলেননি	খেলেননি	১৯ : ৩*	০ : X	খেলেননি	২২	২২·০০
নট	৪ : X	৩৫ : ২	১০ : ১৩	৪ : X	৭৬ : ৮	১৬৮	২১·০০
আরনল্ড	১২ : X	খেলেননি	১৭ : ০	৪৫ : X	২৭ : X	১০১	২০·২০
উড	১৯ : ৪৫	১১ : ১	২০ : ৫	খেলেননি	খেলেননি	১০১	১৬·৮৩
অ্যামিস	৪৬ : ৯	১১ : ১	১৫ : ৮	খেলেননি	খেলেননি	৯০	১৫·০০
কট্টাম	৩ : X	৩ : ১৩	খেলেননি	খেলেননি	খেলেননি	১৯	৬·৩৩
আণ্ডারউড	৬ : X	০ : ৪	খেলেননি	০ : X	৭ : X	১৭	৪·৭৫
পোকক	০ : X	৩ : ৫	২ : ০	খেলেননি	০* : X	১০	২·৩০

* অর্থাৎ নট আউট

ভারত—উইকেট

	দিল্লী	কলকাতা	মাদ্রাজ	কানপুর	বোম্বাই	উইকেট	গড়
চন্দ্রশেখর	৮-৮০ : ১-৭০	৫-৬৫ : ৪-৪২	৬-৯০ : ১-৬৯	৪-৮৬ : X-X	৫-১৩৫ : ১-২৬	৩৫	১৮.৯১
প্রসন্ন	খেলেননি	৩-৩৩ : ০-১৯	২-৪৭ : ৪-১৬	১-৮৭ : X-X	খেলেননি	১০	২০.২০
বেদী	২-৫৯ : ৩-৫০	২-৫৯ : ৫-৬৮	২-৬৬ : ৪-৩৮	৩-১৩৪ : X-X	৩-১৩৮ : ১-২৫	২৫	২৫.৪৪
আবিদ আলী	০-১৩ : ০-৬	০-৪ : ১-১২	খেলেননি	১-৫৫ : X-X	১-৬০ : X-X	৩	৫০.০০
ডুরানী	খেলেননি	X-X : ০-১৭	X-X : ১-২৪	খেলেননি	X-X : X-X	১	৩৮.০০
বেঙ্কটরাঘবন	০-১৭ : ০-৪৭	খেলেননি	খেলেননি	খেলেননি	১-৮৬ : ০-৮	১	১৫৮.০০

ইংল্যাণ্ড—উইকেট

	দিল্লী	কলকাতা	মাদ্রাজ	কানপুর	বোম্বাই	উইকেট	গড়
আরনল্ড	৬-৪৫ : ৩-৪৬	খেলেননি	৩-৪৩ : ২-১৯	১-৭২ : ১-১৫	৩-৬৪ : ০-১৩	১৯	১৭.০৫
গ্রীগ	২-৩০ : ০-১৬	১-১৩ : ৫-২৪	০-৩৫ : X-X	১-৪০ : ১-৬	০-৬২ : ১-১৯	১১	২২.৪৫
ওল্ড	খেলেননি	২-২৭ : ৪-৪৩	০-৫১ : ২-১৯	৪-৬৯ : ০-২৮	৩-৭৮ : ০-১১	১৫	২৪.৭৪
কট্রাম	২-৬৬ : ০-১৮	৩-৪৫ : ০-১৮	খেলেননি	খেলেননি	খেলেননি	৫	২৯.৪০
পোকক	০-১৩ : ৩-৭২	০-২৬ : ০-১০	৪-১১৪ : ৪-২৮	খেলেননি	১-৬৩ : ২-৭৫	১৪	২৯.২৮
আণ্ডারউড	০-১৬ : ৪-৫৬	২-৪৩ : ১-৩৬	খেলেননি	৩-৯০ : ২-৪৬	১-১০০ : ২-৭০	১৫	৩০.৪৬
গিফোর্ড	খেলেননি	খেলেননি	৩-৬৪ : ০-২২	০-১৭ : X-X	খেলেননি	৩	৩৪.৩৩
বারকেনশ	খেলেননি	খেলেননি	খেলেননি	১-৪২ : ২-৬৬	২-৬৭ : ০-৫২	৫	৪৫.৪০

যে সাতজন অধিনায়ক জয়লাভ করেছেন

	জয়	পরাজয়	ড্র	মোট টেস্ট
বিজয় হাজারে	১	৫	৮	১৪
লালা অমরনাথ	২	৬	৭	১৫
পলি উমরিগড়	২	২	৪	৮
জি এস রামচাঁদ	১	২	২	৫
নরী কন্ট্রাক্টর	২	২	৮	১২
মনসুর আলী পতৌদি	৯	১৭	১২	৩৬
অজিত ওয়াড়েকর	[illegible]	[illegible]	৮	১৬

পরিশিষ্ট

রণজি : ক্রিকেটের কিংবদন্তী

আজ থেকে একশো বছর আগে ১৮৭২ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর জামনগরের কাছে সাবোদর গ্রামে যে শিশু ভূমিষ্ঠ হয়েছিল, তখন কি ভারত জানত—একদিন সে দেশমাতৃকার মুখোজ্জ্বল করবে? দেশে দেশে বন্দিত হবে তারই এক সন্তান? কে এস রণজিৎ সিংজীকে সারা বিশ্ব শ্রদ্ধাবনতচিত্তে স্মরণ করবে? বলবে অনাগত দিনের ক্রিকেট-অনুরাগীরা : রণজি, লহ প্রণাম!

বয়স তখন আট সৌরাষ্ট্রের রাজ-পরিবারের ছেলেদের লেখাপড়ার জন্য নির্দিষ্ট রাজকুমার কলেজে (পাবলিক স্কুল) ভর্তি করা হল তাকে। বালক রণজিতের ক্রিকেটে হাতে-খড়িও হল ওই স্কুলে। রাজকুমার কলেজের অধ্যক্ষ তখন কেম্ব্রিজের এক সাহেব—চেস্টার ম্যাকনাগটেন। তিনি এই খেলা-পাগল ছাত্রটিকে ব্যাটিংয়ে তালিম দিলেন।

১৮৮৮ সালে উচ্চশিক্ষার জন্য তাকে পাঠানো হল ইংল্যাণ্ডে। সেণ্ট ফেস স্কুলের হেডমাস্টারমশাই খাঁটি সোনা চিনে ফেললেন একসপ্তাহেই। বলাবলি করলেন : এমন ছেলে হয় না। এ যে জাত খেলোয়াড়। এই ভারতীয় ছাত্রটি অনেক—অনেক বড় হবে।

ওই গ্রীষ্মে পার্সি ম্যাকডোনেলের নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট দল ইংল্যাণ্ড সফরে এলে রণজি গভীর মনোযোগে প্রতিটি খেলা দেখল। পর্যবেক্ষণ করল ওদের সূক্ষ্ম কাজগুলো। শপথ নিল, আমি ওইগুলি রপ্ত করব। কেম্ব্রিজে ভর্তি হয়ে 'ব্লু' হতেই হবে।

পরের বছর ১৮৮৯ সালে সে ভর্তি হল কেম্ব্রিজে প্রাইভেট ছাত্র হিসাবে। হ্যাঁ, ইংল্যাণ্ডে শুরুর দিকে সে সাধারণত ক্যাসান্ড্রা ক্লাব ও ফিজ্‌ উইলিয়ম হলে ক্রিকেট খেলত। ১৮৯২ সালে প্রথম সুযোগ পেল ট্রিনিটি কলেজ দলে খেলার। কলেজ দলে ধৈর্যসহকারে ক্রীজে দাঁড়িয়ে অনেক রাণ, চমৎকার ফিল্ডিং দিয়েও বিশ্ববিদ্যালয় একাদশে তার স্থান হয়নি। কেম্ব্রিজ-অধিনায়ক এফ এস জ্যাকসন পরে অবশ্য স্বীকার করেন : মস্ত ভুল হয়েছে ওঁকে না নিয়ে। তিনি

রণজি সম্পর্কে পরে লেখেন ঃ ১৮৯২ সালে একদিন ফেনার-এর পথে পার্কার্স পিসে দেখি ভীষণ ভীড়, এত ভীড় যে, সচরাচর চোখে পড়ে না। উইকেটে রণজি। একবার তাঁকে চমৎকার ও আন্-অর্থডক্স স্ট্রোকের সময় মনে হল স্টাম্পড হয়েছেন। কিন্তু না, দর্শকরা খুশি হলেন আম্পায়ারের সিদ্ধান্তে, সেই সিদ্ধান্ত রণজির অনুকূলেই ছিল। আমি সেদিন ওঁর সম্পর্কে অনেক উচ্চাশা নিয়ে ফিরলাম।

তখনকার দিনে কেম্ব্রিজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তাব্যক্তিরা ভাবতেই পারেননি যে, একজন ভারতীয় প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটার হতে পারেন।

তাঁকে রোখা গেল না। কেম্ব্রিজ কর্তৃপক্ষ ১৮৯৩ সালে 'ব্লু' করতে বাধ্য হলেন। সেটি ছিল কেম্ব্রিজে ওঁর শেষ বছর। সেই মরশুমে তাঁর রাণ, অস্ট্রেলীয়দের বিরুদ্ধে ৫৮ ও ৩৭ (নট-আউট), এম সি সি-র বিরুদ্ধে ৫৮ বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক। বিশ্ববিদ্যালয় ম্যাচে নামলেন অক্সফোর্ডের বিরুদ্ধে। প্রথম ইনিংসে ৯ ও দ্বিতীয় ইনিংসে 'ডাক্' হলেও চমৎকার ফিল্ডিং দেন, স্লিপে তিনজনকে ক্যাচ আউট করেন। ওই মরশুমেই অস্ট্রেলীয়দের বিরুদ্ধে খেলেন সাউথ অফ ইংল্যাণ্ড দলের হয়ে। ওভালে খেললেন জেন্টলমেন বনাম প্লেয়ারস ম্যাচে, প্রথম দলের পক্ষে। কিন্তু একটুও কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি।

অর্থাৎ ১৮৯৩ সালে তিনি আহা-মরি খেলোয়াড় ছিলেন না। কিন্তু আজ তাঁর জন্মশতবার্ষিকীতে প্রশ্ন জাগে ঃ সেদিনের দর্শকরা কি ভবিষ্যতের রণজিকে বুঝতে পেরেছিলেন ? তাঁরা কি জানতেন, এই ব্যাটসম্যান ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র হতে চলেছেন ?

১৮৯৪ সালের গ্রীষ্মকালের বেশ খানিকটা কেটে গেল বাইটনে। উদ্দেশ্য— সাসেক্স কাউন্টিতে প্রবেশ। সাসেক্স তখন তেমন শক্তিশালী ছিল না, তাই রণজির স্থান পাওয়া নিশ্চিত হয়ে গেল। তাছাড়া সাদার্ন কাউন্টি দলের তাঁর কয়েকজন বন্ধুও ছিলেন এখানে। ছিলেন প্রাক্তন অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটের ডব্লিউ এল মাবডচ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে খেলার সময়কার তাঁর বিপক্ষ দলের সি বি ফ্রাই।

ওই মরশুমে রণজি প্রথম শ্রেণীর ১৬টি ইনিংস খেললেন, এর মধ্যে আটটি এম সি সি-র পক্ষে। সর্বোচ্চ রাণ ৯৪, এবং তা নিজের বিশ্ববিদ্যালয় কেম্ব্রিজের বিরুদ্ধে। ওভালে নরথের বিরুদ্ধে সাউথ দলের হয়ে করলেন ৬২ ও ০ (নট-আউট) এবং স্কারবরোয় ৪২ ও ৫২ (নট-আউট)।

প্রথম শ্রেণীর ম্যাচে জীবনের প্রথম দুটি মরশুমে তেমন কোন বড় ইনিংস না খেললেও ওঁর শুভানুধ্যায়ীদের দৃঢ় ধারণা ছিল—রণজির কৃতিত্বের দিনগুলি সামনে। তিনিও ওঁদের হতাশ করেননি।

১৮৯৫ থেকে তাঁর বিজয়-অভিযান শুরু হল। সাসেক্সের পক্ষে লর্ডসে মরশুমের শুরুতে এম সি সি-র বিরুদ্ধে করলেন ৭৭ (নট-আউট) ও ১৫০। ৮টি উইকেট পেলেন (এর ২টি ক্যাচ)। এই মরশুমে চারটি সেঞ্চুরি করেন, ছয়টি স্কোর ছিল ৫০-এর উর্ধ্বে। কেন্টের বিরুদ্ধে ৫৮ ও ৫৯; ইয়র্কশায়ারের বিরুদ্ধে ৭৪; হ্যামশায়ারের বিরুদ্ধে ৮৩ ও ৪১। মিডলসেক্সের বিরুদ্ধে ১০০ ও ৭২।

ওর সাফল্য সঙ্গে সঙ্গে বন্দিত হল এম সি সি-র আমন্ত্রণের মাধ্যমে। লর্ডসে খেলা—জেন্টলমেন বনাম প্লেয়াবস। রণজি আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলেন। কারণ, ইতিপূর্বে কাউন্টি খেলায় তিনি সব সামর্থ্য নিঃশেষ করে ফেলেছিলেন। সেবার মরশুম শেষে দেখা গেল ইংল্যাণ্ডের ব্যাটিং-গড়ে তিনি চতুর্থ। মোট রাণ ১৭৭৫; গড় ৪৯.৩০। অর্থাৎ শীর্ষস্থানীয় ব্যাটসম্যানদের অন্যতম।

১৮৯৬ সালে অস্ট্রেলিয়া এল ইংল্যাণ্ড সফরে। অধিনায়ক ট্রট। দলে তৎকালের সেরা সেরা—গিফেন, ডার্লিং, ট্রাম্বল, ক্লেম হিল, এস ই গ্রেগরি এবং আর্নেস্ট জোন্স (এমন ফাস্ট বোলার এর আগে ইংল্যাণ্ড সফর করেনি)।

লর্ডসে প্রথম টেস্টে যোগ্যতাবলেই রণজির অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত মনে হল। কাউন্টি ক্লাবগুলি খেলোয়াড় নির্বাচন করবেন। লর্ড হ্যারিস তখন এম সি সি-র সভাপতি। তিনি বললেন: রণজি ইংল্যাণ্ড দলে নির্বাচিত হতে পারে না। সে ব্রিটিশ নয়। হ্যারিসের ওই মন্তব্যে অধিকাংশ দর্শক ক্ষোভে ফেটে পড়লেন। রণজির কৃতিত্বের কথা তো তাঁরা জানতেনই, তাছাড়া তাঁকে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছিল। দ্বিতীয় টেস্টে ওল্ড ট্রাফোর্ডে। ল্যাঙ্কাশায়ার নির্বাচকমণ্ডলী এম সি সি-র নজির উপেক্ষা করে সরাসরি রণজিকে দলভুক্ত করলেন। টেলিগ্রাম গেল রণজির কাছে। উত্তরে তিনি জানালেন: আমি সানন্দে খেলব, যদি অস্ট্রেলীয়দের সমর্থন থাকে। অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক ট্রট ঘোষণা করলেন: রণজি যদি খেলেন আমি খুব খুশি হব।

ক্রিকেট বোধহয় চিরকাল ল্যাঙ্কাশায়ার কর্তৃপক্ষ ও হ্যারি ট্রটের কাছে

ঋণী থাকবে। কারণ, ওঁরাই সর্বকালের অন্যতম বড় ক্রিকেট ম্যাচের সুযোগ করে দিয়েছিলেন। এই ম্যাচে, অর্থাৎ দ্বিতীয় টেস্টে অস্ট্রেলিয়া প্রথম ব্যাট করতে নেমে তুলল ৪১২। প্রত্যুত্তরে ইংল্যাণ্ডের মাত্র ২৩১ (এর ৬২ রণজির)। আবার ইংল্যাণ্ডকে ব্যাট করতে পাঠানো হল। দ্বিতীয় দিনের শেষে ইংল্যাণ্ড গ্রেস, স্টডার্ট, অ্যাবেল ও জ্যাকসনের মূল্যবান উইকেটগুলি খোয়াল। তখনও ইংল্যাণ্ড ৭১ রাণে পিছিয়ে; ভরসা শুধু ভারতের কে এস রণজিৎ সিংজী।

পরদিন সকালে রণজি যা করলেন, তা অনেকের মতে তাঁর জীবনের সবচেয়ে চমৎকার ইনিংস। যখন তাঁর কোন সতীর্থ ১৯-এর বেশি করতে পারছেন না, রণজি তখন মোট রাণ টেনে নিয়ে গেলেন ৩০৫-এ। ১৫৪ করে নট-আউট রইলেন। ১৯০ মিনিট উইকেটে অবস্থান করে ২৩টি বাউণ্ডারি হাঁকড়ালেন কোন সুযোগ না দিয়েই। ইংল্যাণ্ডের উইকেটরক্ষক ছিলেন সেদিন আর্থার লিলি। তাঁর মতেঃ এই ম্যাচটি স্মরণীয় ছিল রণজির ১৫৪ রাণের জন্যই। আমি জীবনে অমন চমৎকার ব্যাটিং দেখিনি। ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়া সিরিজে এটিই প্রথম সেঞ্চুরি। ইংল্যাণ্ডে এ পর্যন্ত পাঠানো অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে ফাস্ট বোলার ই জোন্সও রণজিকে ঘায়েল করতে পারেননি। জোন্স অত্যন্ত বিপজ্জনকভাবে বল করছিলেন। জোন্স যত উঁচু ও দ্রুতগতিতে বল দিয়েছেন, যুবরাজ ততই সহজভাবে তাঁকে খেলেছেন। ওঁকে দেখে মনে হয়েছে, পৃথিবীতে অত সহজ কাজ আর কিছুই নেই। তাঁর লেগ-সাইড স্ট্রোকগুলো যাঁরা দেখেছেন, কোনদিন তাঁরা আশ্চর্য মারগুলো বিস্মৃত হবেন না।

এই ম্যাচে রণজির বিরোধী দলের খেলোয়াড় (অস্ট্রেলিয়া) জর্জ গিফেন বলেনঃ যুবরাজের ১৫৪ নট-আউট আমার দেখা সুন্দরতম ইনিংস। তাঁর অভূতপূর্ব কাটিং ও হিটগুলি আমাকে ভীষণভাবে উদ্দীপিত করেছিল। এই ইনিংসের সমকক্ষ কোন ইনিংস দেখিনি। রণজি ইজ দ্য ব্যাটিং ওয়াণ্ডার অফ দ্য এজ্। আর একজন অস্ট্রেলীয় বলেন: তিনি ব্যাটসম্যানেরও উপরে, তিনি জাদুকর বৈ নন।

ওই টেস্টে রণজি দুই ইনিংসে ২১৬ রাণ (৬২+১৫৪) করলেও পরে নিরাশ হন, ইংল্যাণ্ড হেরে যাওয়ায়।

এই সিরিজের শেষ টেস্ট ছিল ওভালে। পেশাদারী ক্রিকেটারদের জন্য নয়,

ওভাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে রণজির ব্যাটিংয়ের জন্যই। ম্যাচের প্রাক্কালে সারে কর্তৃপক্ষ চিঠি পেলেন লোহম্যান, গান, অ্যাবেল, রিচার্ডসন ও হেওয়ার্ডের কাছ থেকে। তাঁদের দাবি : দশ পাউণ্ডের বদলে প্রত্যেককে ২০ পাউণ্ড করে দিতে হবে। বন্ধুদের অনুরোধে অ্যাবেল, রিচার্ডসন ও হেওয়ার্ড দাবি প্রত্যাহার করলেন। দল থেকে বাদ পড়লেন গান ও লোহম্যান। ইংল্যাণ্ড ৬৬ রাণে ওই টেস্টে বিজয়ী হয় এবং রাবারও পায়। এটি ছিল কম স্কোরের ম্যাচ। ৪০টি উইকেটের পতন ঘটে ৩৯২ রাণে। রণজি এই টেস্টে করেন ৮ ও ১১। তিনটির মধ্যে দুটি টেস্টে তাঁর মোট রাণ ২৩৫। কিন্তু সিরিজে দুই দলের মধ্যে গড়ে তিনি ছিলেন সর্বোচ্চ স্কোরার।

জেন্টলমেন বনাম প্লেয়ারসের খেলায় ওভালে প্রথম ইনিংসে করলেন ৪৭ (১১টি বাউণ্ডারি) মাত্র দশ মিনিট ক্রীজে থেকে ওই রান তোলেন। এল বি ডব্লিউ হয়েছিলেন ত্রয়োদশ বলে। দ্বিতীয় ইনিংসে তিনি ৫১ রাণ করায় দলও বিজয়ী হয়।

মরশুমের শেষভাগে ওঁর কৃতিত্বকে কেউ ছাপিয়ে যেতে পারেনি। যেমন, লেকারের একটি টেস্টে উনিশটি উইকেটপ্রাপ্তি আজও রেকর্ড। আর রণজি একটি ম্যাচের দুই ইনিংসে দুটি সেঞ্চুরি শুধু নয়, দুটি সেঞ্চুরিই করেন একই দিনে। প্রথম ইনিংসে ১০০ ও দ্বিতীয় ইনিংসে ১২৫ নট-আউট। হ্যাঁ, বিরোধীরা তেমন শক্তিহীন ছিল না। সাসেক্সের বিরুদ্ধে খেলছিল কাউন্টি চ্যাম্পিয়ন ইয়র্কশায়ার। সেবার সাসেক্স রণজির দৌলতেই নিশ্চিত হার থেকে রক্ষা পায়। এছাড়া ক্লাব ক্রিকেটে একবার রণজি একই দিনে তিনটি সেঞ্চুরি করেন। কেম্ব্রিজে পার্কার্স পিসে খেলছিলেন। নিজ দলের সেঞ্চুরি শেষে তিনি কাছে বেড়াতে গিয়ে হঠাৎ দেখলেন পাশের একটি খেলায় একটি দলে একজন খেলোয়াড় কম। নেমে পড়লেন অমনি, আর হাঁকড়ালেন সেঞ্চুরি। ফিরলেন নিজের ক্লাবের মূল খেলায়। আবার ব্যাট করার সময় হল, ব্যাট করতে নেমে আবার সেঞ্চুরি করলেন।

ওই মরশুমে ল্যাঙ্কাশায়ারের বিরুদ্ধে ১৬৫ করলেন। একই মরশুমে বড় তিনটি সেঞ্চুরিও কি রণজির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে না?

১৮৯৬ সালে রণজি মোট ২৭৮০ রাণ তুলে ডব্লিউ জি গ্রেসের (একই মরশুমে গড়া) পঁচিশ বছরের রেকর্ড ভাঙলেন। ইংল্যাণ্ডের ব্যাটিং-গড়ে উঠলেন শীর্ষে (৫৭.৯১)। 'উইজডেন' তাই তাঁকে ওই মরশুমের বিশ্বের সেরা পাঁচজনের মধ্যে

নির্বাচিত করলেন। 'উইজডেন' অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তাঁর সেঞ্চুরি সম্পর্কে লেখেন : ইট ইজ সেফ টু সে ছাট এ ফাইনার অর মোর ফিনিশ্‌ড্‌ ডিসপ্লে হ্যাজ নেভার বিন সিন অন্‌ এ গ্রেট অকেশান।'

রণজির বিজয়-বৈজয়ন্তী স্মরণে তাঁর শুভানুধ্যায়ীরা তাঁকে কেম্ব্রিজের গিল্ডহলয়ে ব্যাঙ্কোয়েট পার্টি দেন। ওই অনুষ্ঠানে একজন বক্তৃতায় বললেন : অস্ট্রেলিয়া এদেশে এগারোজন ক্রিকেটার পাঠালেও একজন 'ডেমন' বোলার পাঠিয়েছে। কিন্তু দেখলাম একজন ভারতীয় পাঠিয়েছে একজন 'ডেমন' ব্যাটস্‌ম্যানকে। ডেইলি টেলিগ্রাফ পত্রিকায় স্যার এডউইন আরনল্ড লিখলেন : রণজি হ্যাজ বার্স্ট আপন দ্য ক্রিকেটিং ওয়ার্ল্ড লাইক এ স্টার ফ্রম দ্য ইস্ট।... হি হ্যাজ অ্যাডপ্‌টেড ক্রিকেট অ্যাণ্ড টার্নড্‌ ইট্‌ ইন্‌টু অ্যান ওরিয়েন্টাল পোয়েম অফ অ্যাকশন।

হাঁপানির জন্য ১৮৯৭ সালে রণজি তেমন ভাল খেলতে পারেননি। এই মরশুমে তাঁর রাণ কমে হয় ১৯৪০ (৫৫'১১)। সাসেক্সে শীর্ষস্থান অধিকার করলেও ইংল্যাণ্ডে হলেন সপ্তম। কিন্তু লর্ডসে এম সি সি-র বিরুদ্ধে জীবনের প্রথম ডাবল সেঞ্চুরি (২৬০) করলেন। এবং তা মাত্র চার ঘণ্টায়।

শীতে আমন্ত্রণ এল ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া সফর করতে হবে। এ ই স্টডার্টের নেতৃত্বে দলের আর বিখ্যাতরা—এ সি ম্যাকল্যারেন, টি হেওয়াড, জি এইচ হার্স্ট, জে টি হিরনে ও টি রিচার্ডসন। সুস্থ না থাকলেও ওই সফরে রণজির ব্যক্তিগত বিজয় হল। সারা সফরে তিনি চমৎকার ব্যাট করেন।

এডিলেডে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১৮৯ রাণে সফরের শুভ-সূচনা করেন। গোড়ার দিকের ব্যাটধারীরা আর্নেস্ট জোন্সের পেস বোলিংয়ে যখন আউট হচ্ছেন, রণজি তারপর ওর মুখে পড়েও অটল রইলেন। ভিক্টোরিয়ার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্যাচে রণজির স্কোর ১০০ ও ৬৪। তারপর নিউ সাউথ ওয়েলসের বিরুদ্ধে করলেন ১০ ও ১১২ রাণ। কিন্তু অসুস্থ হয়ে পড়ায় প্রথম টেস্টে খেলতে পারলেন না। ইতিপূর্বে অস্ট্রেলিয়ার ফাস্ট বোলার জোন্স সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন : সে ছুঁড়ে বল করে। এবার রণজির না খেলার খবরে বেশ আলোড়ন দেখা দিল। বলা হল—রণজি আসলে জোন্সের মুখোমুখি হতে চান না, তিনি কাপুরুষ। কে এস রণজিৎ সিংজী তাই অসুস্থতা সত্ত্বেও এই প্রথম টেস্ট খেলার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন।

ম্যাচ শুরুর কথা ছিল শুক্রবারে। কিন্তু খারাপ আবহাওয়ার জন্য একদিন পিছিয়ে গেল। এদিকে ইংল্যাণ্ডের অধিনায়ক স্টডার্টের মা মারা যাওয়ায় তিনি খেলতে না নেমে ম্যাকল্যারেনকে অধিনায়কের দায়িত্ব দিলেন। এবং তিনি ব্যাটিং-অর্ডারে সপ্তম স্থান নিলেন। রণজি এই ম্যাচে প্রথম ইনিংসে ২১৫ মিনিট চমৎকার খেললেন। জোন্সের বল মেরে তুবড়ে দিতে লাগলেন। ১৭৫ রাণ করলেন (টেস্ট ক্রিকেটে ইংল্যাণ্ডের খেলোয়াড়ের সর্বোচ্চ রাণ)। ইংল্যাণ্ডে ও অস্ট্রেলিয়ায় প্রথম টেস্ট খেলতে নেমে হল সেঞ্চুরি। এই ম্যাচে দ্বিতীয় ইনিংসে তিনি ৮ (নট-আউট) রাণ করেন। ইংল্যাণ্ডও বিজয়ী হল ৯ উইকেটে।

যদিও এই সিরিজে ইংল্যাণ্ড শুভ-সূচনা করেছিল, কিন্তু অস্ট্রেলিয়া দল হিসাবে ছিল শ্রেষ্ঠ। তাদের বোলিং ও ফিল্ডিং তখন বিশ্বের সেরা। পরের চারটি টেস্টে অস্ট্রেলিয়া বিজয়ী হয়। পাঁচটি টেস্টে তাঁর রাণঃ ১৭৫ ও ৮ নট-আউট ; ৭১ ও ২৭ ; ৬ ও ৭৭ ; ২৪ ও ৫৫ এবং ২ ও ১২।

তৃতীয় টেস্টে এডিলেডে—জোন্সের হোম গ্রাউণ্ডে। রণজির মন্তব্য নিয়ে জোন্স-ভক্তরা রণজির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানান তাঁকে বাধা দিয়ে। বিক্ষোভ সত্ত্বেও এই সিরিজে কিন্তু রণজি ছিলেন সবার প্রিয়। ক্রিকেট-রসিকরা বলতে থাকেন—এসব রণজিৎ সিংজী ম্যাচ। খেলার মাঠে রণজিৎ সিংজী স্যাণ্ডউইচ বিক্রি হতে লাগল। তাঁকে নকল করে চুল রাখা শুরু হল। তাঁর নামে ব্যাটের নামকরণ হল।

এই সফরে নিউ সাউথ ওয়েলসের খেলায় ভিক্টর ট্রাম্পারকে দেখতে পান। তাঁর 'ট্রায়াল' হচ্ছিল। ট্রাম্পার করেন মাত্র ৫ ও ০। কিন্তু রণজি ওঁর সম্পর্কে ভীষণ আশার বাণী উচ্চারণ করেন। বললেনঃ একজন উদীয়মান শুরুতে এত সুন্দর খেলতে পারে, এমন চমৎকার স্টাইল হতে পারে যে, অভাবনীয়।

দেড় বছরের মধ্যে ট্রাম্পার অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ইংল্যাণ্ড সফরে গেলেন। লর্ডসে দ্বিতীয় টেস্টে তিনি ১৩৫ রাণে নট-আউট ছিলেন। আর সাসেক্সের বিরুদ্ধে ৩৬০ মিনিটে ৩০০ রাণ করে নট-আউট ছিলেন। দুটি ম্যাচেই রণজি নেমেছিলেন। ১৯০২ সালে রণজির জীবনের শেষ টেস্টে ট্রাম্পার ছিলেন প্রথম ব্যাটসম্যান—যিনি ক্রিকেট ইতিহাসে লাঞ্চের আগেই সেঞ্চুরি করেন।

অস্ট্রেলিয়া সফরে প্রথম শ্রেণীর ম্যাচগুলিতে তিনটি সেঞ্চুরিসহ মোট রাণ করেন ১১৫৭। সফরে সর্বোচ্চ গড় রাণ (৬০'৮৯) হয়। তবে টেস্ট-গড়ে ইংল্যাণ্ড দলে হলেন দ্বিতীয় (৫০'৭৭), প্রথম ছিলেন আর্চি ম্যাকল্যারেন (৫৪'২২)।

১৮৯৮-এর মার্চে ইংল্যাণ্ড দল স্বদেশে ফিরে এল। রণজি কলম্বোয় নেমে গেলেন। উদ্দেশ্য : কিছুদিন ভারতে অতিবাহিত করা।

পরের বছর—১৮৯৯ সালে ইংল্যাণ্ডে ফিরে গেলেন। বেশ কিছুদিন ব্যাট-বলে তেমন সম্পর্ক না থাকায় ফর্ম পড়ে গিয়েছিল। শুরুর দিকে তাই সফরকারী অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সাউথ অফ ইংল্যাণ্ডের পক্ষে ৫৩ রাণ ও কাউন্টি লীগে গ্লস্টারশায়ারের বিরুদ্ধে ২১ ছাড়া তেমন কিছু দর্শনীয় মার দেখাতে পারলেন না।

ক্রিকেট সমালোচকরা বললেন, এই অবস্থায় তাঁকে টেস্ট-দলে নির্বাচন যথার্থ হবে না। আনন্দের কথা, ইংল্যাণ্ডের টেস্ট নির্বাচকরা ওইসব সমালোচনায় কর্ণপাত করলেন না। ট্রেন্টব্রিজে ১লা জুন তাঁকে মাঠে দেখা গেল। অস্ট্রেলিয়া প্রথমে ব্যাটিং নিয়ে ২৫২ রাণ করল। ইংল্যাণ্ড শুভ-সূচনা করেও ১৯৩ রাণে সকলেই প্যাভিলিয়নে ফিরল। রণজি করেন ৪২। দ্বিতীয় ইনিংসে অস্ট্রেলিয়া ৮ উইকেটে ২৩০ তুলে ডিক্লেয়ার্ড করে। ইংল্যাণ্ডকে জিততে হলে তখন ২৯০ রাণ করতে হবে। ইংল্যাণ্ড হারাল গ্রেস, ফ্রাই, জ্যাকসন ও ডব্লিউ গান-এর মত চারটি মূল্যবান উইকেট, মাত্র ১৯ রাণে। রণজি ও হেওয়ার্ড সম্মিলিতভাবে ওই স্কোর এগিয়ে ৮২ করলেন। সারের ব্যাটসম্যান হেওয়ার্ড ২৮ রাণের মাথায় বোল্ড হলেন ট্রাম্বলের হাতে। অর্থাৎ এবার রণজি জুটিহীন। তবুও যথাসম্ভব তিনিই ব্যাট করতে লাগলেন ছোট রাণ নিয়ে নিয়ে। ম্যাচ বাঁচাতে অসম্ভবভাবে খেলা শুরু করলেন। দিন শেষ হল ইংল্যাণ্ডের ১৫৫ রাণে। রণজি ৯৩ করেও অপরাজেয় রইলেন। খেলা ড্র হল। পরদিন সংবাদ-পত্রের হেডিং হল : রণজি সেভস্ ইংল্যাণ্ড।

দ্বিতীয় টেস্টের দুটি ইনিংসেই রণজি ব্যর্থ হলেন (৮ ও ০)। তৃতীয় টেস্টে ১১ রাণে ফিরলেন প্যাভিলিয়নে। ওল্ড ট্রাফোর্ডে চতুর্থ টেস্টে ২১ ও ৪৯ নট-আউট এবং শেষ টেস্টে ৫৪ করলেন। রণজি আবার ইংল্যাণ্ডের টেস্ট-গড়ে (৪৬'৩৩) দ্বিতীয় হলেন। প্রথম হলেন হেওয়ার্ড (৬৮'৮৩)।

টেস্টে মোটামুটি রাণ হলেও ওই মরশুমে রণজির ভাল গড় ছিল। ভারত থেকে ফেরার পরে মে মাসে তেমন খেলতে না পারলেও জুনে চারটি সেঞ্চুরি-সহ ১০২৭ রাণ (গড় ৭৯·৭৬), জুলাইয়ে কমে দাঁড়াল একটি সেঞ্চুরিসহ ৬৯১ রাণ (গড় ৫৭·৮৮)। আগস্টে আবার বেড়ে গিয়ে ১০১১ রাণ (গড় ৭৭·৬৬) হল। এই মাসে ১৪টি ইনিংসে (দুটি নট-আউট) তিনটি সেঞ্চুরি করে। ৭টি স্কোর ছিল ৫০-এর উর্ধ্বে। সাসেক্স বনাম হ্যামশায়ারের খেলায় ৭২ নট-আউট করার পর দেখা গেল, রণজিই পৃথিবীর প্রথম ব্যাটসম্যান—যিনি একই মরশুমে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে তিন হাজার রাণ ছাড়িয়ে গিয়েছেন। ওই মরশুমে আটটি সেঞ্চুরিসহ মোট রাণ ৩১৫৯ (গড় ৬৩·১৮)। মরশুমের মাঝামাঝি সময়ে মারডোক অবসর নেওয়ায় সাসেক্স কাউন্টির অধিনায়কত্বের দায়িত্ব দেওয়া হয় ভারতের এই কৃতী সন্তানকে। মরশুম শেষে দেখা গেল নতুন অধিনায়ক দলকে চ্যাম্পিয়নশিপ তালিকায় দশম থেকে পঞ্চম স্থানে টেনে তুলেছেন।

গ্রীষ্ম শেষ হতেই (১৮৯৯) ফিলাডেলফিয়ার অ্যাসোসিয়েটেড ক্লাব থেকে আমন্ত্রণ এল—তিনি যেন ইংল্যাণ্ডের অ্যামেচার ক্রিকেটারদের নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা সফরে আসেন। রণজির নেতৃত্বে সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে ম্যাকল্যারেন, জেসপ, স্টডার্ট ও বোসাঙ্কোয়েট প্রমুখকে নিয়ে পৌছন নিউইয়র্কে। পাঁচটি ম্যাচের মধ্যে রণজির দল তিনটিতে জিতল, দুটি হল অমীমাংসিত। রণজি তিনটি ইনিংসে করেন ৮২, ৫৭ ও ৬৮। পাঁচ সপ্তাহ পরে ফিরলেন ইংল্যাণ্ডে। ওখানে তখন তার জন্য আর একটি জয়ের মরশুম হাতছানি দিচ্ছিল।

১৯০০ সাল শুরু করলেন তিনি এ জে ওয়েবের একাদশের পক্ষে (কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে) ১১৮। মে মাসে তেমন রাণ তুলতে পারলেন না। কিন্তু জুনে তার শোধ তুললেন। সাসেক্সের পক্ষে উপর্যুপরি সেঞ্চুরি হাঁকড়ালেন। এর মধ্যে দুটি ডাবল সেঞ্চুরি। জুন ৪-৬ গ্লস্টারশায়ারের বিরুদ্ধে ২২২। জুন ১১-১৩ কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে ২১৫ (নট-আউট)।

১৮ই জুন কেন্টের বিরুদ্ধে খেলার আগে জি জে ভি উইগাল বললেন: তুমি আমাদের বিরুদ্ধে কখনও ৬০ বা ৭০-এর বেশি করতে পারনি। এর উত্তরে তিনি ১৯২ (নট-আউট) করলেন। ডিক্লেয়ার করায় ডাবল সেঞ্চুরি হল না। কেন্টে পাল্টা ম্যাচে ২৮৮-র মধ্যে রণজি করলেন ২২০ রাণ। দ্বিতীয় শতরাণ করেন মাত্র ৭০ মিনিটে।

জুলাইয়ে রণজির ১২টি ইনিংসে ১০৫৯ রাণ হল। এবার গড় বিস্ময়কর—৯৬·২৭। এই মাসে চারটি সেঞ্চুরির দুটি ডাবল সেঞ্চুরি। লেস্টারশায়ারেব বিরুদ্ধে ২৭৫ ও মিডলসেক্সের বিরুদ্ধে ২০২ রাণ। এ পর্যন্ত তিনি যত খেলেছেন, তার মধ্যে মিডলসেক্সেব ডাবল সেঞ্চুরি ছিল সবচাইতে দর্শনীয়। বোলারেব অনুকূল উইকেটে তিন ঘণ্টায় ২০২ রাণ তুললেন।

১৯০০ সালে তিনি এক মরশুমে তিনহাজাব রাণ অতিক্রম (৩০৬৫) করেন। এগারোটি সেঞ্চুরির পাঁচটি ডাবল। ইংল্যাণ্ডেব ব্যাটিংয়ের চরমে (৮৭·৫৭) পৌঁছলেন। অর্থাৎ ক্রিকেট-জগতের শীর্ষে। তাঁব নেতৃত্বে কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপে কেণ্টের সঙ্গে সাসেক্স যুগ্মভাবে তৃতীয় হল। তাঁদেব আগে ছিল ইয়র্কশায়াব ও ল্যাঙ্কাশায়ার।

এই সময় থেকে দর্শকরা তাঁব কাছ থেকে প্রতিটি ম্যাচে সেঞ্চুরি আশা কবতেন। তাই ১৯০১ সালে তাঁব ২৪৬৮ বাণে (গড় ৭০-৫১) তেমন আকৃষ্ট হলেন না ক্রিকেট-রসিকরা।

বসন্তে তিনি ইনফ্লুয়েঞ্জায় পড়লেন। মবশুমেব প্রথম তিনটি ম্যাচ খেলতে পারলেন না। দুটিতে তাই তাঁব দল সাসেক্স হেরে গেল। ২৭শে মে মাঠে নেমেই গ্লস্টারশায়ারের বিরুদ্ধে ৬২-ব মাধ্যমে মবশুম শুরু করলেন। পরের মাসে সমাবসেটেব বিরুদ্ধে দুঘণ্টায় হাঁকড়ালেন ১৩৩। জুনে কিছু ভাল ইনিংস খেলে জুলাইয়ে আবার শীর্ষে পৌঁছলেন ল্যাঙ্কাশায়াবেব বিরুদ্ধে। প্রথম ইনিংসে ল্যাঙ্কাশায়ার ৯৪ রাণে এগিয়ে থাকলেও হেরে যান কেবল রণজিব জন্যই। দুই ইনিংসেই তিনি দলের সর্বোচ্চ স্কোরাব (৬৯ ও ১৭০ নট-আউট)। আগস্টে সাসেক্স খেলছে সমারসেটের বিরুদ্ধে। তাবা প্রথম ইনিংস শেষ করল ২৩৬ রাণে। উত্তরে সমারসেটের হল ৫৬০ বাণ ৮ উইকেটে। তারা ডিক্লেয়াড করল। দ্বিতীয় ইনিংসে ওপেনার হলেন রণজি, যা সচরাচব তিনি করতেন না। দ্বিতীয় দিনের শেষে ২৯ করে নট-আউট রইলেন। সন্ধ্যায় সাসেক্সের কর্মকর্তারা পবামর্শ দিলেন, আগামীকাল পুবোদিন তুমি উইকেটে থাকবে ও ৩০০ রাণ করবে। ওই রাত্রে রণজি মাছ ধবতে চলে গেলেন, সাবা রাত ঘুমোননি। পরদিন তিনি জীবনের সর্বোচ্চ স্কোর (২৮৫ নট-আউট) করলেন। খেলা অমীমাংসিত হয়ে গেল। বৃষ্টিব জন্য ৪০ মিনিট খেলা বন্ধ না থাকলে তিনি নিশ্চয়ই ৩০০ কবতেন। তারপব ল্যাঙ্কাশায়ারেব বিরুদ্ধে ২০৪ বাণ। এই

মবশুমে ল্যাঙ্কাশায়ারের বিরুদ্ধে পুরো দুটি ইনিংসে হয় ৪৪৩। ১৯০১ সালে তিনি মোট আটটি সেঞ্চুরি কবেন, এব মধ্যে তিনটি ডাবল। এসেক্সেব বিরুদ্ধে ২১৯ ছিল তৃতীয় ডাবল সেঞ্চুরি। ইংল্যাণ্ডেব ব্যাটিং-গড়ে স্থান তৃতীয়।

১৯০২-এব গ্রীষ্মে বণজিই একমাত্র ব্যাটসম্যান ছিলেন, যিনি ২০০ কবতে পেবেছিলেন এবং তিনি তা দুবাব কবেন। পায়ে আঘাত থাকা সত্ত্বেও এসেক্সের বিরুদ্ধে কবলেন ২৩০। ডেব্রিউ নিউহ্যামেব সঙ্গে সপ্তম উইকেট জুটিতে হল ৩৩৪। ইংল্যাণ্ডেব ক্রিকেটে আজও এটি বেকর্ড।

সাবেব বিরুদ্ধে ২ ঃ মিনিটে ২৩০ (নট-আউট) তাঁব জীবনেব দ্রুততম ইনিংস। ওই শক্ত উইকেট সম্পর্কে কয়েক বছব পব তিনি বলেন: আমি ইচ্ছা কবলে বোধহয় সাবা জীবন ওই উইকেটে দাঁড়িয়ে থাকতে পাবতাম। ওই মবশুমে ২৬টি ইনিংসে ১১১০ বাণ (গড় ৪৬২৫) কবে ইংল্যাণ্ডেব ব্যাটিংয়ে দ্বিতীয় হলেন। তাব নেতৃত্বে সাসেক্স এবাব কাউন্টিতে দ্বিতীয় দল।

১৯০২ সালে অস্ট্রেলিয়া আসায় কাউন্টি ক্রিকেটে মন্দা দেখা দেয়। উত্তেজনা বাড়ে টেস্ট সিরিজে। বণজি মোটেই ভাল খেলতে পাবলেন না। প্রথম ম্যাচে ১৩, দ্বিতীয়টি বৃষ্টিতে ভেসে গেল। আহত থাকায় তৃতীয় টেস্টে নামেননি। চতুর্থ টেস্টে ২ ও ৪। তাই পঞ্চম টেস্ট বাদ পড়লেন। যে গৌববময় জীবন শুরু হয়েছিল সেঞ্চুবিব মাধ্যমে, ১৯০২-এব টেস্ট সিরিজে তাতে কালিমা পড়ল।

বণজি ও সি বি ফ্রাই—যাবা সেঞ্চুরি ছাড়া কবতেন না, সেই দুজন গোটা সিরিজে ৮ ইনিংসে মাত্র ২৪ বাণ কবলেন। উভয়েব স্থান হল সকলেব নিচে। ১৯০৩ সালও ভাল গেল না। সাবেব বিরুদ্ধে একটি ডাবল সেঞ্চুরি (২০৪) সহ মোট হল ১৯২৪। চাবটি সেঞ্চুরিও কবেন এবং দুবাব ৯০-এব কোঠা পাব হন। প্রথম শ্রেণীব ক্রিকেটে ব্যাটিং-গড়ে আবাব স্থান দ্বিতীয় (৫৬৫৮)। ফাই ২৫ পয়েন্ট এগিয়ে প্রথম হন। বণজিব এটিই ছিল কাউন্টিব শেষ নেতৃত্ব। এবাবও চ্যাম্পিয়নশিপে তাঁবা হলেন দ্বিতীয়। এই মবশুমেই এম সি সি-ব বিরুদ্ধে লণ্ডন কাউন্টিব পক্ষে খেললেন। তাঁব দল ১৯ বাণে ৪টি উইকেট হাবাল। বণজিকে শেষদিকে নামানো হল। কিন্তু তাঁর নবম উইকেট জুটি ৬৭ বাণে ফিবে গেল। এবাব তিনি শক্তহাতে ব্যাট ধরলেন। শেষ জুটি ১৩৬ যোগ কবল ৭০ মিনিটে। বণজি আউট হলেন ১৩২ বাণ কবাব পব।

লণ্ডন কাউন্টির অধিনায়ক ডব্লিউ জি গ্রেস বললেন : এটি আমার দেখা অন্যতম সেরা ইনিংস।

পরের বছর (১৯০৪) রণজি ২০৭৭ রাণ করেন। এতে ৮টি সেঞ্চুরি (গড় ৭৪'১৭)। তাঁর সেরা ব্যাটিং ল্যাঙ্কাশায়ারের বিরুদ্ধে ২০৭ (নট-আউট)। সফরকারী দক্ষিণ আফ্রিকা দলও রণজির ব্যাটিং পরীক্ষা করে। ওই কাউন্টির পক্ষে তিনি করলেন ১৭৮ (নট-আউট)।

এই মরশুমে স্মরণীয় খেলা জেণ্টেলমেন বনাম প্লেয়ারসের, লর্ডসে। ১৫৬ রাণে প্রথম ইনিংসে এগিয়ে তাঁরা ৩৩৫ রাণে দ্বিতীয় ইনিংস শেষ করেন। চতুর্থ দিনে ব্যাটিংয়ে নেমে জেণ্টেলমেন দলের জিততে দরকার ছিল ৩৯২। এদিকে তাঁদের ১০৮ রাণে তিনটি উইকেট পড়ে গিয়েছে। তাই জয় দূর-অস্ত। এই সময়ে জ্যাকসন মিলিত হলেন রণজির সঙ্গে। এবং দুই ঘণ্টার একটু বেশি সময়ে এই জুটি ১৯৪ করল। খেলার মোড় ঘুরে গেল। জেণ্টেলমেন ২ উইকেটে জিতল; ১৮৯৯ সালের পর জেণ্টেলমেন দল এই প্রথম লর্ডসে বিজয়ী হল। রণজি দ্বিতীয় ইনিংসে করেন ১২১।

রণজির জীবনের স্মরণীয় ইনিংসগুলি শেষ হল, যদিও ১৯০৮, ১৯১২ ও ১৯২০ সালে তাঁর ব্যাটের চমৎকার মারগুলি দর্শকদের আকৃষ্ট করে।

১৯০৫-১৯০৭ সাল পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডে ছিলেন না রণজি। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে ফিরলেন ১৯০৮-এ। তখন তিনি নবনগরের জামসাহেব। পশ্চিম ভারতের ছোট্ট রাজ্যের শাসক। ২৮ ইনিংসে করলেন ১১৩৮ (গড় ৪৫'৫২)।

ক্রিকেটের বর্ষপঞ্জী 'উইজডেন' লিখল : তিনবছর দীর্ঘ আশার পর তাঁর ব্যাটে আগের সেই চমক না থাকলেও মাঝে মাঝে ঝলক দেখা গিয়েছে। মরশুমের শেষ ইনিংসে ১০১ করে দর্শকদের আনন্দ দিলেন। এবার গুজব উঠল— আর তাঁর ব্যাটে বড় ইনিংস দেখা যাবে না। তিনি অবসরের কথা ভাবছেন। এ জি গার্ডনার লিখলেন : শেষ বল খেলা হয়ে গিয়েছে। ব্যাটে তেল মাখিয়ে সরিয়ে রাখা হয়েছে। লর্ডস এখন একাকী, নিঃসঙ্গ। আমরা ক্রিকেটের রাজাকে বিদায় জানাচ্ছি। আর তিনি আমাদের দেখতে পাবেন না। আর তিনি স্মিত হাসবেন না। বড় একজন অভিনেতা মঞ্চ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। সমগ্র বিশ্ব এখন তাঁর বৈচিত্র্যময় স্মৃতিচারণে লিপ্ত হবে। জামসাহেব, তোমাকে হাজার সেলাম! ছোট্ট রাজ্যের রাজা, তোমাকে নমস্কার! তুমি বড় খেলার আরও বড় রাজা।